নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন.বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

WOMEN'S POLITICAL EMPOWERMENT· BANGLADESH PERSPECTIVE

রেবা নার্গিস
রোল নং ২০২
সেশন: ১৯৯৭/৯৮

এম.ফিল গবেষণা প্রবন্ধ (থিসিস)

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401607

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
401607

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর-২০০৪

401607

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র /CONTENTS

	বিবরণ/শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	প্রত্যয়নপত্র	i
	উৎসর্গ	ii
	কৃতজ্ঞতাস্বীকার	iii
	সারণী ও চিত্র তালিকা	iv-v
	ভূমিকা	১
	গবেষণার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব	১-৩
	গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি	৪-৫
	অধ্যায় পরিকল্পনা	৫-৬
	গবেষণা পদ্ধতি	৭
০১	**প্রথম অধ্যায় ঃ ক্ষমতায়ন**	৭-২৩
১.১	ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায়	৭-৯
১.২	ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য	১০-১১
১.৩	জেন্ডার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন	১১-১২
১.৪	শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন-বাংলাদেশ	১৩-২১
১.৫	রাজনীতি, প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণে নারীর ক্ষমতায়ন	২২-২৩
০২	**দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নারী, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল**	২৪-৪৭
২.১	রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা	২৪-২৭
২.২	রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশিদারিত্বের গুরুত্ব	২৮-২৯
২.৩	রাজনৈতিক দল ও নারী ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	২৯-৩২
২.৪	রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান ও অন্তরায়	৩২-৩৫
২.৫	রাজনীতি, গণতন্ত্র ও নারী	৩৫-৪২
২.৬	পুরুষ প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আলোকে নারী	৪৩-৪৪
২.৭	নারীর রাজনীতিতে যোগদানে বাস্তবতা ও প্রতিবন্ধকতা	৪৪-৪৫
২.৮	রাজনীতিতে নারীর জেন্ডার প্রতিবন্ধকতা	৪৫-৪৬
২.৯	স্বাধীনভাবে ভোটাধিকারের প্রতিবন্ধকতা	৪৬-৪৭
০৩	**তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের রাজনীতে নারী**	৪৮-৯৯
৩.১	বাংলাদে শে নারীর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার	৪৮-৪৯
৩.২	বাংলাদেশের সংবিধান ও নারী	৪৯-৪৯
৩.৩	জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান	৪৯-৫০
৩.৪	জাতীয় সংসদে নারীর অংশ গ্রহণ ও অবস্থান	৫১-৫২
৩.৫	জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান	৫৩-৫৭
৩.৬	জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন প্রসঙ্গ	৫৮-৬২
৩.৭	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গ	৬৩-৬৬
৩.৮	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন, নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিকতা	৬৬-৬৯
৩.৯	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন ও নারীর ক্ষমতায়ন	৭১-৭৯
৩.১০	বিশ্ব পার্লামেন্ট/আইন সভায় নারীর অবস্থান	৮০-৯২
৩.১১	জাতীয় বাজেটে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান	৯৩-৯৪
৩.১২	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী	৯৫-৯৬
৩.১২	বাজেটে নারীর অর্থনৈতিক সংশ্লেষ, অবস্থান ও গুরুত্ব	৯৬-৯৭
৩.১৩	চলতি অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটে নারী	৯৮-৯৯

401607

Dhaka University Institutional Repository

০৪ -	**চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে নারী -বাংলাদেশ প্রসঙ্গ**	**১০০-১১২**
৪.১	বাংলাদেশের প্রশাসন ও নারী	১০০-১০১
৪.২	সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১০১-১০২
৪.৩	বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে নারীর অবস্থান ও সূচক	১০৩-১১২
০৫ -	**পঞ্চম অধ্যায় ঃ আর্থ -সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী**	**১১৩-১৩৩**
৫.১	নারীর ক্ষমতানের উপর গৃহীত বিভিন্ন পেশা/শ্রেণীর মানুষের প্রশ্নোত্তর/মতামতের উপর একটি সমীক্ষা	১১৩-১১৭
৫.২	সভ্যতায় ক্রমবিকাশ ও নারী উন্নয়ন 401607	১১৮-১১৯
৫.৩	সামাজিক প্রেক্ষিত ও নারী নির্যাতন	১২০-১২৪
৫.৪	নারী নির্যাতনের কারণ ওপ্রেক্ষাপট	১২৫-১২৮
৫.৫	নারী নির্যাতনরোধে করণীয় কি	১২৯-১৩০
৫.৬	নারী ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট	১৩০-১৩৩
০৬ -	**ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থান**	**১৩৪-১৫৭**
৬.১	নারী অধিকারের ইতিকথা ও ইসলাম	১৩৪-১৩৪
৬.২	গ্রীস,রোমান ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারীর অবস্থা	১৩৫-১৩৯
৬.২	ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার	১৪০-১৪১-
৬.৩	ইসলামে নারী অধিকার ও অবস্থান	১৪২-১৪৪
৬.৫	খৃষ্টান ধর্মে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গ	১৪৫-১৪৬
৬.৬	হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গ	১৫৬-১৪৮
০৭	উপসংহার ও দিকনির্দেশনা	১৪৯-১৫৭
০৮	তথ্য ও সূত্রাবলী (References)	পরিশিষ্ট/ক
০৯	সমীক্ষার প্রশ্নমালা	পরিশিষ্ট/খ
১০	সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	পরিশিষ্ট/গ
১১	সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পাবলিকেশন্স (Selected Bibliography)	পরিশিষ্ট/ঘ

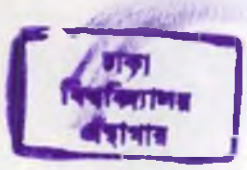

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি সানন্দে প্রত্যয়ন করছি যে,"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" শিরোনামের গবেষণা কর্মটি রেবা নার্গিস-এর একটি একক ও নিজস্ব গবেষণাকর্ম।

আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, উক্ত গবেষণা কর্মটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি তত্ত্বাবধায়ন করেছি এবং সম্পূর্ণ পাঠ করেছি। এই গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপযুক্ত মনে করি এবং উক্ত এম ফিল ডিগ্রীর জন্য জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক,রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার আব্বা ও আম্মা
জনাব আব্দুর রাজ্জাক ও মিসেস সালেহা বেগমকে যাঁদের ইচ্ছা, আশির্বাদ ও অনুপ্রেরণায় এই গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং এই গবেষনায় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন-এর নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একাডেমিক ও পারিবারিক শতাধিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ আতাউর রহমান-এর নিকট যাঁর বিশেষ সহযোগিতায় আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে উৎসাহিত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ডঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ শহীদুল হক মুন্সী স্যারের প্রতি যাঁদের অনবরত উপদেশ,উৎসাহ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই গবেষণা কর্মে আমি অনুপ্রানিত হয়েছি।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমার স্বামী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা জনাব এম এন নবীউল আহসানের প্রতি যিনি প্রশাসনিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমার গবেষণা কর্মে প্রচুর সময় দিয়েছেন এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন। আমি আমার ছেলে নাহিদ ও নাফিজের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ কারণ তারা প্রায়ই এই গবেষণা কর্মে ব্যস্ততার জন্য আমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু কোন অভিযোগ করেনি। আমি আমার পরিবারের অন্যান্য ভাই-বোনের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ,বিশেষ করে আমার ছোট ভাই মনিরুজ্জামান মাসুদের নিকট।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার মেজ আপা সিনেয়র শিক্ষিকা মিসেস লতিফা খানম এবং আমার মেজ দুলা ভাই সহযোগী অধ্যাপক জনাব আনোয়ার হোসেনের প্রতি যাদের অনুপ্রেরণা আমাকে এই গবেষণাকাজে উৎসাহিত করেছে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি হাজী আব্দুল কাইয়ুম কলেজের উপাধ্যাক্ষ মহোদয় ও আমার সহকর্মি অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি।

গবেষণা কর্মটি সফলতার প্রাক্কালে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বরণ করি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মরহুম ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহানকে যিনি ব্যক্তিগতভাবে এই গবেষণা কর্মে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

রেবা নার্গিস

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ও চিত্র তালিকা

প্রথম অধ্যায়: ক্ষমতায়ন:

সারনী: ১.১	নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা ও বয়স ভিত্তিক তথ্যের বিন্যাস
সারনী: ১.২	নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা ও স্থায়ী নিবাস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস
সারনী: ১.৩	নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তথ্যের বিবরন
সারনী: ১.৪	নারীর ক্ষমতায়নে পেশাগত তথ্যের বিন্যাস
সারনী: ১.৫	নারীর ক্ষমতায়নে আয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস
সারনী: ১.৬	নারীর ক্ষমতায়নে বৈবাহিক অবস্থাগত তথ্যের বিন্যাস
সারনী: ১.৭	নারীর ক্ষমতায়নে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্য বিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারী,রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল:

সারনী: ২.১	রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারনী ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী:

সারনী:৩.১	Comparison of Women Candidates Contested in the Parliamentary Election 1996 & 2001
সারনী:৩.২	১৯৯৬-এর নির্বাচনে নারী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল
সারনী:৩.৩	মন্ত্রি সভায় নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ও শতকরা হার
সারনী:৩.৪	বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য: ১৯৭৩-২০০৩
সারনী:৩.৫	বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী প্রার্থী মনোনয়নের চিত্র
সারনী:৩.৬	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামানত প্রাপ্ত ১৮ জন নারী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
সারনী:৩.৭	জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদেরঅংশগ্রহণের শতকরা হার(১৯৭৩-১৯৯৬)
সারনী:৩.৮	জাতীয় সংসদে বিজয়ী নারী সদস্যদের শতকরা হার(১৯৭৩-১৯৯৬
সারনী:৩.৯	প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অবস্থান ও শতকরা হার
সারনী:৩.১০	জাতীয় সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংরক্ষিত আসন
সারনী:৩.১১	১৯৭৩-১৯৯৬পর্যন্ত জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের যোগ্যতারবিবরণ
সারনী:৩.১২	বাংলাদেশে নারী মন্ত্রীদের অংশগ্রহনের হার
সারনী:৩.১৩	বিভিন্ন সময়ে নারী মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার(১৯৭৮-২০০১)
সারনী:৩.১৪	নারী ও পুরুষ মন্ত্রীদের মধ্যে শতকরা হার (১৯৭২-১৯৯৭)
সারনী:৩.১৫	অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশ গ্রহণ
সারনী:৩.১৬	ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ
সারনী:৩.১৭	বিশ্বের ১৮১টি রাষ্ট্রের উচ্চ ও নিম্নকক্ষে নারী অবস্থান ওশতকরা হার
সারনী:৩.১৮	বিশ্বের মোট সাংসদদের মধ্যে নারীর অবস্থানগত চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

সারনী:৩.১৯	বিভিন্ন দেশেরসংসদে প্রতি দশবছর অন্তর নারী সদস্যদেরঅগ্রগতির হার
সারনী:৩.২০	ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ভূক্ত সংসদে নারীর অবস্থান ও শতকরা হার
সারনী:৩.২১	ভারতের ১২তম লোক সভায় নারী সদস্যদের শতকরা হার
সারনী:৩.২২	বিভিন্ন অর্থ বছরে বাংলাদেশে নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের বাজেট

চতুর্থ অধ্যায়: প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে নারী :

সারনী:৪.১	১৭শ বিসিএস পরীক্ষায় বাছাই পরীক্ষায় উপস্থিতি এবং চাকুরীর জন্য সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের তুলনা
সারনী:৪.২	১৮শ বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারীদের মধ্যে বাছাই পরীক্ষায় উপস্থিতি এবং চাকুরীর জন্য সুপারিশকৃত প্রার্থীর নারী ও পুরুষের তুলনামূলক হার
সারনী:৪.৩	১৮শ বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারীদের মধ্যে বাছাই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সাধারণ ক্যাডারে নারী ও পুরুষের তুলনামূলক হার
সারনী:৪.৪	১৮শ বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার প্রাপ্তির জন্য সুপারিশকৃত নারী পুরুষের হার
সারনী:৪.৫	২০তম বিসিএস পরীক্ষায় প্রার্থীদের সংখ্যা, বিভাগ সংক্রান্ত নারী-পুরুষের বিবরণ
সারনী:৪.৬	২০তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারীদের প্রাথমিক পরীক্ষায় উপস্থিতির জন্য প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ হার
সারনী:৪.৭	২১তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারীদের মধ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নারী ও পুরুসের বিবরণ
সারনী:৪.৮	প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী ও পুরুষের হার
সারনী:৪.৯	বিসিএস পরীক্ষায় নারীর জন্য কোটা প্রসঙ্গ
সারনী:৪.১০	পুরুষ সহকর্মিদের দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে সহকর্মি হিসেবে নারী
সারনী:৪.১১	শিক্ষক,সাধারণ জনগন, নারী সংগঠনের সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন নারী কর্মকর্তার দৃষ্টিতে নারীর সংরক্ষিত কোটা প্রসঙ্গ

পঞ্চম অধ্যায়: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী:

সারনী:৫.১	পদমর্যাদা অনুযায়ী কর্মজীবি নারীর উপর নির্যাতনের প্রকৃতি
সারনী:৫.২	কর্মজীবি নারীদের উপর যৌন নিপিড়নের মাত্রা (জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা:

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র নারীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের মাধ্যমে তার দরিদ্র অবস্থা দূর করাকে বুঝানো হয় না। অর্থাৎ বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন কেবল নারীর আয় বৃদ্ধি করে তার দরিদ্র অবস্থা প্রসমিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং তার সার্বিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে কার্যকরি অংশগ্রহণসহ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সকল পর্যায়ে সম্পৃক্ত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিময় অংশিদারিত্বমূলক সমাজ/রাষ্ট্র ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। প্রচলিত ও সাধারণ অর্থে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন বলতে যদিও প্রধানত তাকে উপার্জনক্ষম করে তার ব্যাক্তিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সহিংসতা ও নির্যাতন রোধ করে তার জীবনমান উন্নয়নকে বুঝানো হয়। আর এসব এতকাল ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিলম্বে হলেও স্বীকৃত যে, ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ইত্যাদি সকল পর্যায়ের উন্নয়নের টেকসই ও মূল ভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নারী বিষয়ে জাতীসংঘ আয়োজিত ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে, ১৯৯০ সালে শিশু ও নারী বিষয়েনিউইয়র্কে, ১৯৯২ সালে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে রিওডিজেনিরিওতে ১৯৯৩ সালে মানব অধিকারের উপর ভিয়েনাতে, ১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা ওউন্নয়ন বিষয়ে কায়রোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সমূহে নারীর অবস্থা,উন্নয়ন ও করনীয়ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ ও আলোচনা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯৫ সালে বেইজিংএ অনুষ্ঠিত ১৯০টি দেশ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে বৈশ্বিক ঐক্যমত (Global Consensus)নারী উন্নয়নের নীতিমালা প্ল্যাটফরম ফর একশন (Platdorm for Action) অনুমোদন করে এবং সে অনুযায়ী জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করার ঘোষনা ব্যাক্ত করে । রাজনৈতিক উন্নয়নসহ এ'টি নারীর প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। সামাজিক ইস্যূ হিসেবে নারী উন্নয়ন সুষম ও টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তাই বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেননা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক,পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত প্রভৃতি ক্ষমতা একটি আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।এর জন্য নারীর ব্যাক্তিগত, পারিবারিক,সামাজিক,ঐতিহাসিক, এমনকি তার আত্মিক,বাহ্যিক ধর্মীয়সহ অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

সকল অবস্থা ও স্বরূপ আবিস্কার ও উৎঘাটন করা প্রয়োজন। অন্যথায় সময়ের ব্যবধানে গৃহীত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রতিয়মান হতে পারে।সুতরাং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা আবশ্যক। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামজিক প্রেক্ষাপটে তা কতটুকু কার্যকরি ও গ্রহনীয় তা-ও নিরূপন করা প্রয়োজন। বিশ্বের উন্নত দেশসহ বটেই উন্নয়ণশীল বিভিন্ন দেশে নারী নেতৃত্ব ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর বেশ কিছু গবেষণা কাজ সম্মন্ন হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাপক গবেষণা হয়নি । দেশের অর্ধেক অথচ বিশাল নারী সমাজ এখনো উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। অনিবার্যভাবে নারীর রাজনৈতিক উন্নয়নই নারীর ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি।সুতরাং সঙ্গত কারণে তাই নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গবেষণা কর্মের বিষয়বস্তু সময়ের প্রয়োজনে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

গবেষনার বিষয়বস্তু ও গুরুত্বঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নারী নেতৃত্বও ক্ষমতায়ন নিয়ে বেশ কিছু গবেষনা কর্মহলেও "রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বাংলাদেশে পযার্প্ত গবেষণা হয়নি। যেহেতু রাজনীতি একটি বৃহৎক্ষেত্র এবং বর্তমানে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে তাই গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচানা করে রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কিভাবে উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে প্রসঙ্গটিকে এই গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাস্তবিকই বিষয়টি স্থানীয় ও বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষমতা যেহেতু নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রান কেন্দ্র তাই রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন, ব্যাপক অংশগ্রহণে ও তার নেতৃত্বকে তরান্বিত করে, যা উন্নয়নের সঙ্গে নারীর সংপৃক্ত করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে অধিক ফলপ্রসূ ও প্রতিষ্ঠিত করার মূল সূচকের ন্যায় কাজ করতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারীর উন্নয়ন সম্ভব আর নারীর উন্নয়ন হলেই পরিবার সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব। নোপলিয়ন বলেছিলেন, "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একপি সভ্য জাতি উপহার দেব"। অর্থাৎ নারী সচেতন-শিক্ষিত হলে, ক্ষমতায়িত হলে তার অধিকার সম্পর্কে সে বুঝতে পারবে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মা শিক্ষিত হলেই পরিবার তথা সমাজ শিক্ষিত হবার যৌক্তিকতা পূর্ব থেকেই স্বীকৃত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিশেষভাবে চিহ্নিত

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ততা চিন্তা করা হয়েছে। সে যা-ই হোক নারীর এ অবস্থানে আগমনের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অবদানেরই স্বীকৃতি এবং শুভ বুদ্ধির আলোকে সামাজিক উপলব্ধিকে আবিস্কার। এরপর সমতা নিরাপনের বিষয়ে বর্তমানে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনার বিষয়টি চিন্তা ভাবনা চলছে। ফলে এ ক্ষেত্রে বিশদ গবেষনা প্রয়োজন।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্ত-র্ভুক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে পারলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগ হবে দ্বিগুন মাত্রা। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে কেবল মাত্র নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে কেবলমাত্র নারীর উন্নয়ন সীমাবদ্ধ নয়। নারীর উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের হার বহুলাংশে বির্ভরশীল একথা আমাদের সকলের উপলব্দি করতে হবে। একথা আজ বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সামাজ ও জাতিতে নারীর শিক্ষা ও তার অবস্থান যত সুদৃঢ়তম সমাজ বা জাতি তত উন্নত। সুতরাং উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রবল ভূমিকা রাখবে তাতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। নিরীক্ষায় দেখা গেছে নারীর উপর অর্পিত ক্ষমতা বা দায়িত্ব সে অত্যন্ত সূচারু ও যথাযথভাবে পালনে সক্ষম এবং অঙ্গিকারবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর সফলতা অর্জন করতেও সে সক্ষম। কিন্তু সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারীর তার অবস্থান থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এ পিছিয়ে থাকার কারন অনুসন্ধান করে প্রকৃত একটি দিক নিদের্শনা প্রনয়ন ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক। বিশ্বের সব নারী সমাজের উপর যেহেতু আমাদের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভরশীল নয়। তাই বৈশ্বিক আলোকে বেকলমাত্র বাংলাদেশের নারী সমাজের উপর উক্ত গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচক হচ্ছে পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের সার্বিক চিত্রে উন্নয়নের প্রতিফলন এবং এ সার্বিক উন্নয়নের প্রথম এবং প্রদান উপকরণ হলো শিক্ষা। "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন" বিষয়টি আসলে শিক্ষা ও উন্নয়নের সর্বাধুনিক সংস্করণ করা যায়। এতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজ রাষ্ট্র এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পর্যালোচনা। বিশ্লেষণ, উপাত্তগত সংগ্রহায়ন, সুবিধা অসুবিধাসহ সম্মিলিত সুপারিশমালা এবং পরিশেষে একটি পরিস্কার দিকনির্দেশনা নির্ণয় করাই এই গবেষনার উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বৈশ্বিক আলোকে বেকলমাত্র বাংলাদেশের নারী সমাজের উপর উক্ত গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচক হচ্ছে পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের সার্বিক চিত্রে উন্নয়নের প্রতিফলন এবং এ সার্বিক উন্নয়নের প্রথম এবং প্রদান উপকরণ হলো শিক্ষা। "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন" বিষয়টি আসলে শিক্ষা ও উন্নয়নের সর্বাধুনিক সংস্করণ করা যায়। এতএব এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজ রাষ্ট্র এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পর্যালোচনা। বিশ্লেষণ, উপাত্তগত সংগ্রহায়ন, সুবিধা অসুবিধাসহ সম্মিলিত সুপারিশমালা এবং পরিশেষে একটি পরিস্কার দিকনির্দেশনা নির্ণয় করাই এই গবেষনার উদ্দেশ্য।

গবেষনার উদ্দেশ্য ও পরিধিঃ

১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান ও অংশগ্রহণের পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ও রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান।

২. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশিদারিত্বের সীমাবদ্ধতা এবং জাতীয় উন্নয়নে তার ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ।

৩. বাংলাদেশের রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান ও অংশগ্রহণ বৈশম্য চিহ্নিত করণ এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব।

৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায় কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান।

৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অবস্থান, পশ্চাতপদতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি অধ্যয়ন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা।

৬. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থায় নারীর দূর্বল অবস্থানের কারণ ও স্বরূপ উদঘাটন।

৭. যেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামো পারিবর্তন সেহেতু যে সব কাঠামো, প্রতিষ্ঠান/সংগঠন নারীর অধস্তনতা বা অসমতাকে দীর্ঘায়িত বা স্থায়ী করে সেগুলোর পরিবর্তন সাধনে দিক নির্দেশনা প্রদান ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক, ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক বাস্তবতার অলোকে নারীর ক্ষমতায়ন নির্নয় করা ।

অধ্যায় পরিকল্পনাঃ

এই গবেষণা প্রকল্পটিকে একটি সুনির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এটিকে সর্বমোট ছ'টি সুবিন্ন্যাস্ত অধ্যায়ে সাজানো বা বিভক্ত হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে ক্ষমতায়ন বিষয়টি কি এবং নারীর ক্ষমতায়নে জেন্ডার বৈষম্য কিভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে । জেন্ডার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সূচক এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও প্রশাসন এবং এতদসংক্রান্ত নীতি নির্ধারনে নারীর অংশগ্রহণসহ ক্ষমতায়ন সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত অলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের যৌক্তিকতা, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশিদারিত্বের গুরুত্ব, রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান, সীমাবদ্ধতা ওপ্রতিবন্ধকতা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারী ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলন, নারী আন্দোলনের দাবীসমূহ, পুরুষ প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারীর মূল্যবোধ এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের জেন্ডার প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়াবলী আলোচনা করনসহ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের আইন ও সংবিধানে নারীর অবস্থান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও ব্যাবস্থায় নারীর অবস্থান ও অংশগ্রহণ, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান ইত্যাদি। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অবস্থান, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিকতা এবং এ অধ্যায়ের সবশেষে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়ন এবং অণ্যান্য কতিপয় দেশের তুলনামূলক চিত্র আলোচনা করা হয়েছে । নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জাতীয় বাজেটে নারীর কতটুকু অংশ আছে এবং এর গুরুত্ব কতটুকু সেবিষয়েও আরোকপাত করা হয়েছে। প্রশাসনিক প্রেক্ষিতে নারী- অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের প্রশাসনিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক ও বিসিএস পরীক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ এবং তাতে নারী পুরুষের তুলনামূলক সাফল্যের হার এবং প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী-পুরুষের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সারণী ও টেবিলের মাধ্যমে বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও বিবরণ দেয়া হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে ।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী, নারী নির্যাতন, নারী নির্যাতনের স্বরূপ ও কারণ এবং নারী নির্যাতন রোধ বা হ্রাসের উপায় কি? তা পঞ্চম অধ্যায়ে বিধৃত করা হয়েছে । শুধু তাই নয় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণ নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরীজীবি, ডাক্তার, প্রকৌশলী,ব্যবসায়ী এমনকি গৃহীনিয়া নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে চিন্তা-চেতনা এবং মতামত প্রসঙ্গে বাস্তব চিত্র কেমন তার উপর মাঠ পর্যায়ে একটি সাক্ষাতকারমূলক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে টেবিল ও চিত্রের মাধ্যমে একটি বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে । সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নারীর অবস্থান, নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে এসব বিষয়াবলীর উপর বিচার বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে ।

গবেষনার পদ্ধতিঃ

এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠু ও সার্বিক সাফল্যের জন্য এবং এর উদ্দেশ্যাবলী সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ক) পরিপ্রেক্ষিত ও এলাকা নির্বাচন ঃ

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য কোন নির্দিষ্ট এলাকাকে নির্বাচন না করে বরং সমগ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও পদ্ধতিগত অবস্থাকে বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

খ) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতি ঃ

এই গবেষণা কর্মের জন্য প্রধান যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়েছে তা হলো সংশ্লিষ্ট তথ্য কেন্দ্র, দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িকী, বিভিন্ন ওয়েব সাইট এবং বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক তার সূচক নির্ধারণ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ) নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের ধারণা ও মতামত কি এবং কিভাবে নারীর ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করা যায় অথবা বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতার সাথে উন্নয়নের যোগসূত্র কতখানি সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে একটি প্রশ্নোত্তর সম্বলিত কাজ সম্পন্ন করে তার বিভিন্ন দিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ক্ষমতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ক্ষমতায়ন

১.১-ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায় :

ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে কল্যাণ,উন্নয়ন,অংশগ্রহণ,অংশিদারিত্ব ও দারিদ্রবিমোচনের মতপ্রত্যয়গুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। প্রক্রিয়া হিসাবে ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার মাধ্যমে মানুষ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয় ।

ক্ষমতায়ন অর্থ হলো যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাদপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরণ। এই যৌথ প্রচেষ্টায় পুরুষও অংশীদার, আপাতঃ দৃষ্টিতে ক্ষমতার জন্য পুরুষদের সঙ্গে নারীর বৈরী মূলক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই প্রচেষ্টা হলো নারীর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য, পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসাবে গণ্য করা। ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার আদর্শিক ধারনা হলো পুরুষদের সঙ্গে সহ অবস্থানে, সম-মর্যাদায় নারীর অবস্থান প্রয়োজন। কেননা নারী ও পুরুষ উভয়েই সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। সমাজের যে সকল কর্মকান্ডে নারী নিয়োজিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যথাযথ মূল্যায়ন হয়না। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই সহাবস্থানে দাঁড়াবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হবে। জ্ঞান, আত্ম-সম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও বা পরোক্ষভাবে হলেও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়নের মূল বিষয়(সূত্রঃ১)।

অপর একটি দৃষ্টি কোন থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ঃ

(১) বস্তুগত সম্পদ যার মধ্যে রয়েছে স্থানিক সম্পদ যেমন জমি জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন মানবদেহ, মূল্যবোধ এবং আর্থিক সম্পদে যেমন অর্থনৈতিক লেনদেন।

(২) বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ যেমন জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আদর্শিক সম্পদ যেমন একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়।

এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার অর্থই ক্ষমতায়ন, এ ভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় । সিদ্ধান্ত গ্রহনের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করে যার ফলে ক্ষমতাবান ব্যাক্তি নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার ফসল। এর অর্থ হল ক্ষমতায়িত করার জন্য সচেতন করা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া আর নারী যখন সচেতন হয়ে উঠবে তা হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার ফসল। ক্ষমতায়ন আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বনির্ভরতা (Selfreliance) থেকে পৃথক কারন এতে ব্যক্তিগত এবং সমাজিক উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই ক্ষমতা অর্জন করা এবং ক্ষমতার উৎসের উপর অধিকার অর্জনের প্রক্রিয়া ।

এখানে ক্ষমতায়ন বলতে নারীর ক্ষমতায়নকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে, বিরাজমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। সর্বোপরি আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরী করণ তথা নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে (২)।

নারীর ক্ষমতায়ন অর্থ এই নয় যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, নারীরা তাদের সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসবেন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে যোগ্যতা অর্জন ও তার জীবন তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শক্তি বৃদ্ধিকে নির্দেশ করা হচ্ছে। যখন ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় তখন তা অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণের চাপ সৃষ্টির জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে তা নারীদের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। এই স্বনির্ভরতা ও অভ্যন্তরীন শক্তি কিভাবে চিহ্নিত হচ্ছে তা নির্ভর করে নারী তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প পর্যায় গুলো গ্রহন করতে পারছে কিনা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন লাভের মাধ্যমে নিজ জীবনের পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হচ্ছে কিনা তার উপর অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারছে কিনা।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয় যে,নারী প্রসঙ্গে ক্ষমতায়ন পদ্ধতি প্রথম বিশ্বের নারী গবেষকদের থেকে যতটা না তার চেয়ে বেশী তৃতীয় বিশ্বের তৃণমূল সংগঠন (Gassroots organisation) এবং নারী বাদী লেখক ও নারীদের মধ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে। ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবার যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেণী, উপনিবেশিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিমন্ডলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন যা এটাই নির্দেশ করে যে, নারী কে একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতন মূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। আর সহায়ক ও সহনশীল পরিবেশে হতে হবে স্নেহশীল, ভালবাসা ও প্রেম পরায়ণ । ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছে Development Alternatives with Women for a new Era (DAWN) I DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ওয়াল্ড কংগ্রেস অব ইউমেন-এর আগে কিছু নারী ব্যাক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারী সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষন করা নয় বরং একটি বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা গঠনের চিন্তা--শক্তি,গড়ে তোলা যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা যেখানে প্রত্যেকটি দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সম্পর্ক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকবে না (৩)। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের দুরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা আসে সর্বাগ্রে। যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে এবং প্রায় সবক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করতে পারবে ।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী প্রকৃত অর্থে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহন ও নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং ফলে নারী নিজের অবস্থানকে সুসংহত ও দৃঢ় করনে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুটো বিষয় কাজ করছে।

প্রথমত ঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা-

(ক) দৈনন্দিন কাজও ভূমিকায় ক্ষেত্রে

(খ) দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে

(গ) ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে

দ্বিতীয়ত ঃ পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন, অর্থ ঋণ, প্রশিক্ষন, কর্মসংস্থান, অবকাশ ও বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে (খ) পছন্দের ক্ষেত্রে যেমন, নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা, জীবন যাপন, বিয়ে, সন্তান ধারন ও লালন পালন,স্বাস্থ্য ইত্যাদি

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে- যেমন ক্ষমতা ও নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া এ সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাই হল নারীর ক্ষমতায়ন ।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর ইস্যু নয়, এটি একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়,তেমনি নারীর রাজনৈতিক বিষয়টিও কেবলমাত্র নারীর বিষয় নয় এটি একটি রাষ্ট্রীয় বিষয়। কারণ এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে নারী-পুরুষ উভয়েই। সমাজের সদস্য হিসেবে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও মনস্তাত্বিক মুক্তি প্রদান ও সমতা অর্পন করে এবং পুরুষকেও প্রথাগত নিপীড়ন কারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে (৪)। অধিকন্তু নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন করে একটি ভারসাম্যমূলক সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধস্তনতা ও অসমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করে সে গুলোর পরিবর্তন হবে এবং বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদ লাভ এবং এ সবের নিয়ন্ত্রণে নারী সক্ষম হয়ে উঠবে ।

১.২-ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্যঃ

উন্নয়নের দর্শনে এ কথা আজ সুস্পষ্ট যে উন্নয়ন নিছক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, এর প্রকৃত অর্থ-মানব উন্নয়ন যা নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে অর্থাৎ জেন্ডার প্রেক্ষিতটিকেও ধারণ করে। নারীর সম অধিকার,সম্পত্তি ভোগ, ক্ষমতা, পছন্দ ও সিদ্ধান্তগ্রহনে ও অংশগ্রহণে সমান সুবিধা ও সুযোগ নিশ্চিত করতে না পারলে সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে না।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং মোট শ্রম শক্তির ৪৮ ভাগ ও জাতীয় আয়ে প্রায় ৩০ ভাগ অবদান নারীদের। যদিও প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮% হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭% গণনা করা হয়। এ ছাড়াও নারীদের গৃহস্থলীয় কাজকে (Unpaid Labour) অর্থনৈতিক কাজ (Market activities) হিসাবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব-অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান

Dhaka University Institutional Repository

(Invisiable contribution) স্বরুপ প্রায় ১১ ট্রিলিয়ন ডলার গনণা ছাড়াই হারিয়ে যায়। অন্যদিকে নারীরা পুরুষের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশী গৃহস্থলী কাজের বোঝা বহন করে। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের তিন ভাগের এক ভাগ সম্পাদন করে কিন্তু মোট ১০ ভাগের ১ভাগ পায় । গোটা পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের ৭০ ভাগ নারী এবং নারীরা বিশ্বের মোট সম্পত্তির মাত্র এক ভাগের মালিক ।

বৈষম্যের এই বিষাদময় বাস্তবতার কারণ নারী পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে কোথাও সিদ্ধান্ত গ্রহনে কার্যকরী কোন ভূমিকা রাখতে পারছেনাএবং জাতীয় ও বিশ্ব আইন সভায় নারীর অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল । তবে ইদানিং অনেকক্ষেত্রে নারীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিমাপ করা হচ্ছে। এতদিন যে নারীরা ছিল অপাঙতেয় সেই নারীরাই আজ সচেতনতা,সহযোগিতা ও সক্ষমতার বদলৌতে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে । ১৯৮৫ সাল থেকে জাতীয় পর্যায়ে নারী বিষয়টি একটি গুরত্বপূর্ণ ইস্যূ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । ১৯৯৫ সাল থেকে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপের লক্ষ্যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে জেন্ডার সম্পর্কিত সূচক সংযুক্ত করা শুরু হয়েছে। এগুলো হল জেন্ডার উন্নয়ন সূচক (Gender Development Index-GPI) এবং জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচক (Gender Empowerment Measure-GEM) এই সূচকগুলোর দ্বারা প্রতিটি দেশে নারী উন্নয়ন নারী পুরুষের সমতা, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন কতটা অর্জিত হল এবং বিশ্বব্যাপী জেন্ডার বৈষম্য কতটা দূরীভূত হল তার একটা হিসেব নির্দেশ করা হয় (৫)।

১.৩ জেন্ডার উন্নয়ন (GDI) ও ক্ষমতায়ন (GDM) সূচক

১৯৯৬ সনের জাতিসংঘ মানবউন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৩৭টি দেশের মধ্যে জেন্ডার উন্নয়নের শীর্ষে রয়েছে ৫টি দেশ (১) সুইডেন (২) কানাডা (৩) নরওয়ে (৪) যুক্তরাষ্ট্র এবং ফিনল্যান্ড । উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে জেন্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে বারবাডোস (১৬) বাহামাস (১৮) হংকং (২৫) উরুগুয়ে (২৬) সিঙ্গাপুর (২৯) কোরিয়া প্রজাতন্ত্র (৩১) কোষ্টারিকা (৩২) এবং থাইল্যান্ড (৩৩) এ সব দেশ মোটাদাগে জেন্ডার বৈষম্য ব্যতিরেকেই নারী-পুরুষ উভয়ের মানব উন্নয়নে সফলতা অর্জন করেছে।

জেন্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নীচে রয়েছ ৫টি দেশ- নিকারাগুয়া (১৩৭) সিয়েরা লিওন (১৩৬) আফগানিস্তান (১৩৫) বুরকিনা ফেসো (১৩৪) এবং মালি (১৩৩) এ সব দেশের নারীরা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার। এক-তো এসব দেশে

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়ন সফলতা খুব কম, তার মধ্যে আবার পুরুষের চেয়ে নারীর উন্নয়ন আরো কম। জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ৯৬ এর জেন্ডার সম্পর্কিত সূচক থেকে কতগুলো বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হল:

প্রথমত কোন সমাজেই নারীদেরকে পুরুষের মত সমভাবে বিবেচনা করা হয়না।

দ্বিতীয়ত জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরনের বিষয়টি উচ্চ-আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। উচু-নিচু সব ধরনের আয় উপার্জন নিয়েও জেন্ডার সমতা করা সম্ভব। উরুগুয়ের আয় কাতারের চার ভাগের এক ভাগ হলেও জেন্ডার উন্নয়নের দিক দিয়ে উরুগুয়ে কাতারের চেয়ে ৩২ ধাপএগিয়ে আছে।

জেন্ডার সমতা উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত নয়।

যেমন- থাইল্যান্ড ও বোটসওয়ানার মাথাপিছু আয় যেমন অনেক তেমনি তাদের জেন্ডার উন্নয়নের মানও অনেক উচু। আবার কোরিয়া ও সিরিয়ার প্রবৃদ্ধির হার বেশ ভাল হলেও তাদের জেন্ডার উন্নয়ন মান নীচু।

বিভিন্ন ধরনের আয়, রাজনৈতিক আদর্শ, সংস্কৃতি, উন্নয়নস্তর নির্বিশেষে এবং এ সব ক্ষেত্রে হাজার বৈচিত্রতা সত্ত্বেও জেন্ডার সমতা অর্জন করা সম্ভব। জেন্ডার উন্নয়ন সূচক (GDI-Gender Development Index) অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্রমিকমান ১১৬, ভারত ১০৩, পাকিস্তান ১০৭, শ্রীলংকা ৬২ এবং মালদ্বীপ ৮০(৬)।

জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচক (GEI- Gender Empowerment Index) মূলতঃ অর্থনীতি ও রাজনীতির মূল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিরাজমান জেন্ডার সমতার পরিমাপক। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ৯৬ অনুযায়ী এবারের জেন্ডার ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে এবং সুইডেন। এ সব দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সবচেয়ে বেশী। সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়ামের চেয়ে বারবাডোস, যুক্তরাজ্যের চেয়ে ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, পর্তুগাল ও স্পেনের চেয়ে বাহমাস নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উপরে অবস্থান করছে। জেন্ডার ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান ৭৭, ভারত ৯৩, পাকিস্তান ১০০১, শ্রীলংকা ৭৫, মালদ্বীপ ৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন - বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঃ

"শিক্ষা হচ্ছে সেই সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে লোকে নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে অংশগ্রহণ এবং প্রতিবিধানের নতুন-নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস গড়ে তুলতে শেখে" (পাওলো ফ্রেইর)

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি শিক্ষার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী দিতো তাহলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মর্যাদাহীন করে সংকুচিত ও নিস্ফল জীবনধারার মধ্যে না ঠেলে দিয়ে বরং নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সাধন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হত। এদেশের শিক্ষার ইতিহাস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে লক্ষনীয় যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এ দেশে নারী শিক্ষার অগ্রগতিকে দুঃখজনকভাবে বাঁধাগ্রস্থ করেছে । কারণ এ দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান শিক্ষক জননী। কেননা সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে যতদিন পর্যন্ত না শিশুরা হাঁটতে ও কথা বলতে শেখে মায়ের আশ্রয়েই তারা বেড়ে ওঠে। তারপরেও বহুদিন জননীর উপর তাদের সীমাহীন নির্ভরতা বজায় থাকে। এ সকল জননীদের মৌল ও অধীন ভূমিকায় ঠেলে দিলে শুধু ব্যক্তি জীবনেই যে ট্র্যাজেডি হয় তা নয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয় ও দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে মাও-সে-তুং বলেন "নারী মুক্তি ব্যতীত কোন প্রকৃত মুক্তিই সম্ভব নয়।" বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা আমরা সবা ই অবগত আছি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত ১০৬ঃ১০০ (১৯৯১ সালের আদমশুমারি জরিপ) তাই নারীসমাজকে বাদ দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি কল্পনা করা যায় না। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ নারীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারণে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এ নির্ভরশীলতাই যুগে যুগে তাদের পরাধীন করে তুলেছে। তাদেরকে এই পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র শিক্ষা। দেশের সুষম আর্থ সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সমান হারে অংশ গ্রহণ একান্তভাবে আবশ্যক। এই অংশগ্রহণ তখনই সম্ভব যদি তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। এই সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজন শিক্ষার। তাছাড়া নিজেকে মানুষ হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই । নারীর অধিকার মানবাধিকার একথা আমাদের দেশের নারী সমাজকে বুঝতে হলে শিক্ষা ছাড়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয় । তাই পরিবার, দেশ ও জাতির উন্নয়নে নারী শিক্ষার ভূমিকাকেই সর্বপ্রধান বলে স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি মৌলিক কারণে এই গবেষণাকর্মে নারী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। কারণগুলো হলো-

- শিক্ষা প্রতিটি মানবসন্তানের জন্মগত অধিকার।
- শিক্ষা জাতীয়-উন্নয়নের অন্যতম মৌলিক শর্ত।
- শিক্ষাই একজন নারী তথা মানুষকে সচেতন করে তোলে।
- শিক্ষা মানুষকে স্বাধীকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বিকাশমান করে তোলে।
- শিক্ষা মানুষ হিসেবে যোগ্য করে তোলে এবং ক্ষমতায়ন ও অধিকার সচেতন করে তোলে ।

চল্লিশের দশকের মুসলিম ভদ্রলোকেরা নারীর উচ্চশিক্ষাকে সমর্থন জানালেও সমাজজীবনের মৌলিক কাঠামোকে অটুট রেখেই তা করেছিলেন। তাঁরা মেয়েদের আনুষ্ঠানিক যে শিক্ষা চেয়েছিলেন তার পিছনে কোন নারী-আন্দোলনের তাগিদ ছিলনা।মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা পুরুষের সমান, এ রকম স্বীকৃতিও তাঁরা কোন দিন দেননি। মেয়েরা ঘরের বাইরে অফিসে অথবা কোন ফার্মে নিয়োজিত থাকুক এটাও তাঁদের প্রত্যাশা ছিলনা। নারী-শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গৃহিনী ও জননী হিসাবে উৎকর্ষ সাধন করা মাত্র।কিন্তু বর্তমানে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে।আমাদের সমাজ জীবনে শিক্ষা শুধু সামাজিক অংগীকার নয়-এর প্রয়োগ এখন বাস্তবমুখী। আশার কথা এই যে, বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রেনারীদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জকএবং তাদের সাফল্যও কৃতিত্বপূর্ণ (৭)।

শিক্ষা মানবমনের বিশ্লেষনী ক্ষমতাকে বর্ধিত করে। যার ফলে ব্যাক্তির আত্মসচেতনতা ও পরিবেশসচেতনতা তীব্রতর হয়। এই তীব্র সচেতনতা মানুষকে পরিবেশজনিত অসুবিধা মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই আত্মসচেতনতা কার্যকর হলেই নারীরা প্রকৃত-অর্থে শিক্ষিত হবে। তখন তাঁরা শিক্ষাকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, সমগ্র জাতির উন্নয়নে কাজে লাগাবে। পরিবার হলো সমাজ জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়। গতানুগতিক ভূমিকা ছেড়ে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ তাঁদের শিক্ষা অতীত ঐতিহ্য বহন করে। বিভিন্ন গবেষণয় দেখা গেছে যে, শিক্ষিত মায়েরা সন্তানের স্বাধীনতার প্রতি বেশি অনুকুল থাকায় তাদেয় সন্তানেরা ভবিষ্যৎ শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়। সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের স্পৃহা বৃদ্ধি করতে মায়েরাই পারে সন্তানকে সাহায্য করতে। এ প্রসঙ্গে হার্লক (১৯৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন,"কঠিন শাসন সন্তানের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিকুল ছাপ না ফেলে পারে না।"- কাজেই সন্তানের আত্মনির্ভরতার স্বার্থে তাকে কিছু স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা দেয়া আবশ্যক। কাজেই নারীশিক্ষা শুধু নারীর স্বাধীনতার জন্য নয় বরং গোটা জাতিকে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

বর্তমানে সারা বিশ্বেই নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমাদের সরকারও তাই নারী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার প্রধানের ভাষায় 'নারীসমাজকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়'। এ জন্য নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে পৌরসভার বাইরে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়েছে। আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মেধাবী ও গরীব ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। সরকারীভাবে নারী ও শিশুউন্নয়নের জন্য গঠন করা হয়েছে আলাদা মন্ত্রণালয়। সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা সমস্যা সমাধানের একটি পূর্বশর্ত। নারীরা সর্বক্ষেত্রে পিছনে পড়ে আছে এবং এই পশ্চাৎপদতা দূর করা আবশ্যক। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮), তাই নারী-শিক্ষার সমস্যাগুলি আলোচনা করা হয়েছিল। পরিকল্পনায় স্বীকার করা হয়েছে যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের নিরক্ষরতার হার অধিক। নারী-শিক্ষার সমস্যা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র দিয়ে সমাধান করা যাবে না। কারণ, সমস্যাটি আর্থ সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক জাটিলতার আবর্তে আটকা পড়ে আছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মুখবন্ধে তাই যথার্থ বলা হয়েছে যে, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সামাজিক উদ্দীপনার বড় অভাব। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের পিছিয়ে পড়া নারীসমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাপক প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা, জনগন, পরিকল্পনাবিদ, নীতিমালা প্রণয়নকারীদের এ বিষয়ে সজাগ করে তোলা এবং নারীর বিরাজমান পশ্চাৎপদ অবস্থার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী ও সরকারি সংস্থা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ আধুনিক বিশ্বে আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদা নির্ণয়ক যেসব সূচক রয়েছে তার সবগুলিই এই সাক্ষ্য দেয়।

বাংলাদেশের মনবসম্পদের অর্ধেক নারী। মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে তাই নারী উন্নয়ন কর্মসূচী বিষয়টি আবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে। তাই একে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার অধিকাংশই সামাজিক। নারীকে পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে হেয় করার সনাতনী মনোভাব, ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার এগুলো নারীর উন্নয়ন ও প্রগতির পথে বাধা-স্বরুপ। শুধু পুরুষ নয়, নারীসমাজেও এ ধরনের সনাতনী মনোভাব রয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ নারীর শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা। নারীকে তার মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করে তোলার জন্য দরকার তাদের শিক্ষিত করে তোলা । সমগ্র বিশ্ব আজ এ কথা উপলব্ধি করতে পারছে এবং আমাদের দেশেও এ উপলব্দির সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে। ফলশ্রুতিতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ফিডার-স্কুল, নারীশিক্ষা কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগে পদের ষাট শতাংশ কোটা নারীদের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে। আমাদের দেশে পরিকল্পনাবিদদের উচিত নারী উন্নয়ন প্রকল্পে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের অন্ন, বস্ত্র ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। তাহলে তারা আর পরমুখাপেক্ষী অর্থাৎ বিবাহের আগ পর্যন্ত পিতার, বিবাহের পরে স্বামীর এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না (৮)।

বর্তমানে,সমাজে নারীর অবস্থান অনেকটা ভিন্নভাবে নির্ধারিত হচ্ছে। সমাজে নারীর গ্রহনযোগ্যতা অধিকহারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে । মাত্র দু'দশক আগেও বাংলাদেশের সমাজে নারীদের যে অবস্থান ছিল, এখন তার অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে । দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারীকে মানব সম্পদে পরিনত করতে হলে তাকে উচ্চ ক্ষিক্ষার সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীর উচ্চশিক্ষা কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও সামাজিক উপলব্ধির সৃষ্টি করে, যেমন,

১. সন্তানের শিক্ষাগত ও সামাজিক প্রস্তুতির মান বৃদ্ধি;
২. মেয়েদের অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে বিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও বিয়ের বয়স বাড়াতে আগ্রহ;
৩. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুধাবনের সামর্থ্য ও উপকরণ ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি;
৪. নারীসমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন এবং
৫. ঘরের বাইরে উৎপাদন কর্মে অংশগ্রহণে নারীর যোগ্যতা অর্জণ; দেশের উন্নয়নে নারী সমাজের ফলপ্রসু অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে তাদের উপযুক্ত উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের নারীদের মনে পুরুষের সাথে সমতা বোধ জাগাতে হবে এবং তা করতে হলে

Dhaka University Institutional Repository

সকল ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান ও অভিন্ন সুযোগ দিতে হবে।

নারীর স্থান গৃহকোণে, এ ধারণা আজ বদলে যাচ্ছে। নারী সমাজের সুপ্ত শক্তিকে আর উপক্ষো করার উপায় নেই। বাংলাদেশের নারীর সামনে সুযোগ এসেছে রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করার। আগের যে কোন সময়ের চেয়ে আজ সময় এসেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার। পৃথিবী সামনে এগিয়ে যাবে আর মেয়েরা পিছনে পড়ে মার খাবে-এ পরিস্থিতি চলতে দেওয়া একটি অসমীচীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। সঠিকভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের জনশক্তির মান অত্যন্ত নীচু। এর উন্নতি করতে হলে যে মায়েদের হাতে ভবিষ্যৎ পুরুষের লালন-পালন ও গড়ে তোলার ভার ন্যস্ত, সেই নারী জাতিকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার অন্ধকূপ থেকে আলোকময় ও অগ্রসরমান পথে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলো আঁকড়ে ধরে আছে বলেই ঘুনেধরা দৃষ্টিভঙ্গী এখনও টিকে আছে। নারীর সনাতন ভূমিকা যদিও পরিবার ও সমাজের মঙ্গল সাধন করে, কিন্তু তাতে নারীর নিজের উন্নয়ন ঘটে না। দেশের উন্নয়নে এমন একটি শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে যা বাংলাদেশের নারীদের নিকট নতুন জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পৌঁছে দিতে পারে। বেগম রোকেয়া লিখেছিলেন, "আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি আমাদের এরূপ গুণ ও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারে এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মীনী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি"।

নারী পুরুষের অধঃস্তন -আধুনিক যুগে এরূপ সমাজব্যবস্থা কাম্য হতে পারে না। সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হচ্ছে নারী-পুরুষের যৌথ শ্রম, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগ। আর এর উপরই নির্ভর করবে সমাজের সার্বিক কল্যাণ। নীচের সারণিতে নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষায় বয়সভিত্তিক একটি তথ্য বিন্যাস দেখানো হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ১.১-নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা ও বয়সভিত্তিক তথ্য বিন্যাস

বয়স (বছর)	উত্তরদাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
১৫-২৪	২৫	১৫.৩৪
২৫-৩৫	৭৬	৪৬.৬২
৩৫-৪৪	৪৮	২৯.৪৫
৪৫.৫৪	১৪	৮.৫৯
মোট	১৬৩	১০০.০০

সূত্র ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২,উইমেন ফর উইমেন

অঞ্চল ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নারীর মানসিকতা ও মতামতের কিরুপ প্রতিফলন ঘটে অথবা ঘটেনা তার একটি বিবরণ নিম্নের সারণিতে পাওয়া যায় ঃ

সারণী: ১.২-স্থায়ী নিবাস সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ

স্থায়ী নিবাস (বিভাগ)	উত্তরদাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
ঢাকা	১০২	৬২.৫৮
চট্টগ্রাম	২২	১৩.৫০
খুলনা	৯	৫.৫২
রাজশাহী	১৩	৭.৭৯
বরিশাল	১৭	১০.৪৩
মোট	১৬৩	১০০.০০

(সূত্র ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২, উইমেন ফর উইমেন)

সারনি ১.৩ এ দেখানো হয়েছে যে এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে উত্তরদাত্রী নির্বাচন করা হয়েছে, তারা সবাই শিক্ষিতা। এক তৃতীয়াংশ নারীর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উত্তরদাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫.১৫ ও ২২.০৯ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে শহরের অভিভাবকরা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর সচেতন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ১.৩ - শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাসঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা	উত্তরদাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
প্রাথমিক	৭	৪.২৯
মাধ্যমিক	২৪	১৪.৭২
উচ্চ মাধ্যমিক	৫৫	৩৩.৭৫
স্নাতক	৪১	২৫.১৫
স্নাতকোত্তর	৩৬	২২.০৯
মোট	১৬৩	১০০.০০

সারণী: ১.৪-পেশার বিবরণ ও বিন্যাসঃ

পেশা	উত্তরদাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
অফিসার	৪০	২৪.৫৪
শিক্ষিকা	১৩	৭.৯৮
অফিস সহকারী	৩৮	২৩.৩১
পরিষায় পরিষল্পনা মাঠকর্মী	৩৭	২২.৭০
টেলিফোন অপারেটর	১৭	১০.৪৩
নার্স	৮	৪.৯১
মালী / আয়া	৭	৪.২৯
গার্মেন্টস কর্মী	৩	১.৮৪
মোট	১৬৩	১০০.০০

(সূত্র ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২, উইমেন ফর উইমেন)

উপরের সারণিতে দেখা যায় ইদানিং আমাদের দেশের নারীরা শুধু শিক্ষকতা এবং নার্সিং পেশাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তুলনামূলকভাবে অফিসার (২৪.৫৪%) এবং অফিস সহকারীর (২৩.৩১%) মত গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিয়োজিত। আমাদের দেশের নারীরা ক্রমশ কারিগরী ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করছে। টেলিফোন প্রকৌশল ও টেকনিক্যাল কাজের মত জনগুরুত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁদের অংশগ্রহণ এটাই প্রমাণ করে। তাছাড়া বর্তমানে নারীরা বৈমানিক, প্রকৌশলী, স্থপতি এমনকি সামরিক বাহিনীতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে চলেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১.৫: নারীর ক্ষমতায়নে আয়ের বিন্যাসঃ

আয় (টাকায়)	উত্তরদাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার	শতকরার পৌনঃপুন্য
৫০০-১৫০০	১৫	৯.৯২	৯.২০
১৫০১-২০০০	২৪	১৪.৭২	২৩.৯২
২০০১-৩০০০	৪৭	২৮.৮৩	৫২.৭৫
৩০০১-৫০০০	৬১	৩৭.৮২	৮০.১৭
৫০০১-৭০০০	১২	৭.৩৭	৯৭.৫৪
৭০০১-১০০০০	৪	২.৫৪	৯৯.৯৯
মোট	১৬৩	১০০.০০	

সূত্রঃ ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা ২

উপরের সারনীতে দেখা যাচ্ছে নারীর আয় তুলনামূলকভাবে কম এই সামান্য আয়টুকুও যখন পরিবারের স্বামী বা অভিভাবকের আয়ের সাথে যুক্ত হয় তখন পরিবারে স্বচ্ছলতা আনে। গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত অর্ধেকেরও বেশি নারীর (৫২.৭৫%) আয় তিনহাজার টাকার নিচে। বেশি বেতনের চাকরি করেন মাত্র দুই শতাংশ নারী। নারীদের এই আয়টুকুই তাঁদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

সারণী- ১.৬: বৈবাহিক অবস্থার বিবরণ বয়সের বিন্যাসঃ

বয়স (বছর)	বৈবাহিক অবস্থা		বিধবা	তালাকপ্রাপ্ত
	অবিবাহিত	বিবাহিতা		
১৫-২৪	১৬ (৯.৮২)	৮ (৪.৯১)	১ (০.৬১)	- ১
২৫-৩৪	১১ (৬.৭৫)	৬৩ (৩৮.৫৬)	১ (০.৬১)	১ (০.৬১)
৩৫-৪৪	৪ (২.৪৫)	৪৩ (২৬.৩৪)	১ (০.৬১)	- -
৪৫-৫৪	- (৬.৭৫)	১১ (১.৮৪)	৩ -	- -
মোট	৩১ (১৯.০২)	১২৫ (৭৬.৬৯)	৬ (৩.৬৮)	১ (০.৬১)

(সূত্র ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২, উইমেন ফর উইমেন)

সারনি-১. ৬ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শতকরা ১৯.০২ জন নারী অবিবাহিত। এর মধ্যে চল্লিশোর্ধ নারীও আছে। বিবাহিতা মহিলার সংখ্যা ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

(৭৬.৬৯%) জন। এঁদের মধ্যে ১৪-২৫ বছর বয়সের, প্রায় ৫ শতাংশ মহিলা আছে। এ থেকে অনুমান করা যায় সরকারের প্রচেষ্টা থাকলেও বাল্যবিবাহ এখনও বন্ধ হয়নি এবং তা সামাজে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতাকে আরও অধিক জটিল করে তোলে ।

সারণীঃ ১.৭-পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাসঃ

সিদ্ধান্ত	উত্তরদাত্রীর সংখ্যা		
	হ্যা	না	মোট
ছেলেমেয়ের পড়াশুনা	৯৮ (৬০.১২)	৬৫ (৩৯.৮৮)	১৬৩ (১০০)
ছেলেমেয়ের বিয়ে	১৩৪ (৮২.২০)	২৯ (১৭.৮০)	১৬৩ (১০০)
সংসার খরচে অংশগ্রহণ	১৬০ (৯৮.১৫)	৩ (১.৮৫)	১৬৩ (১০০)

(সূত্র ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২, উইমেন ফর উইমেন)

উপরের সারণীতে পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে কতখানি গুরুত্ব দেয়া হয় তা দেখানো হয়েছে ।শতকরা ৬০ জন নারীর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ব্যাপারে আর ৮২% বিয়ের ব্যাপারে ।

এখানে উত্তরদাত্রীর মা, নানী ও দাদীদের শিক্ষাগত দিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বর্তমানে নারীদের শিক্ষার হার উর্ধমুখী। অর্থাৎ নারীদের শিক্ষার হার ক্রমশঃ বাড়ছে। এই জন্যই নারীরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন তাদের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে। বর্তমানে সরকারিভাবে নারীদের অর্থকরী কাজে ব্যাপক হারে অংশগ্রহনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সাথে-সাথে কর্ম সংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি, নারীদের কাজ করার পথে সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধা কাটিয়ে উঠতে নারীদের কর্মের প্রতি তাঁদের স্বামী ও অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীর প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক। সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আস্থা ও প্রচলিত ধারনায় পরিবর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন দিকগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে যথাযথ কর্ম-সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছে। এর ফলে তাঁরা প্রায় সব রকমের পেশাতেই পুরুষের পাশাপাশি অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে এবং আগ্রহ ও দক্ষতার সাথেই সে দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক তথ্যাবলী পর্যালোচনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো সাধারণ নারীদের তুলনায় কর্মজীবী-নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বেশি (৯)। কর্মজীবী-মহিলারা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহ অন্যান্য কাজে স্বামীদের বা পরিবারের অন্যান্যদের মতামতের উপরে নির্ভর করে থাকছে না। পরিবারের বর্তমান-কার্যাবলী ও ভবিষ্যৎরূপরেখা সম্পর্কে এসব কর্মজীবী-মহিলাদের সচেতনতা তুলনামূলকভাবে সাধারণ নারীদের চেয়ে বেশি।

সুতরাং বলা যায় যে, শিক্ষা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং এভাবে তাদের ক্ষমতায়িত করে তোলে। সব শিক্ষিত মা-ই চান তাঁর মেয়েশিশুটিও শিক্ষিত হোক। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত নারীদের সবাই সমীহ করে এবং পারিবারিক যে কোন বিষয়ে শিক্ষিত নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

১.৫ রাজনীতি, প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণে নারীর ক্ষমতায়ন:

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পর্যন্ত এ যাবৎ আধুনিক বিশ্বে মোট ১৫ জন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে এশিয়ায় ৬জন ইউরোপে ৫ জন ল্যাটিন আমেরিকায় ৩ জন এবং আফ্রিকায় ১ জন। প্রথম নারী প্রধান মন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত শ্রীমাভো বন্দর নায়েক শ্রীলংকার নাগরিক তথা এশিয়। আধুনিক বিশ্বে এ পর্যন্ত ৫ জন মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এখানেও এশিয়দের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যায়। নির্বাচিত এ সকল প্রেসিডেন্ট হলেন আর্জেন্টিনার ইসাবেল পেরন সোবেট, ফিলিপাইনের কোরাজন একইনো, নিকারাগুয়ার ভেলিয়াটা জুলিয়াস, শ্রীলংকার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও আইসল্যান্ডের ভিগদিস ফিনগাদাত্তির।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহনের চারটি উচ্চ পর্যায়ে নারীর ইউরোপে ১৫ শতাংশ, ল্যাটিন আমেরিকায় ৭.৫ শতাংশ এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মাত্র ৪.৫ শতাংশ। কিন্তু মাত্র ৯ শতাংশ নারী সিদ্ধান্ত গ্রহনে ক্ষমতায়িত হয়েছে। এমনকি জাতিসংঘেই ১৮৫টি সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী সদস্য পদে মাত্র ৯ জন নারী নিযুক্ত রয়েছেন।

জাতিসংঘের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফান্ড ফর ফেমিনিষ্ট মেজরিটি দ্বারা পরিচালিত এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষমতায়নে নারী সম্পৃক্ততার বর্তমান গতি বহাল থাকলে উচ্চ পর্যায়ে নারী পুরুষের সমতা আনতে অন্তত আর ৪৫০ বছর সময় লাগবে এবং ২৪৬৫ থেকে ২৪৯০ সালের মধ্যে সম্ভব ক্ষমতার অংশীদারিত্বে

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের সমতা আসবে। সুতরাং বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন কতখানি অত্যাবশ্যকীয় ভাবলেই অনুমান করা যায়।

এ ক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে,ইউরোপের প্রধান দুটি দেশ বৃটেন এবং ফ্রান্সে গত মে ১৯৯৭সালে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। উভয় দেশের এই সংসদ নির্বাচনে নারীরা উল্লেখযোগ্য তথ্য রেকর্ড সংখ্যক আসন পেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। জেন্ডার রেভ্যুলেশন বৃটেনের হাউস অব কমন্সের ৬৫৯টি আসনের মধ্যে নারীরা লাভ করেছেন ১২০টি ,গতবারের তুলনায় এবার নারী সাংসদ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপের আরেকটি দেশ ফ্রান্স যেখানে রাজনীতি পুরুষের জন্য। সম্প্রতি সেখানে ৫৭৭টি সদস্যের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৫৭৭ জনের মধ্যে ৬২ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন, যা গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মন্ত্রী পরিষদে ৬জন নারী গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন বিচার, পরিবেশ, যুব ও ক্রীড়া এবং সরকারী চাকুরী মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অথচ ফ্রান্সে নারীর ভোটাধিকারের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে এখানে নারীরা ভোটাধীকার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী নারী আইনজীবী জীমলী হ্যালিমি বলেছেন "নারীদের জন্য এটা একটা পরিবর্তন শুধু সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে নয়, গুণগত ভাবেও তার ভাষায় কোন নির্দিষ্ট নীতি পরিবর্তনের জন্য নয় বরং সমাজ পরিবর্তনে এর একটি তাৎপর্য পূর্ণ প্রভাব রয়েছে (১০)।"

নির্বাচন দুটির মাধ্যমে লক্ষনীয় বিষয় হলো বৃটেন ও ফ্রান্স উভয় দেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল থেকেই নারী সাংসদ অধিক হারে নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে এটিই স্পষ্ট যে, রক্ষণশীলতা নারীর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গতিশীল সমাজে এই প্রতিবন্ধকতা ক্রমশঃ দুরীভূত হচ্ছে। যেহেতু রাজনীতি ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পৃক্ত তাই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহন তাদের অগ্রগতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেননা অংশগ্রহনের ফলেই নারীর কণ্ঠস্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক পর্যায়ে পৌছবে, যা নারীর সার্বিক অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারনা, প্রয়োজন তাগিদকে রাজনৈতিক দল তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সংযুক্ত করতে সমর্থ হবে। কারণ নারীর ক্ষমতায়নে নারী শুধু নয়, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল সকলেই সম্পৃক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী,রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল

২.১ রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ

রাজনীতি শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর পরিধি পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষ প্রতিনিয়ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সচেতনতা। কোন না কোন ভাবে সকল শ্রেণীর মানুষেরই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবে এর অভিব্যক্তির বিভিন্নতা বিদ্যমান। জাতীয় জীবনে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সার্বিক জনকল্যান, রাজনীতি এবং পরিচালনা কৌশলের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। জনগন অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সমান অংশীদার। সেজন্য একটি নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অবহেলিত, দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে

রাজনীতি হলো ক্ষমতার পরিমন্ডল। এটি দেশের বা রাষ্ট্রের সম্পদ নিয়ন্ত্রনের চালিকা শক্তি। জাতীয় জীবনে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল একটি গুরুত্বর্পূন কার্যক্রম। বিস্তৃত পরিসরে রাজনীতি, রাজনীতি কাঠামো ও অব কাঠামোগত ভাবে জনমত প্রতি পালনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ছোট ছোট পর্যায় সম্পদের দ্রুত বিতরণ, মূল্যবোধ সৃষ্টি ও প্রয়োগ জনমত সংগঠন ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত । তৃণমূল পর্যায়ের সম্প্রদায়িক কার্যক্রম (Community Action) যেমন রাজনীতির অঙ্গ তেমনি জাতীয় পর্যায়ে জননীতি সংক্রান্ত কর্ম-তৎপরতা (Public Policy Activism) রাজনীতির উপাদান। সার্বিক জনকল্যান রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সঙ্গে সম্পৃক্ত(১)।সুতরাং এতে নারী পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহন ও অংশীদারিত্বের প্রয়োজন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এবং নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক একটি পরিমন্ডল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার জন্য রাজনৈতিক সক্ষমতা ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। "রাজনৈতিক সক্ষমতা" প্রত্যয়টি রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়ই ব্যাপক ব্যবহার করে থাকে এবং প্রত্যয়টির তিনটি সাধারণ প্রয়োগ রয়েছে। আর এর ত্রিবিধ প্রয়োগই অংশীদারিত্বের অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। রাজনৈতিক সক্ষমতার সংজ্ঞাগুলো নিম্নরূপঃ

১। গণতান্ত্রিক সামাজের একটি নিয়ামাচার হচ্ছে; যে নাগরিকদের শাসন ব্যবস্থায় অংশীদার হওয়া উচিত ও তাদের এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, কর্তৃপক্ষ তাদের এই অংশ গ্রহণের প্রশ্নে সাড়া দেবেন।

২। কতগুলি প্রাক প্রত্যয় বা বিশ্বাস। এসব প্রত্যয় বা বিশ্বাসের অন্তর্গত এই বিশ্বাস যে, একজন ব্যক্তির আচরনের প্রতি রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় অন্য ব্যক্তি সাড়া দেবেন ও সংবেদনশীল হবেন।

৩। বাস্তব আচরণ যা ব্যক্তিগত কর্ম-ক্ষমতা প্রদর্শন করে। নাগরিক কেবল কার্য-ক্ষমতাকে উপলব্দিই করেনা বরং বাস্তবক্ষেত্রে কার্যদক্ষতা প্রদর্শনও করে সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়ে জনগন সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। রাজনৈতিক কতৃপক্ষের চিন্তা ও মনোভাব এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Alexegender Gorothi-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় বরং একটি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও প্রবনতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সমরবাদী শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও প্রবনতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে লক্ষ্য করা গেছে। সমরবাদী শাসক গোষ্ঠীর শাসনাধীন জাপান ও নাজী শাসনাধীন জার্মান এমন সমাজ ব্যবস্থার উদাহরন যেখানে সমাজের অতি উন্নত স্তরের শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল নারীর নিকৃষ্ট অবস্থান গত মযার্দা। এ দুই দেশেই স্বৈরাচারী এক নায়ক সরকার ১৯২০ এর দশকের পার্লামেন্টারী সরকারগুলির আমলের সাবেক প্রবনতা গুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ প্রক্রিয়া সত্ত্বেও । "সুতরাং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণে জনগণ এর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা জরুরী।

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যেহেতু নীতি নির্ধারনের কেন্দ্রস্থল, তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে চাইলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ জরুরী। বিষয়টিকে নীচের চিত্রের সাহায্যে এভাবে দেখানো যায়ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ২.১- রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী ভূমিকা:

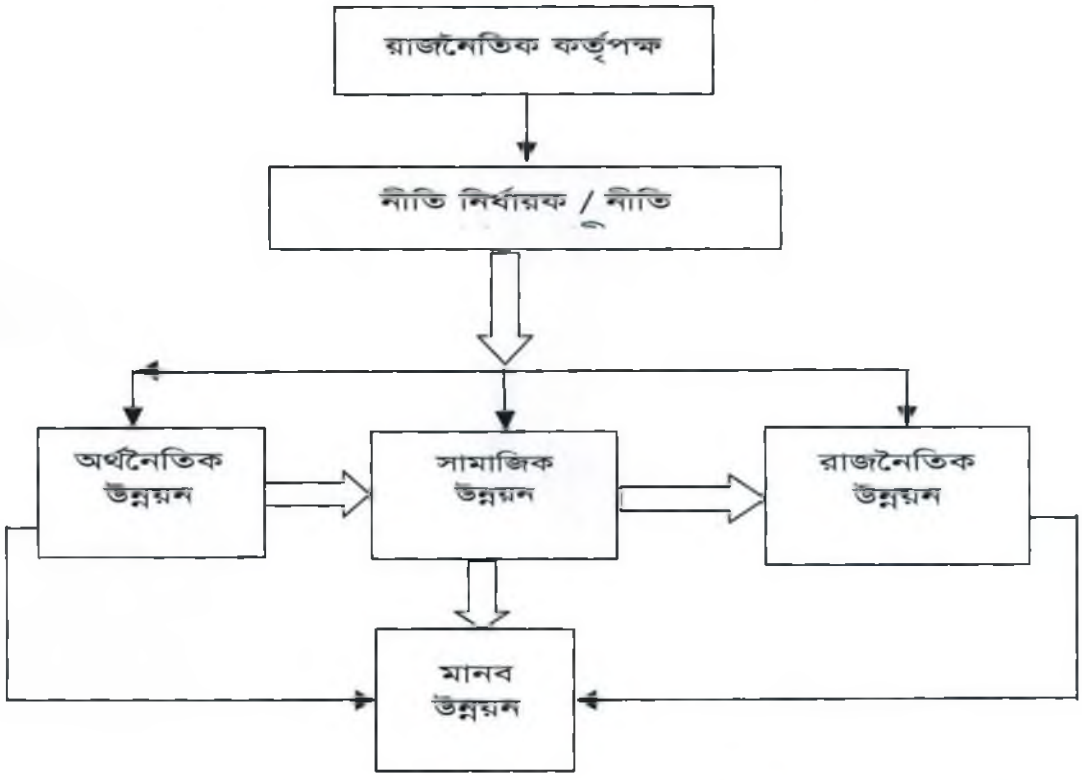

উপরের চিত্র থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন কৌশল নিরুপণে প্রধান ভূমিকা রাখা যায়, সুতরাং এতে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় মাধ্যমে সার্বিক মানব উন্নয়ন অজর্নের সম্ভবনা উজ্জল হয়ে উঠে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তাই সরকারী ক্ষমতার অংশীদারিত্ব অর্জনের অপরিহার্য শর্ত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহনের গুরুত্বহলো এর মাধ্যমে সরকারী নিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা যায়। এস. পি হান্টিং টন, এবং নেলসন (S. P. Hunting ton and Nelson) রাজনৈতিক অংশগ্রহনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নাগরিকের সেসব কাজের উপর গুরুত্বারোপ করেন যার দ্বারা সরকারের নীতি প্রনয়ণ কাজকে প্রভাবিত করা যায়। যেমন তারা বলেন, "Activity by private citizens to influence government decision making." সরকারী কাজে অংশগ্রহণের অন্যতম ক্ষেত্র হলো আইনসভা। আইন সভায় উল্লেখযোগ্য হারে নারীর উপস্থিতি পার্লামেন্টে নারী বিষয় সমূহের উপর গ্রহণ যোগ্য প্রভাব সৃস্টি করতে পারে। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্ধ নিয়াপত্তা এবং আইন সবার ভিতরে বাইরে নারীদের কর্মকান্ডে প্রভাব সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে। এটা নির্দেশ করে যে, এমন ক্ষমতা চর্চার জন্য আইন পরিষদে নারীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন যাতে করে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্ত হওয়ার জন্যে বিবেচিত হতে পারে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত দলের অর্পিত মর্যাদার চেয়ে অবশ্যই কিছু স্বায়ত্বশাসিত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকতে হবে এবং নারী বিষয়ক বিষয়াবলী অর্ন্তভুক্ত করণে (Registration) সম্মিলিতভাবে একতাবদ্ধ কণ্ঠে সক্ষম হতে হবে। নারীদের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশ গ্রহনের মাধ্যমেই এই দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে সিডনি ভায়বা এবং নরম্যান নি (Sydney Verba and Norman Nie) ও একই ধরণের মত ব্যক্ত করেছেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে "Those activities by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the election of Governmental personnel and or actions they take."। রাজনৈতিক প্রভাবের অন্বেষা বা অনুসন্ধান তাই জনগনের মধ্যে কাজ করে।রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন কোন সদস্য নীতি বিধি-বিধান এবং সরকার কতৃক বলবৎকৃত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব তথা রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হতে চায় । এই রাজনৈতিক প্রভাব জনগণের কেবল নিজেদের জন্যই যে আবশ্যক হয় তা নয়, বরং সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে যে কোন এক বা একাধিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয় বলেই রাজনৈতিক প্রভাবের দরকার হয়। রাজনীতি, সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বা মূল্যমান বৃদ্ধির একটি সহজ উপায় । এমন কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি বা ব্যবস্থার কল্পনাই করা যায় না যে ব্যবস্থায় কেউ ক্ষমতা চায়না। সরকারের উপর প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু সরাসরি আইন সভায় নয় বরং সরকারী ক্ষেত্রে অন্যান্য সব দিককেই একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌছানো দরকার (২)। সুতরাং নারীর অগ্রগতি এবং প্রকৃত ক্ষমতার জন্য নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন যথাযথ ও পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য।

২.২ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের গুরুত্ব :

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা এই সম্পর্কে ড. নাজমা চৌধুরী তার নারী ও রাজনীতি বইতে খুব স্পষ্ট এবং সুন্দর ব্যাখায় মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা উপলব্ধী করানোর চেষ্টা করেছেন। রাজনীতি পুরুষ- প্রধান এবং পুরুষ কেন্দ্রীক। পুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রনীতিতে নারীর দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজন সংযোজিত ও প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা সাধারনত কম থাকে। রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী পর্যায়ে অত্যন্ত অপ্রতুল হারে প্রতিনিধিত্বের ফলে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্তসমস্ত সিদ্ধান্ত পুরুষের এখতিয়ায়ে রয়ে যায় যাদের এ ধরনের বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরূপ আগ্রহ না-ও থাকতে পারে। সংবিধানে নারী পুরুষের সমতা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে নারীর অধস্তনতা হচ্ছে বা অসমতা দূরীকরণের বলিষ্ট পদক্ষেপ বা নীতি গৃহীত হচ্ছেনা। এ কারনেই প্রচলিতভাবে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বা রাজনীতি বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত ও আদর্শগত রূপের শ্রেণীকরণের বাইরে ও রাষ্ট্রকে পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার স্বাভাবিক প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি জাতি সংঘ ষ্টাডিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী পর্যায়ে রাজনীতি ও ক্ষমতায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের যৌক্তিকতার পক্ষে বলা হয়েছে যে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণঃ

প্রথমতঃ- গণতন্ত্র ও সমতার প্রগমন,নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনিস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ- নারীর দূর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সর্ম্পকে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান।

তৃতীয়তঃ- যুক্তি বিষয়টি নারী-পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সর্ম্পকে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। পুরষের যেহেতু নারীর আভ্যন্তরিন ও মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানার কথা নয় তাই নারীর স্বার্থে নারীর প্রতিনিধিত্ব নারীকেই করতে হবে।

চতুর্থতঃ- নারীর সবল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বা ন্যায় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা, নারীর জীবন ও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে। সর্বশেষে, দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যই নারী সমাজের কোন এক ও অভিন্ন সত্ত্বা নেই। তারা একটি একক স্বার্থগোষ্ঠী গঠন করে না। তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যামান। এই পার্থক্য সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন বিভাজন উপাদানের মধ্যে প্রোথিত। শ্রেণী কাঠামোগত, ভৌগলিক ও অবস্থানগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভক্ত এবং কোন বিভক্তি পারস্পারিক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হতে পারে। সমাজে শ্রেণী ও অবস্থানভেদে নারীদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। পার্থক্যের এই তত্ত্বের (Theory of Difference) ব্যাপকতা অবশ্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। সমাজে শ্রেণী অবস্থান নির্বিশেষে নারীর অবস্থান পুরুষের অবস্থানের অসম ও অধস্তন। এইযে এজেন্ডোর উদ্ভূত পার্থক্য গোটা নারী সমাজকে একটি গোষ্ঠীগত সূত্রে বেধেঁ রেখেছে। অধস্তনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানাভাবে। মালিকানা, কর্তৃত্বের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে থাকে ব্যবধান, যার অভিব্যক্তি ঘটে নারীর প্রতি বৈষম্য নির্যাতন ও উৎপিরনের মাধ্যমে (৩)। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের সঙ্গেঁ নারীর অসম অবস্থানের উপলব্ধি ও চেতনার সংযোগ একান্ত অপরিহার্য।

২.৩ - রাজনীতিক দল ও নারীঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী প্রধান্য নিয়ে মুখরোচক গল্প-কথা আছে। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী নারী। বিরোধী দলের নেত্রীও নারী। সম্প্রতি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যে আন্দোলন নতুন জাগরন সৃষ্টি করেছিল তার নেতৃত্বেও ছিলেন একজন নারী। সুতরাং সাধারণভাবে ধারণা হতে পারে যে, এদেশের রাজনীতিতে নারী ও নারী অধিকার বিষয়টি যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সংবিধান, রাজনৈতিক দলের ঘোষণা-কর্মসূচী, নারী অধিকার সম্পর্কিত আইন, এমনকি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা করি তা হলে এটা খুবই স্পষ্ট যে নারী ও নারী অধিকারের প্রশ্নটি আমাদের দেশের রাজনীতিতে এখনও পরিপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। বিভিন্ন নারী আন্দোলনে এ বিষয়ে কিছু সচেতনতা সৃষ্টি করলেও রাজনৈতিক দলের এজেন্ডায় বিষয়টি এখনও প্রতিফলিত হয়নি।(কেবলমাত্র বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সর্মসূচিতে নারী বিষয়ক সর্মসূচী গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত আছে) রাজনৈতিক দলের অথবা সরকারের নেতৃত্বে নারী প্রধানের যে ঘটনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা মূলতঃ ঐতিহাসিক দূর্ঘটনাজনিত, রাজনৈতিক কোন সচেতন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার কারণে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে বিভিন্ন সময় নারীরা খুবই গুরুত্বর্পূন ভূমিকা রেখেছেন। বৃটিশ ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শুরু করে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন মত ও পথেও আন্দোলনে সাহসী নারী নেতৃত্ব ও বিপুল পরিমান মেয়েদের অংশগ্রহণের উজ্জল দৃষ্টান্ত রয়েছে। যে সামাজিক-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের মধ্যে তারা ঐ ভূমিকা রাখেন তাতে তাকে বর্তমান সময়ের চাইতে অগ্রগ্রামী বলা যায়। আজকের আপেক্ষিক মুক্ত পরিবেশ বয়ং নারীরা অনেক বেশী পিছিয়ে আছে। নারী অধিকার সংক্রান্ত যে সকল আলোচনা শোনা যায় তা মূলতঃ নারীবাদী আন্দোলনের ধারণাজাত, মূলতঃ সমাজের উচ্চবিত্ত ও তাদের অনুগামী মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চকণ্ঠের এই ধাপ দেশের রাজনৈতিক মূলধারার সাথে খুব একটা সম্পৃক্ত নয়, রাজনীতির এলিটিষ্ট কনসেপ্ট এর ভিত্তিতে তাদের মূল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিভাবেই রাজনীতির মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এ ধরনের চিন্তাভাবনা দেশের রাজনৈতিক দল ও তার কর্মকান্ডে প্রভাব ফেলতে পারেনি। অপরদিকে দেশের অধিকাংশ নারীর যে কোন স্থান সেই গ্রাম গ্রামান্তর, গৃহস্থলী ফসলের মাঠ বা শিল্প কারখানায় যে নারীর অবস্থান তারা সমাজের অন্যান্য দরিদ্র অংশের মতই উপেক্ষিত। রাজনৈতিক দলের ঘোষণা, কর্মসূচী ও কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের যে সাধারণ কর্মসূচী উপস্থিত তারই অংশ হিসাবে নারী প্রশ্ন আলোচিত হয়। এক্ষেত্রে এন.জি.ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মকান্ডের প্রয়োজনে নারী প্রশ্নকে তাদের কাজের অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়েছেন। এটা স্বীকার করতে হবে যে এন.জি.ও সমূহের এক্ষেত্রে পদচারনা নারী অধিকার প্রশাসনকে দৃশ্যমান করে তুলতে সাহায্য করেছে। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, নারীর রাজনৈতিক মর্যাদা। এই মর্যাদার ভিত্তিতেই তারা নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারেন এবং তার সাধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারেন। তা না হলে নারীরা যা পারেন তা পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে দয়া দাক্ষিন্যেরই ফলশ্রুতি মাত্র। অবশ্য এই দয়া-দাক্ষিন্য আকস্মিক নয়, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রবাহ ও বাস্তবতা থেকে উৎসারিত। যেমন চাকুরী ক্ষেত্রে কোটা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী প্রতিনিধিত্ব, গ্রামীন প্রকল্প সমূহে পরিচালক (প্রজেক্ট কমিটি) মন্ডলীতে নারীর অন্ত ভুক্তি, এমনকি পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসন এসবই গত পঁচিশ বছরে আমাদের দেশে সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো তারই পরিনতি। বস্তুতঃ

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের গ্রামীন অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামো ভেংগে পড়েছে। এই ভাঙ্গনের প্রক্রিয়ায় নারীদের বেরিয়ে আসতে হচ্ছে কাজের সন্ধানে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রম জনশক্তিতে নারীর সংখ্যা ১৯৬১ সালের নয় লাখ থেকে এই বর্ধিত নারী শ্রম শক্তির কর্মসংস্থান করা না গেলে সে সামাজিক ভারসাম্য হীনতা সৃস্টি করতে পারে সেই বাস্তবতা থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে নানা সময়ে, কিন্তু রাজনীতির আলোচ্য সূচী অথবা সামাজিক বিবেচনায় এদেশের নারীর অবস্থান পূর্বষৎই রয়ে গেছে। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী কি মর্যাদা পাবে। সংবিধানে আইনে ও সামাজিক অনুশাসনে কিভাবে সেটা বিস্তৃত হবে তার উপরই নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্যহীনতা নির্ভর করে। যেমন সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনের বিষয়। আমাদের সংবিধানে অবশ্য ঐ সংরক্ষিত আসন বাদে সাধারন আসনেও মহিলারা নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু তারা সাধারনভাবে প্রার্থীতার জন্য বিবেচিত হন না। এর জন্য যে কারন সমূহ দেখানো হয়, তা সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহনকেই নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু সংবিধানে যদি এমন ধারা সংযোজিত থাকে যে, আনুপাতিকহারে নারীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়া বাধ্যতামূলক, তাহলে কোন অজুহাতে নারীদের বাদ দেয়া সম্ভব হবেনা। তাই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নারীর প্রার্থীতা বা প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

আমাদের প্রতিবেশী তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ দেশ নেপালের গন-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রচিত নতুন সংবিধানে এ ধরনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে। যাতে, বলা হয়েছে নেপালের সাধারন নির্বাচনে মনোনয়নের শতকরা ৫% নারীদের জন্য নিদিষ্ট রাখতে হবে। উল্লেখ্য আমাদের দেশে নারী প্রধানমন্ত্রী ও নারী বিরোধী দল নেত্রীদের নারী অধিকারের আনুষ্ঠানিক ও প্রথাগত বক্তব্য ছাড়া অন্য কিছু বলতে শোনা যায়না। এই অবস্থায় নারী আন্দোলনের প্রধান কাজ হচ্ছেঃ

(ক) নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী, রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচীতে প্রনয়ণ ও অর্ন্তভুক্ত করা।

(খ) রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে নারীদের আরো অধিক হারে অন্তর্ভূক্ত ও উৎসাহিত করা। এই লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য সেই

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী কর্মনীতি ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারন এবং তাদের জন্য পার্টি ফান্ড নিশ্চিত করা।

(গ) অধিক সংখ্যক নারীদের রাজনীতিতে অংশ-গ্রহনের জন্য সামাজিক অনাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া।

(ঘ) নির্বাচনে সাধারন সিটে সংবিধানের বিধান এ নারীদের মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত রাখা।

(ঙ) সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ে ও একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করা।

(চ) নীতিনির্ধারনে নারীদের সংশ্লিষ্ট করার জন্য ক্যাবিনিট পদ সহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর সমূহে তাদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ দান করা।

(ছ) পারিবারিক ও উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আইন গত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

উল্লেখিত পদক্ষেপ গুলোর মাধ্যমে নারীর রাজনীতিতে অংশ-গ্রহন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (৪)।। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তন ছাড়া নারী বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্র পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হলে আর্থ-সামাজিক মৌল কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। শুধু রাজনীতির উপর মহলে কিছু আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা। আর্থ-সামাজিক মৌল পরিবর্তনের রাজনীতির প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে হবে

২.৪ রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান ও সীমাবদ্ধতা:

বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত; রাজনৈতিক দলগুলি সংসদ নির্বাচনে সদস্য পদে প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং মনোনীত প্রার্থীরা নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।বর্তমানে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা নারী; তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলিতে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণের হার খুবই কম। রাজনৈতিক দলের জাতীয় কাউন্সিল বা নির্বাহী পরিষদে নারী রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি নাম মাত্র। রাজনৈতিক দলগুলিতে মহিলা শাখা আছে, যার সকল সদস্য ও পদাধিকারী নারী। কিন্তু নারী শাখার ভূমিকা স্পষ্ট নয়; তারা সচরাচর দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক গোষ্ঠীর নির্দেশে কাজ করে, কিন্তু ঐ গোষ্ঠীতে কিংবা গোষ্ঠীর নীতিনির্ধারনী কর্মকান্ডে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ থাকে না। নারী শাখাগুলোর অর্থপূর্ণ নারী বিষয়ক কর্মসূচী নেই এবং নারীর

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা বা নারী আন্দোলন নিয়ে তারা তেমন কার্যক্রম হাতে নেয়না। অপরদিকে, নারী শাখার পৃথক অস্তিত্বের ফলে মহিলা রাজনীতিবিদগণ কোণঠাসা হয়ে থাকে এবং দলের অভ্যন্তরে তুলনামূলকভাবে নীচু মর্যাদা ও ভূমিকা দিয়ে তাদের আলাদা করে রাখা হয়।

ফলতঃ খুব কম নারী দল কর্তৃক নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হন এবং একটি দুষ্ট চক্র সৃষ্টি হয়ঃ মাত্র গুটি কয়েক মহিলা দলে অবস্থান নিশ্চিত করতে সমর্থ হন, এদের মধ্য থেকে স্বল্প কয়েকজন নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হন এবং আরও কম সংখ্যক নারী নির্বাচিত হয়ে আসে। রাজনীতিতে নারীদের ক্রমেই এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও রাজনীতির অঙ্গনে নারীর ক্ষমতা এখনো সীমাবদ্ধ। নাগরিকত্বের মর্যাদা অর্জন করতেই নারীদের অনেক সময় লেগেছে। এমনকি, গণতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী সরকার ব্যবস্থায় অত্যন্ত বিখ্যাত প্রবক্তরা নারীর পূর্ন নাগরিকত্ব দাবি উপেক্ষা করেছেন। বরং তারা এই ধারণাটি গ্রহণ করেন যে, নারীর যথার্থ ভূমিকা হচ্ছে- বিয়ে, সন্তানের জন্মদান ও পরিবারে অবস্থান- রাজনীতিতে নয়। জন লক যদিও মনে করতেন যে, সকল মানুষই প্রকৃতগতভাবে সমান, কিন্তু তিনি কখনও সুপারিশ করেননি যে, নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। বরং কম বেশী তিনি এই মত পোষন করতেন যে, পারিবারিক বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে স্বামীর। জ্যাঁ জ্যাক রুশো, যাঁকে বিপ্লবী গনতন্ত্রী সমতাবাদী বলে বিবেচনা করা হয় তিনিও নারীর প্রতি এই ঘোষণা দেন যে "নারী সমাজের সদস্যরা আপনারা সব সময় আমাদেরকে শাসন করবেন- কিন্তু সেটা আপনারা করবেন শুধু স্ত্রী ও মাতা হিসেবে, নাগরিক হিসেবে নয়"। এইভাবে রাষ্ট্র চিন্তা বিদদের কাছেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অধিকারের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব পায়নি। বরং পুরুষাধিপত্য মূলক সমাজ ব্যবস্থার শুরু থেকে রাজনীতি নারী বিবর্জিত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পেশা হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে চিরাচরিতভাবেই রাজনীতি একটি একপেশে পেশা ও কর্মক্ষেত্র হিসেবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ব্যববস্থার মাধ্যমে চলে আসছে । ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমা গণতন্ত্র যা বিভিন্ন উন্নয়নশীল অঞ্চলে রাজনৈতিক আদর্শ ও মডেল হিসেবে অনুসারিত হয়েছে, তাও নারীর বর্জন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী পুরুষের প্রকৃতিসিদ্ধ পৃথক চারণ ভূমি নারীকে গৃহস্থলীর পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে বিশাল পরিব্যাপ্ত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাপূর্ণ রাজনীতি। পুরুষের আধিপত্য রাজনীতিকে একটি পুরুষালী পেশায় পর্যবসিত ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত করে তুলেছে । পুরুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রন করে পুরুষ রাজনৈতিক ক্রীড়ার নিয়ম তৈরী করে এবং পুরুষই মূল্যায়নের মান সংজ্ঞায়িত করে(৫)। সুতরাং রাজনীতেতে নারীর আগমনের ভাবনা তখনই আসে যখন নারীরা বুঝতে শুরু করলো যে, তারা অকারণে কতটা পিছিয়ে আছে । তাই রাজনীতে নারীর আগমন অনেক বিলম্বিত হয়েছে অথবা প্রক্রিতিগত কারণে পুরুষালি সংস্কৃতিতে নারীরা উৎসাহ বোধ করেনি ।তবে এ অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধন হয়েছে ।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নারীদের ক্ষেত্রে অনেক কম। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীরা তাদের সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে বাইরে আসতে পারেনা। অথচ ঘরের ভিতরে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করে । কিন্তু তার এ ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতি নেই বল্লেই চলে । বরং সমাজ নারীর চরিত্রে কিছু বিশেষ ভাবমূর্তি আরোপ করে তাকে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী ত্যাগের প্রতিমুর্তি করে গড়ে তুলেছে। তারা ধৈর্য্যশীল, কম দূর্নীতি পরায়ন কিন্তু আচরনে রাজনৈতিক পরিপূর্নতা আনতে পারছেনা। সনাতন মুল্যবোধের কারণে। রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে কর্মদিবসের কোন বাঁধাধরা ও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত নারী সারাদিন কাজ করার পর গৃহস্থলীর কাজ করে থাকে অর্থাৎ নারী দুটো দায়িত্বই পালন করে থাকে। ঠিক একই ভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সমন্বয় ঘটানো অত্যন্ত দূরহ। নারীর অভাব রয়েছে শিক্ষা ও কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার যা তাদের রাজনীতিবিমুখী করে তোলে। তাছাড়া সমাজে নারীর নিজস্ব আয় ও সম্পদের উৎস সীমিত। যে সমস্ত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ-গোষ্ঠীর সাহায্যে বা সমর্থনে অর্থের সমাগম ঘটানো যায় তাদের সঙ্গে নারীর জোরদার সম্পর্কের অভাব। রাজনীতিতে নারীদের এই পশ্চাৎপদতা ও সীমাবদ্ধ অবস্থানকে স্বতন্ত্রভাবেও বিশ্লেষন করা যায়। এই সীমাবদ্ধতা যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সমুহ অতিক্রম করে নারীরা রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও রাজনীতিতে প্রবেশের পথে বাধাগ্রস্থ হয় রাজনৈতিক দলে যথাযথ সুযোগ পাওয়া সেখানেই প্রচন্ডভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ও মৌলিক অবদান মূলত নির্ভর করে দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষনাপত্র ও সমাজের সর্বস্তরের নারীর সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরী পুরুষের সাথে সহাবস্থানের লক্ষ্যে প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির উপর)।

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়ার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশ সমূহে যেমন, শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্ব উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং নারী নেতৃত্বের জন্য বিশ্বে খ্যাতি লাভ করলেও এর প্রতিটি দেশেই আইন সভা ও দলীয় নির্বাহী কাঠামোতে নারীর অবস্থান অত্যন্ত কম। যে কারনে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অবস্থান করেও তারা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেনি(৬)। ঘটনাচক্রে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাই তারা ইতিহাস সৃষ্টি করলেও লিঙ্গবৈষম্য বিলোপ করে একটি ভারসাম্যমূলক রাষ্ট্রনীতি প্রনয়ন করতে পারেননি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থিতির স্বল্পতা নারীর সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সীমিত করে। বর্তমানে নারীর যথার্থ প্রতিনিধিত্বের অভাবে নির্বাহী অংশের উচু স্তরে আদর্শ ও অঙ্গীকারে নারীকে প্রান্তিক হিসেবে বিবেচনা করে থাকে ।

২.৫ রাজনীতি,গণতন্ত্র ও নারী :

তিনশত বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্ব নারী জাগরণ ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকে গড়ে উঠা বাংলার নারী আন্দোলনের পটভূমিকায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নারী আন্দোলন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ এবং গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে-

পনর শতক থেকে আঠারো শতকের মধ্যে ইউরোপের ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন ও আমেরিকায় রেনাঁসা বা নবজাগরনের আর্বিভাব আধুনিক সভ্যতার সূচনা ঘটিয়েছিল। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন, সংগ্রামে থেকেও নারী সমাজ স্বাধীনতা পায়নি । সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র নারীকে হেয় অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। নারীর এই অমানবিক হেয় অবস্থানের বিরুদ্ধে আঠারো শতকের নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করেছে। এরপর উনিশ শতকে বিভিন্ন নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৈষম্য, শোসন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত নারী আন্দোলন শুরু হয় ভোটাধিকরের দাবীতে।

বিশ শতকে নারী আন্দোলন সোচ্চার হয়েছে মানবাধিকারের দাবিতে। মাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, বাজেট ও পরিকল্পনায় নারীকে নাগরিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে যে সমাজ ও রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধেই নারী সমাজের আন্দোলন পুরুষের বিরুদ্ধে নয় । সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গী ও সামন্ত যুগীয় মূল্যবোধ পুরুষ আধিপত্য ও পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং সমাজের অপর অংশ নারীর প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা, নির্যাতন, শোষণ চালাতে থাকে। এজন্য সময়ে সময়ে নারী আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসেবে পুরুষ চিহ্নিত হলেও মূলগতভাবে নারী আন্দোলনে প্রতিপক্ষ নেই। নারী পুরুষের মিলিত শক্তিতেই সমাজ-দেশ-প্রগতির স্বার্থে নারী প্রগতির জন্য আন্দোলন করতে হয়। নারী আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল পুরুষের নেতৃত্বেই; কাজেই নারী-পুরুষ ভেদাভেদ সৃষ্টি তার উদ্দেশ্য নয় বরং মনিষিক সমাজ সৃষ্টির জন্যই আন্দোলন হচ্ছে।সমাজ ও জাতির উন্নয়ন প্রগতির প্রশ্নে নারী উন্নয়ন ও প্রগতি অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। কিন্তু নারী প্রগতি ও উন্নয়ন আন্দোলনের সাফল্যের প্রশ্নে সমগ্র সমাজ-প্রগতি গণতন্ত্র হচ্ছে প্রথম ও প্রধান বিষয়। নারীরও আন্দোলনের আবর্তন ঘটে মূলত সমাজ-পরিবারের চৌহদ্দিতে, স্বামী-সন্তান পরিবার পরিজনের স্বার্থ থাকে জড়িত। নারী নিজেও আবদ্ধ থাকে সনাতন মূল্য বোধের শৃঙ্খলে। সেজন্য নারী আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের তুলনায় মুলতঃ আবেদন, অনুরোধের ধারায় প্রাধান্য পায় এবং নারী আন্দোলনের উদ্যোক্তা, কর্মী সদস্যদের মধ্যেও আপাতঃ বিরোধী আচরণ ও চেতনার প্রকাশ ঘটে। নারী আন্দোলনের সাফল্যে নারী অধিকার অর্জন ও বাস্তবায়ন দীর্ঘমেয়াদী বলে হতাশা ও সৃষ্টি হয় নারী সমাজের মধ্যে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি পদক্ষেপ নেয়, সমাজের প্রগতিশীল মানুষ যদি উদ্যোগী হয় তবে নারীর নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার অর্জন দ্রুত ও সহজ হয়।

বিশ্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি জাতিসংঘ এদিকেই আকর্ষণ করেছে - নারী সমাজ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত ক্ষেত্রে শোষন বঞ্চনা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে স্বীকৃতি দিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে সফল রাষ্ট্রকে । এই নীতি অবলম্বন করা হয় এবং নারী মানবাধিকার সনদ তৈরী করা হয় ।

তৃতীয় বিশ্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দরিদ্র, পশ্চাৎপদ পরনির্ভরশীল দেশ হলেও বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশ। সেজন্যই মানুষের মত বাঁচার আকাংক্ষা এদেশের নারী সমাজের মধ্যে দূর্বার হয়ে উঠেছে। যুগ যুগ ধরেতো বটেই বর্তমান স্বাধীন গণতান্ত্রিক শাসনামলেও নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন বৈষম্য এবং নারীকে মানুষের বা নাগরিকের সফল অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এ অত্যন্ত দুঃখজনক ও দুঃসহ অবস্থা বলা হয়ে থাকে শুধু নারী কেন দেশের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, শ্রমজীবি নিঃস্ব

Dhaka University Institutional Repository

মানুষইতো মানবেতর জীবন যাপন করছে। সত্য বটে কিন্তু সেই মানুষের মধ্যে নারীর জীবন তুলনা মূলকভাবে আরো মানবেতর (৭)। শুধু নারী বলেই একই শ্রেনী ও স্তরের শোষিত বঞ্চিত পুরুষ মানুষের তুলনায় নারীকে অনেক বেশী দূর্ভোগ ও কষ্ট বহন করতে হয়।

নারীর এই শোষন-নির্যাতনের বিষয়ে নারী সংগঠন, সরকার, রাজনৈতিক দল ও নীতিনির্ধারক পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য প্রশাসন এবং জাতিসংঘ ও সাহায্যদাতা দেশ সমূহ সকলেই একমত। ভিন্নমত রয়েছে এই অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে পদক্ষেপগ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে। নারী সমাজের পক্ষ থেকে নারী সংগঠনগুলোর দাবী তুলেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সংবিধানে ঘোষিত জাতিসংঘ সনদের প্রতি সরকারের পূর্ন স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তাবায়ন করতে হবে। গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নারীর মর্যাদা ও সমতার হেয় অবস্থানের বিরুদ্ধেই এসব দাবি । নারী সমাজ এই সব দাবি করেছে সরকার, রাজনৈতিক দল, সমাজ অর্থনীতিবিদ, নীতি নির্ধারকদের কাছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এসব দাবি মূলত সমাধানের চেষ্টায় সংশ্লিষ্ট সরকার, প্রশাসন, দল ও ব্যক্তি কেউ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। নারী সমাজকে তাই আন্দোলন করতে হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য পুরনো আইন সংস্কার ও নতুন আইন প্রনয়নের দাবিতেও নারী আন্দোলন জোরদার হয়েছে।

মৌলিক অধিকারের আন্দোলন ছাড়াও নারী সমাজকে সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নানা ইস্যুতে আন্দোলন করতে হয়। যেমন পারিবারিক নির্যাতন, হত্যা, যৌতুক, এসিড নিক্ষেপ, নিরাপত্তার অভাব, বাল্যবিবাহ, পন্য হিসেবে নারীকে ব্যববহার ইত্যাদির বিরুদ্ধে এককভাবে বিভিন্ন নারী সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ আন্দোলন করে চলেছে। এ আন্দোলনে পুরুষ প্রতিপক্ষ এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয় নারীকে নিচু হেয় দৃষ্টিতে দেখার প্রবনতা ইত্যাদিকে চিহ্নিত করে সমূলে তার অবসান ঘটিয়ে সমান প্রগতির লক্ষ্যেই নারী আন্দোলন হচ্ছে । নারীর পেশাগত আন্দোলনে পেশাজীবি ও শ্রমজীবি নারীর মজুরী বৈষম্য, প্রসূতি কালীন ছুটি ও ভাতাবৃদ্ধি নিয়োগ পত্রের সমস্যা, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, কর্মক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালন ছাটাই ও ছুটির সমস্যা, ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা, বাসস্থান বা হোস্টেল সমস্যা, যাতায়াত সমস্যা, বোনাস ও দ্রব্যমূল্যের সাথে সমন্বয় সূচক বেতন নির্ধারনের বিষয় ইত্যাদি কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া হয়। অভাব দারিদ্র নারীকে পাচারের পন্য করে তুলেছে। সেজন্য নারীর কর্মসংস্থানের দাবী হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের নারীর দাবী। শিক্ষিত ও নিরক্ষর নির্বিশেষে নারী স্বনির্ভর হতে চায়।

সরকারের স্বনির্ভর কর্মসূচী বা এনজিও বা সেবরকারী প্রতিষ্ঠানের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর স্বনির্ভর হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে তবে তাতে আনুসাঙ্গিক নানা সমস্যার চাপে নারীর জীবনকে বিপর্যস্থ করে তুলেছে। মৌলিক সমস্যা অর্থাৎ মূল্যবোধের অবক্ষয় দূর্নীতি বৈষম্য-বঞ্চনা নির্যাতন ইত্যাদি সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে উন্নয়ন ফাঁকা বুলি হতে বাধ্য। কৃষিকাজে মেয়েদের শ্রমের স্বীকৃতি নেই, গৃহকাজে মেয়েদের শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন নেই, পরিচারিকাদের এখনও দাস শ্রমিক হিসেবেই শোষিত বঞ্চিত থাকতে হয়। এ বিষয়গুলোও নানা সময়ে নারী আন্দোলনের ইস্যু হয়।

এক সময় মেয়েদের জন্য অবরোধ প্রথা ছিল অমানবিক-নিষ্ঠুর। এখন তেমন না থাকলেও সমাজ-পরিবার-ব্যক্তির মধ্যে ভিতরে ভিতরে রয়েছে নারীকে অবরুদ্ধ রাখার প্রয়াস। বাংলাদেশের রক্ষনশীল সমাজের মেয়েদের প্রগতি বড় কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। একটি ধারায় মেয়েদের পন্য করা হচ্ছে পত্রিকায়, সিনেমায়, যাত্রা বিজ্ঞাপনে, পন্যে। অন্য ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নারী প্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে, ঠেলে দিতে চাচ্ছে পেছনে। নারী শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চাদপদতার জন্য। এই দুই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও নারী আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু নীতি নির্ধারনী যন্ত্রে তাদের প্রতিনিধিত্বের অভাবে ফল ভাল হচ্ছেনা।

নারীর রাজনৈতিক সমঅধিকার সংবিধানে যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি খর্বও করা হয়েছে। সরাসরি ভোটে সাধারণ আসনে নির্বাচন করতে নারীর কোন সাংবিধানিক বাধা নেই। কিন্তু সংরক্ষিত নারী আসনে পরোক্ষ ভোটের আইনও রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরাই এই পদ্ধতিতে মনোনীত হতে পারেন। সংবিধানের সম অধিকার ঘোষিত হলেও কাজের ক্ষেত্রে নারী বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। পারিবারিক আইনে সন্তানের ওপর মায়ের অধিকার বৈষম্য, পুরুষের বহু বিবাহের স্বীকৃতি, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বৈষম্য, জন্ম শাসন পদ্ধতিতে নারীর শরীরের ওপর সমস্ত দায় চাপানো, নতুন প্রজন্মের জন্মদাত্রী মায়ের মাতৃত্বের প্রতি চরম অবহেলা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক আইনের পরিপন্থী হলেও সংসদ, সরকার রাজনৈতিক দল, আইন ও প্রশাসনে এর বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছেনা (৮)।

Dhaka University Institutional Repository

নারী আন্দোলনের সুস্পষ্ট দাবীগুলোকে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চিহ্নিত করা যায় এভাবে ঃ

১। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইদ্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর সাংবিধানিক সম অধিকার আইনতঃ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যে সব আইন সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার বিরুদ্ধ সেগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। সমাজে রাষ্ট্রে এ সব প্রচার করা দরকার।

২। দীর্ঘযুগের সামাজিক-রাজনৈতিক বিধিনিষেধ, আইন ধ্যান ধারনার ফলে নারী সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পিছিয়ে আছে। পরিবারে ও সমাজে রয়েছে নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন। নারী বঞ্চিত রয়েছে সর্বক্ষেত্রে। এর ফলে সমাজ প্রগতি বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। তাই নারীকে নাগরিক ও মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করার লক্ষ্যে কোটা পদ্ধতি ও বিশেষ সুযোগ ব্যবস্থা ও আইনী নীতেতে কার্যকরিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদের আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রেখে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সাংসদ হিসেবে জনগনের সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিৎ করতে হবে । শুধু তাই নয় সকল সংসদীয় কমিটি ও প্রশাসনে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করা নিশ্চৎ করতে হবে ।

৩। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচীতে নারী প্রগতির পদক্ষেপ নেয়া দরকার। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে, নীতি নির্ধারণে ও নেতৃত্বে নারীর অংশ গ্রহণ বাস্তবায়িত করার জন্য নারীর সকল সমস্যা বিবেচনায় রেখে রাজনৈতিক দলগুলোকে উদ্যোগী হতে হবে। গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর সমতা সৃষ্টির ধারা সৃষ্টি করতে হবে।

গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ বিগত ১৯৯১-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে জনগনের সমর্থন পেয়েছে। টাস্কফোর্স প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে গণতন্ত্রায়ন সম্পর্কে ঃ"জনগনের সার্বভৌমত্ব সমতা ও সমানাধিকার গনতন্ত্রায়নের বৈশিষ্ট্য, আইনের শাসন, দায়বদ্ধ সরকার, নিরপেক্ষ নির্বাচন, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল গনতন্ত্রকে ক্রিয়াশীল রাখার কৌশল। সার্বিকভাবে গণতন্ত্রায়নকে ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে ঃ (১) গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ ও পরিবেশ সৃষ্টি (২) গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং (৩) সর্বস্তরে জনগনের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারী অধিকার অর্জনের জন্য তথা নারী প্রগতির আন্দোলন মূলতঃ গণতন্ত্রায়নের

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করতে পারবে। ধর্ম, শ্রেনী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত ও নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের প্রধান কথা। নারী আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যও হচ্ছে নাগরিকের অধিকার অর্জন।গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নের গুরুত্ব রয়েছে নারী আন্দোলন সংগঠনে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রায়নের গুরুত্বপূর্ন বিষয়। নারীর স্বার্থে যে সব আইন হয়েছে তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সমস্যা থেকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে যে নির্যাতিত নারী সহজেই যেন আইনের শাসন পায়। এভাবে সুস্পষ্টভবে বলা যায় নারী আন্দোলন মূলত রাজনৈতিক চরিত্রের আন্দোলন। নারী একজন মানুষ এবং নাগরিক। জনগন যেমন তার জীবনের সকল চাহিদা পুরনের জন্য গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন দাবী করে তেমনি নারী সমাজও করে। এজন্য নারীর সমস্ত অধিকার এবং ক্ষমতার জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দল ও সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। দীর্ঘ পশ্চাৎপদতা, পরনির্ভরশীলতা ও অবরুদ্ধ জীবন যাপনের জন্য নারী সমাজ এক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত এবং সনাতন স্বার্থপর সমাজও বাধা হয়ে দাড়ায়। সেই বাধা দুর করতে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে(৯)।

সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন, জাতিসংঘ সনদের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন এবং নারীর নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এইসব পদক্ষেপ নিয়ে দ্রুত নারীর সম অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব। এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র নারীর জীবনে বয়ে আনবে সমতা প্রকৃত ক্ষমতা যা অবশ্যই সমাজের উন্নয়ন ও ভারসাম্যকেও প্রভাবিত করবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন, রাজনীতি, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষের চেয়ে ভিন্ন এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পটভূমিও পুরুষের চেয়ে আলাদা। রাজনীতিকে পুরুষেরা যেভাবে দেখেন নারীরা সেভাবে দেখেন না। কলিনস ইংলিশ ডিকশনারি মতে, Politics refers to the complex or aggregate of relationships of men in society, especially those involving authority or power. এই সংজ্ঞায় রাজনীতি হলো সমাজে পুরুষের জটিল ও সামষ্টিক সম্পর্ক বিশেষ করে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। মার্কিন নারীদের একটি গ্রুপ রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করে অন্যভাবে। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক অনুভূতি, নিজেদের সাংগঠনিক ও যৌথ সচেতনতা এবং সক্রিয়তার দিক থেকে রাজনীতিকে চিহ্নিত করেন : Our politics begin with our feelings... the political unit in

Dhaka University Institutional Repository

which we can discover, share and explore our feelings is the small group raising our collective consciousness is not a process that begins and ends, but is continuous and necessary given the enormous pressure placed on us everywhere to deny our own perceptions. বিশ্বের শতকের ষাটের দশক থেকে নারীবাদীরা এবং নারীবাদ সমর্থক রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা দাবি করে আসছেন ঃ 'The personal is political' -নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। তাঁরা বলছেন, নারীরা জীবনে যা করছেন তাকেও গভীর রাজনেতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ, লিঙ্গ বিভাজনের ফলে নারীরা পারিবারিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে অফুরন্ত কাজ সাধন করে, পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্যকাজে ব্যস্ত থাকে। এ অবস্থায় তাঁদের রাজনৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে। তাঁরা "Public" জীবনে ঐভাবে অংশ নিতে পারেন না। সুতরাং নারীর সাংসারিক গন্ডিও রাজনৈতিক জীবন। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা রাজনৈতিক জীবনে নারী উপেক্ষিত এবং গণতন্ত্র নারীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি বলে গণতন্ত্রকে অভিযুক্ত করেছেন। এঁদের মতে গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা দুঃখজনক হলেও সত্য, যা নারীর প্রতি তার অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। একটি রাজনৈতিক মতবাদ বা বিশ্বাস হিসেবে গণতন্ত্র একটি মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁদের মতে, 'As a faith, democracy was always a false faith, and its prophets including nearly all the major political philosophers of the past two hundred years are now exposed as false prophets' অপর এক নারীবাদী লেখক মনে করেন, নারীদের জন্য গণতন্ত্র বলতে কিছু কোনোদিনই ছিলো না। গণতান্ত্রিক বলে যেসব দেশ পরিচিত সেগুলোতে অতীতে কখনও নারীকে পরিপূর্ণ ও সমঅধিকার সম্পন্ন মানুষ বলে স্বীকার করা হয় নি এবং এখনও হচ্ছে না(১০)।

নারীর প্রতি গণতন্ত্রের বৈষম্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও, রাজনৈতিক পন্ডিতেরা বলছেন, গনতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হলো এতে বৈচিত্র ও সমালোচনার সুযোগ থাকে। গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা যাতে মতভিন্নতা প্রকাশের সুযোগ রয়েছে ও গণতন্ত্রে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সহ্য ও শ্রদ্ধা করে ই এম ফষ্টার বলেছেন, '...two cheers for democracy, one because it admits variety and two because it permits criticism' - জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর গণতন্ত্রের তত্ত্ব নির্মাণ করেন ভিন্নতা প্রকাশের অধিকার স্বীকার করার মধ্যদিয়ে। তাঁর মতে গণতন্ত্র একটি ব্যবস্থা (state) নয়, বরং গণতন্ত্র হলো প্রক্রিয়া (process)। তিনি সমতার চেয়ে ভিন্নতার উপর জোর দেন।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের আধুনিক প্রবক্তারা বলেন, সমতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে তবে মতভিন্নতা নির্মূল করার বিনিময়ে নয়। সমতা অর্জনের জন্য গণতন্ত্রের উচিত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। আর নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমঅধিকারের প্রশ্নে বিশেষ উদ্যোগের অর্থ এই নয় যে, নারীকে এমন সুবিধা দিতে হবে যা বর্তমানে পুরুষকে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় তার সমাপ্তি ঘটাতে হবে ।

সাম্প্রতিককালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, গবেষক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করছেন। রাজনীতিতে নারীর প্রবেশ করা উচিত কেন? সুশাসনের জন্য নারীকে অপেক্ষাকৃত ভালো এজেন্ট হিসেবে গণ্য করা হয় কেন? এক্ষেত্রে বিখ্যাত চিন্তাবিদদের অভিমত হলোঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল স্তরে নারী ও পুরুষের ভারসাম্যপূর্ন প্রতিনিধিত্ব উন্নততর শাসন নিশ্চিত করতে পারবে। নারীরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে গুণগত মানের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম ব্যক্তিকেন্দ্রিক। স্ট্যাসি ও প্রাইস (Stacy and Price) বলেন, "নারীরা যে সমাজে বাস করেন তাতে তারা যদি পরিবর্তন আনতে চান তাহলে তাঁদেরকে ক্ষমতা চাইতে হবে এবং ক্ষমতাকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। ক্ষতাকেন্দ্রে যেতে হলে নারীর সামনে রাজনীতিতে প্রবেশ করা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই ।" মনে রাখতে হবে, রাজনীতিসহ সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রধানত পুরুষের প্রাধান্য। আর পুরুষেরা নারীর অনুকূলে পরিবর্তনের সূচনা করবে বা তাঁরা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে এটা আশা করা যায় না (১১)।

আরেকজন তাত্ত্বিক উল্লেখ করেছেন যে, "নারীর রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল আলাদা নয় পুরুষের সঙ্গে অনেকটা বৈপরীত্যিকও বটে।" সুতরাং নারীর এই স্বার্থ রক্ষার জন্য শীর্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদেরকেই তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। অন্যদের দ্বারা নারীর পরোক্ষ প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক বিতর্কে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি নারীকেই তুলে ধরতে হবে।

উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট (WID) নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরাও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ উত্থাপন করেছেন। অর্থনীতিবিদ ইষ্টার বজেরাপ (Ester Boserup) প্রথম উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নারীর অংশগ্রহনের মাত্রা চিহ্নিত করেন এবং এর গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। বজেরাপ দেখান যে, নারীকে

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পিতভাবে আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া হয়ে থেকে। তাঁদেরকে রাখা হয় ট্রাডিশনাল খাতে, অন্যদিকে পুরুষেরা প্রবেশ করে মডার্ন ক্ষেত্রগুলোতে। তিনি দেখান যে, মডার্ন খাতগুলোতে নারীর কম অংশগ্রহণ কেবল নারীর নিজের জন্যও তা ক্ষতিকর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নেতিবাচক নয় । সুতরাং নারীর অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য এবং উন্নয়ন-উদ্যেগের ফল বৃহত্তর নারী সমাজের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকসংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া দরকার।

২.৬ পুরুষ-প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধঃ

পুরুষ প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধক। পুরুষ প্রাধান্য তথা পুরুষ সুলভ বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপ্ত। বাংলাদেশে রাজনীতির আদর্শ, ঐতিহ্য, প্রচলিত প্রথা ও আচার আচরণ, "পুরুষের বিশ্ব" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ জনগণের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, রাজনীতিবিদদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্বদানের প্রবৃত্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব, কর্তৃত্ব, বলিষ্ঠতা ও আগ্রাসিতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক এবং এ সকল বৈশিষ্ট্য পুরুষ-সুলভ বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত। রাজনীতিতে এই পুরুষশাসিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ব্যবস্থা নারীকে কার্যকর ও কোণঠাসা করে রেখেছে।

কেউ যদি দলের নিতৃত্বে আরোহণ করতে চায় এবং নেতৃত্বের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তবে তাকে দলে ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু ক্ষমতার ভিত্তি গড়তে হলে দীর্ঘকাল ধরে দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে এবং দলের পক্ষে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ইউনিয়নে, ব্যবস্থা বাণিজ্যে, বিভিন্ন স্বার্থঘটিত গোষ্ঠীতে সামরিক/বেসামরিক আমলাতন্ত্রে, স্থানীয় সরকারে, এবং সর্বোপরি দলের মধ্যে পূর্ব থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বমূলক পদে প্রার্থী হিসাবে বাছাই করা হয়ে আসছে। কিন্তু এদেশের নারীরা ক্ষমতায় যাওয়ার উপরোক্ত সকল পথ ও পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত। স্থানীয় সরকারে নারী সদস্য নির্বাচন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে নারী এখন নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ লাভ করছে। তবে স্থানীয় সংস্থায় কার্যকর নেতৃত্ব গ্রহণ করে ক্ষমতায় আরোহন করতে নারীকে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে (১২)।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বর্নিত অসুবিধার জন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী রাজনীতিবিদ সমঝোতার মাধ্যমে কিংবা জীবিত বা মৃত খ্যাতনামা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরোহন করেছেন। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। উভয় নেত্রী রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের শিকার পুরুষ রাজনৈতিক নেতার নিকটতম আত্মীয় এবং হত্যাকান্ডের ফলে সৃষ্ট নেতৃত্বের সংকট সমাধানের উপায় হিসাবে তাদের আপোসে বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে ক্ষমতার শীর্ষে উঠার পরে, তারা নিজস্ব সামর্থ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার শক্তি অর্জন করেছেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে নিয়েছেন; এখন তাঁরা নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতার জোরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলে নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা বিদ্যমান পুরুষ প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ মেনে নিতে এবং তদানুসারে কাজ করতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাধ্য হচ্ছেন। এমতাবস্থায়, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিশেষ পরিবর্তন সাধন তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

মূল সত্য এই যে, বাংলাদেশের পুরুষ-শাসিত রাজনৈতিক দলগুলো প্রয়োজনে এবং সুবিধামাফিক দলের স্বার্থে নারীদের ব্যবহার করে থাকে; কিন্তু ঢালাওভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে না। নারীরা নিজেরা ব্যাপক গণ আন্দোলনে না নামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সক্রিয় ও সুদৃঢ় ভূমিকা পালন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে এখানে উল্লেখ করা করা দরকার যে, ইদানিং মিছিলে, মিটিংএ এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

২.৭ রাজনীতিতে নারীর যোগদানে প্রতিবন্ধকতা:

রাজনীতি করতে টাকা লাগে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে রাজনীতিতে অর্থ যে ভূমিকা পালন করে অতীতের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। বাংলাদেশে নির্বাচন এখন টাকার খেলা, যারা রাজনীতি করেন তারা টাকা দিয়ে একদল ক্যাডার পোষণ করেন এবং পেশীশক্তিকে লালনপালন করেন। কিন্তু শ্রমের বাজারে কাঠামোগত অসুবিধার জন্য বহু অতীত থেকেই নারী অর্থহীনতা ও সম্পদহীনতায় ভোগে আসছে। শুধু তাই নয়, অর্থের বিনিময়ে ভোটের কর্মী বাহিনী পোষণ করা ও নির্বাচনের একটি বাস্তব রূপ। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী, বিশেষতঃ গ্রামীণ নারীর, স্বাধীন উপার্জন নেই এবং আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। সম্পদের

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধতা ও আর্থিক পরনির্ভরশীলতা নারীকে নিজ মেধার ভিত্তিতে রাজনীতিতে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অপর পক্ষে রাজনীতিতে পেশীশক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নারীর রাজনৈতিক জীবনের প্রতি হুমকি কাজ করছে । নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত আর্থ-সামাজিক বাঁধাগুলোকে চিহ্নিত করা যায় -দারিদ্রতা ও বেকারত্ব,প্রয়োজনীয় অর্থ ও অর্থনৈতিক সম্পদের অভাব ,অজ্ঞতা, শিক্ষা সল্পতা এবং পেশা পছন্দের সুযোগের অভাব, গৃহস্থলী ও পেশা উভয় ক্ষেত্রেই সমান দায়িত্ব পালন করার অতিরিক্ত বোঝা, পুরুষ প্রধান নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ও প্রতিনিধিত্বে বাধা প্রভৃতি (১৩)।

২.৮ রাজনীতিতে নারীর যোগদানে জেন্ডার প্রতিবন্ধকতা:

বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি প্রধান স্বরূপ হলো- মাতৃত্ব নারীর প্রধানতম ভূমিকা এবং অন্যান্য সকল কাজকর্মের উপরে গৃহস্থলীর স্থান। জেন্ডার শ্রেনীবিভেদ ও যৌনতার ধারণা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পরিপন্থী আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছে; ফলে সফল রাজনীতিবিদ হতে হলে নারীকে পুরুষের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রম ও সংগ্রাম করতে হবে। নারীর গৃহস্থলী ও সন্তান পালন সমস্ত দিন জুড়ে সর্বক্ষণিক কাজ; এ কর্মে কোনও নির্দিষ্ট সময়সূচী বেধে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই কখন এবং কতটা সময় তারা রাজনীতিতে দিতে পারবে তা ঠিক করে বলা যায় না; তাদের গৃহস্থলীর দায়িত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক দায়িত্বের সংঘর্ষ পরিহার করা সহজ নয়। অপর পক্ষে পুরুষের কাজের বাঁধা ধরা সময়সূচীর বাইরে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে তারা ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে। শুধুমাত্র ইচ্ছাই অনেকক্ষেত্রে পুরুষের জন্য যথেষ্ট বলে প্রতিয়মান হয় । ফলে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রচুর সুযোগ তাদের রয়েছে। রাজনীতিতে পুরুষের প্রাধান্যের সুযোগে তারা রাজনৈতিক কর্মকান্ড যথা সভা-সমিতি, মিছিল, বৈঠক ইত্যাদিতে যথাযথভাবে যোগদান করতে পারে । অপরদিকে সভা-সমিতি,বৈঠকের দিন ক্ষণ এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে পুরুষের কোন অসুবিধা না হয়, সে ক্ষেত্রে নারীর অসুবিধা হলেও যেন কিছু করার নেই এমন একটি অবস্থা লক্ষনীয়। ফলে নারীর পক্ষে এ সকল কর্মকান্ডে যোগদান কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আশানুরূপ সময় দিতে পারে না(১৪)।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষিত পেশাজীবী একটি শ্রেনী গড়ে উঠেছে; এরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন। পেশাজীবী মধ্য ও উচ্চ মধ্য বিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

নারী শ্রেণী রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহনের উপযুক্ত; কিন্তু "দ্বিগুন কর্মদিবস"-এর বোঝা তাদের জন্য সহায়ক নয়। পুরুষের মত তারা কাজ করে উপার্জন করে। কিন্তু উপার্জনশীল কাজের বাইরে তাদের গৃহস্থলী ও সন্তান পালনের কাজও করতে হয়; যা পুরুষকে করতে হয় না। কাজেই নারী দু জায়গায় কাজ করতে বাধ্য হয়-কর্মক্ষেত্রে এবং ঘরে; কিন্তু পুরুষ কেবল কর্মক্ষেত্রে কাজ করেই খালাস। এমতাবস্থায় কর্মজীবী নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি ঘন্টা কাজ করতে হয় এবং পুরুষের তুলনায় বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বলা বাহুল্য, দীর্ঘতর কর্মদিবস নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যাহত করে। সন্ত্রাস ও ধ্বংসের উন্মাদনা এখন রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুরুষের চেয়ে নারী এ ধরনের সহিংসতায় অধিকতর শিকার। নারীর দৈহিক ও ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা ইতিমধ্যে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে; রাজনীতিতে এ অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। অথচ রাজনীতি করতে হলে বহিরাঙ্গনে ব্যাপক পদচারণা অপরিহার্য। সন্ত্রাস ও অরাজকতার বর্তমান পরিবেশে নারীর রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ খুব কম।

২.৯ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা

যতক্ষণ নারী স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিতে না পারবে, ততক্ষণ নারীর সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ভোটাধিকার থাকলেই যে নারী স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবে, সে গ্যারান্টি অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাশ্চাত্যে কঠিন সংগ্রামের পথে নারী ভোটাধিকার জয় করেছিল। কিন্তু দেখা গেল, ভোটাধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারীর সমতা নিশ্চিত করে না; পরবর্তীতে অধিকার আদায়ের লক্ষে পাশ্চাত্য নারীকে পুনরায় নারী আন্দোলন ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। এ দেশে, নারী বিনা সংগ্রামে ভোটাধিকার লাভ করেছে; ফলে তারা ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের অধিকার ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল নয়। সত্য বটে, নারী ভোট দিচ্ছে; কিন্তু স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছামত প্রার্থীকে ভোট দিতে পারছে কি না তার প্রমাণ নেই। অভিভাবক ও গুরুজনের পছন্দ মোতাবেক ভোট দেবার জন্য তাদের ভোট কেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বস্তুতঃ ব্যালট বাক্স সমস্যা সৃষ্টি করেনা; সমস্যা সৃষ্টি হয় গৃহে, যেখানে স্বামী একচ্ছত্র শাসক। বাধ্য করা না হলে, স্বামী কদাচিৎ তার নিরংকুশ ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী গ্রামে পরনির্ভরশীল গৃহবধূর সনাতন পরিবেশে বাস করে; তাদের স্বাধীন আয় নেই;

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের সহিংসতার অধিকতর শিকার। নারীর দৈহিক ও ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা ইতিমধ্যে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে; রাজনীতিতে এ অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। অথচ রাজনীতি করতে হলে বহিরাঙ্গনে ব্যাপক পদচারণা অপরিহার্য। সন্ত্রাস ও অরাজকতার বর্তমান পরিবেশে নারীর রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ খুব কম।

২.৯ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা:

যতক্ষণ নারী স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিতে না পারবে, ততক্ষণ নারীর সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ভোটাধিকার থাকলেই যে নারী স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবে, সে গ্যারান্টি অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাশ্চাত্যে কঠিন সংগ্রামের পথে নারী ভোটাধিকার জয় করেছিল। কিন্তু দেখা গেল, ভোটাধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারীর সমতা নিশ্চিত করে না; পরবর্তীতে অধিকার আদায়ের লক্ষে পাশ্চাত্য নারীকে পুনরায় নারী আন্দোলন ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। এ দেশে, নারী বিনা সংগ্রামে ভোটাধিকার লাভ করেছে; ফলে তারা ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের অধিকার ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল নয়। সত্য বটে, নারী ভোট দিচ্ছে; কিন্তু স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছামত প্রার্থীকে ভোট দিতে পারছে কি না তার প্রমাণ নেই। অভিভাবক ও গুরুজনের পছন্দ মোতাবেক ভোট দেবার জন্য তাদের ভোট কেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বস্তুতঃ ব্যালট বাক্স সমস্যা সৃষ্টি করেনা; সমস্যা সৃষ্টি হয় গৃহে, যেখানে স্বামী একচ্ছত্র শাসক। বাধ্য করা না হলে, স্বামী কদাচিৎ তার নিরংকুশ ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী গ্রামে পরনির্ভরশীল গৃহবধূর সনাতন পরিবেশে বাস করে; তাদের স্বাধীন আয় নেই; পরিবারে আয় এমন কি নিজের উপার্জিত আয়ের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধারণ পুরুষ প্রার্থিরা তাদের কাছে অদৃশ্য নির্বাচনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের সামাণ্যই ধারণা দেয়া হয়ে থাকে । তা ছাড়া ইদানিং দেখা গেছে রাজনৈতিক পূর্বাভাসের উপর নির্ভর করে নির্বাচনের আচরণ পরিবর্তিত হয় (১৫)। তথ্যে তাদের প্রবেশাধিকার নেই বল্লেই চলে। ধর্মীয় মৌলবাদী একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ নারীর অধীনতা প্রচার করে থাকে এবং রাজনীতি ও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহনের বিরোধিতা করে। পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলছে কতিপয় রাজনৈতিক দল যারা প্রাকাশ্যে নারীর নিকৃষ্টতা, পুরুষের অধীনতা ও গৃহবন্দী অবস্থানে বিশ্বাস করে এবং তা প্রচার করে। নির্বাচনের প্রচারণা পোষ্টারে 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে ইচ্ছা তাকে দেব"- এ স্লোগানের কার্যকারিতা নারীর ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী

৩.১ বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ২৮ অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। কাজেই এ দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীর পূর্ন রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। সকল প্রতিনিধিত্বমূলক পদে নির্বাচনে নারীর ভোট দেবার অধিকার আছে। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে বর্নিত ভোটার নিবন্ধিকরনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ নাগরিকের মধ্যে বৈষম্য করা হয়নি। আঠারো বছর বয়সী সকল নারী ও পুরুষ সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটার হিসাবে নিজেকে নিবন্ধিত করতে পারে। একজন নারীর মন্ত্রী পরিষদে মন্ত্রী পদে, সাংসদ স্পীকার পদে এবং অন্যান্য যে কোন রাজনৈতিক পদে আসীন হতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্লামেন্টের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকলেও পার্লামেন্টে নারীর ভূমিকার ইতিহাস খুব বেশী দিনের এবং উজ্জল নয়। গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন। জনগণের একটি বিরাট অংশ নারী। পার্লামেন্ট যদি গণতান্ত্রিক শাসন নিশ্চিত করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে জনশাসন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণের বড় অংশ নারীকে উপক্ষো করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে পারে না আজ আর একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা (১)।স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক বিকাশ-প্রয়াসে নারীর ভূমিকা স্বীকৃতিও লাভ করে। সংবিধানে নারীর স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদিতে তাঁদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতার বত্রিশ বছরেও রাজনীতিতে, বিশেষ করে পার্লামেন্টে, নারীর অংশগ্রহণ কাঙ্খিত স্তরে পৌঁছেনি কেন? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা জরুরি কেন? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর ভূমিকা কীভাবে স্বীকৃত হয়েছে? বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর রাজনৈতিক ও পার্লামেন্টারী অধিকার স্বীকৃতির স্বরূপ কী? বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় সংসদে নারীরা কীভাবে ভূমিকা পালন করেছেন? তাঁদের সাফল্য

Dhaka University Institutional Repository

ও ব্যর্থতা কোথায়? নারীর পার্লামেন্টারী অংশগ্রহণের পথে বাধাসমূহ কী?কীভাবে এগুলো দূর করা যায়?

৩.২ বাংলাদেশের সংবিধান ও নারী:

বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই মূলনীতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ে সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে ঃ

১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্ম স্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৩) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়। সেরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না (২)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান:

বাংলাদেশে সক্ষম ভোটারের প্রায় অর্ধেক নারী। অধুনা, নারী ভোটার ভোট দানের জন্য অধিক সংখ্যায় ভোট কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছে। জাতীয় সংসদের বিগত দুটি নির্বাচনে ভোটদাতার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ভোট দানকারী নারী ও পুরুষ ভোটারের অনুপাত সমান। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে নারী ভোটারের সংখ্যাধিক্য লক্ষনীয়। দুর্ভাগ্যবশত, নারীরা অধিক সংখ্যায় ভোটদানে এগিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মৌলিক রাজনৈতিক পক্রিয়ায় তাদের অংশ গ্রহণ সূচিত হয়নি। কেননা রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ভোট প্রার্থী হওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ সদস্য বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন প্রার্থী নারীর সংখ্যা অতি নগন্য। আজ অবধি কোনও মহিলা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেনি। জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন সংখ্যা বর্তমানে ৩৩০; কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী সদস্য সংখ্যার দশে (১০) উন্নীত হয়নি। বিগত ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে যথাক্রমে ৩৬ ও ৩৭ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন; নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে মাত্র সাত জন এবং ২০০১ সালে মাত্র ছয় জন।

১৯৯১ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদে বিরোধী দলনেতা উভয় পদ মহিলা সদস্য অলংকৃত করে আছেন। কিন্তু ঐ দুজন ছাড়া মন্ত্রী পরিষদে নারীর অংশ গ্রহণ অত্যন্ত অপ্রতুল। স্পীকার, ডিপুটি স্পীকার, ডেপুটি সংসদ নেতা বা চীপ হুইপ পদ কখনও মহিলাদের দ্বারা হয়নি তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার শীর্ষ রাজনৈতিক পদ প্রাপ্তি এবং সংসদ সদস্য পদে বেশকিছু নারীর নির্বাচন প্রমান করে যে, নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ স্বীকৃতি প্রদান করে (৩)।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর স্বল্প প্রতিনিধত্ব বিবেচনা করে, সংবিধানে নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত ৩০টি আসনে মহিলা সদস্য সরাসরি মহিলা ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হন না; কিংবা সাধারন নির্বাচনে বয়স্ক ভোটাধিকার ব্যবস্থায় তাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়না। সংবিধানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, সংরক্ষিত আসনে নারীসংসদ সদস্য পদে নির্বাচন সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পরে অনুষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ পরোক্ষ ভোটে সংরক্ষিত মহিলা আসনে

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অবস্থানঃ

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বিগত এক দশককাল যাবৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের আওয়ামীলীগ ও বি, এন, পি দলীয় প্রধান হচ্ছেন দুইজন মহিলা, কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোতে নারীর অবস্থান অত্যন্ত দূর্বল। বিগত ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো সারণিতে দুটিতে ১৯৯৬ও ২০০১ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ও দলের নাম দেয়া হলো ঃ

সারণীঃ ৩.১-১৯৯৬ ও ২০০১ এর নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলঃ

Party	1996		2001	
	Total Candidates	Female Candidates	Total Candidates	Female Candidates
Bangladesh Nationalist Party	300	3	252	3
Bangladesh Awami League	300	4	300	10
Jatiya Party (Ershad)	300	3	281*	3*
Jatiya Party (Manju)	-	-	140	3
Communist Party of Bangladesh	36	-	64	1
NAP (Mozaffar)	128	I	-	-
Gono Forum	104	7	-	-
JSD (E)	30	1	-	-
JSD (R)	67	1	76**	-
BSD(K)	31	2	37	1
Samriddhya Bangladesh Andolon	10	I	•	-
Vasani Front	1	1	-	-
Jatiya Janata Party	19	4	-	-
Bangladesh Peoples' Party	2	2	-	-
Janadal	5	1	-	-
Other Parties	956	;	301	9
Independent	285	5	484	7
Total	2574	36	1935	37

সূত্রঃ International Seminar on Political Empowerment of Women, Organized by British Council, Dhaka held on 20-21 july, 2003

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৩.২ ১৯৯৬-এর নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী ও দল:

দল	মহিলা আসন সংখ্যা	দল	মহিলা আসন সংখ্যা
আওয়ামীলীগ	৪	ভাসানী ফ্রন্ট	১
বি. এন. পি	৩	জাতীয় জনতা পার্টি	৪
জাতীয় পার্টি	৩	বাংলাদেশ পিপলস পার্টি	২
ন্যাপ মোজাফ্ফর	১	জনদল	১
জাসদ (ইনু)	১	স্বতন্ত্র	৫
জাসদ (রব)	৭	সমৃদ্ধবাংলাদেশ আন্দোলন	১
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	২	গণফোরাম	১
মোট ৩৬	-	-	-

সূত্রঃ নারী বার্তা, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন,ঢাকা

উপরের সারনী সম্বন্ধে বলা যায় যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। আর এই কমের কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীর চেয়ে পুরুষ প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা বিভিন্ন কারনে বেশী। অথচ দেশের প্রায় অর্ধেক নারী ভোটার। ভোট দিয়ে পুরুষকে ক্ষমতায়িত করছে। তাই নারীর জন্য প্রার্থীতা কোটা সংরক্ষণ প্রতিটি রাজনৈতিক দলে থাকা বাঞ্চনীয়। তবে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৭ জন নারী প্রার্থী নির্বাচনে ৪৮টি আসনে নির্বাচন করেছেন।

সারণী: ৩.৩ – মন্ত্রিসভায় নারী অংশগ্রহণের সংখ্যা ও শতকরা হার:

দলীয় সরকার	সময়কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	শতকরা
আওয়ামীলীগ সরকার	১৯৭২-১৯৭৫	৫০	২	১
বি. এন. পি সরকার	১৯৭৬-১৯৮২	১০১	৬	৫.৯৪
জাতীয় পার্টির সরকার	১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	৪	৩.০০
বি. এন. পি সরকার	১৯৯১-১৯৯৬	৩৯	৩	১৭.৬৯
আওয়ামীলীগ সরকার	১৯৯৬-২০০১	৩৮	৪	১০.৫২
বি. এন. পি ও জোট সরকার	বর্তমান	৬০	৩	৫

সূত্রঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনএ ১৯৯৫ সালে পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক তথ্য পত্রিকার মাধ্যমে সংগ্রহীত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারনীতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বিভিন্ন সরকারের আমলে জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহনের অনুপাত অত্যন্ত কম।ফলে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি ।

৩.৫ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান:

বাংলাদেশের আইন সভা বা জাতীয় সংসদ একক ভৌগলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ আসন এবং মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সমন্বয়ে গঠিত। জাতীয় সংসদ দেশের সবচাইতে বৃহৎ প্রতিনিধিত্বের স্থান। তাই এখানে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও তাদের রাজনৈতিক অবস্থান ও বাস্তবতা চিত্র নির্দেশ করে । তবে বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ৩০০ আসন কার্যকর তার মধ্যে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন। বাংলাদেশের প্রতিটি সংসদেই নারী সদস্য ছিলেন। প্রথম সংসদে সাধারণ আসন থেকে কোন নারী সদস্য নির্বাচিত হন নি। ১৫ জন নারী সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। এঁরা সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। দ্বিতীয় সংসদে প্রথম দুইজন মহিলা সাধারণ আসন থেকে দুইটি উপনির্বাচন করে নির্বাচিত হন। এই সংসদে ৩০ জন নারী সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। এঁরা সবাই ছিলেন বিএনপি দলীয় সাংসদ। তৃতীয় সংসদে মোট ৩৫ জন নারী সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন সাধারণ আসনে থেকে নির্বাচিত হন। এই ৫ জনের ১জন ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং বাকী ৪ জন জাতীয় পার্টির। চতুর্থ সংসদে ৪জন নারী সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হন। এঁরা সবাই ছিলেন জাতীয় পার্টির। এই সংসদে সংরক্ষিত আসন থেকে কেউ নির্বাচিত হন নি। পঞ্চম সংসদে নারী সদস্য ছিলেন ৩৫ জন। ৩০ সংরক্ষিত আসন থেকে এবং ৫জন সধারণ আসন থেকে। সংরক্ষিত আসনের ২৮ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং ২ জন জাতীয় পার্টির। এই সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত ৫ জনের ৪ জন আওয়ামী লীগের এবং ১ জন বিএনপি-র। ষষ্ঠ সংসদে মোট নারী সদস্যের সংখ্যা ছিল ৩৩ জন এঁদের ৩০ জন সংরক্ষিত আসন থেকে এবং ৩ জন সাধারণ আসন থেকে। এঁদের সবাই ছিলেন বিএনপি-র। সপ্তম সংসদে মোট ৩৮ জন নারী সদস্য নির্চাচিত হন। এঁদের মধ্যে ৮ জন সাধারণ আসন থেকে এবং ৩০ জন সংরক্ষিত আসন থেকে। সাধারণ আসনের ৩ জন আওয়ামী লীগের, ৩জন বিএনপি-র এবং ২ জন জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পার্টির। সংরক্ষিত আসনের ২৭ জন আওয়ামী লীগের এবং ৩ জন জাতীয় পার্টির। অষ্টম সংসদে নির্বাচিত মোট নারী সদস্যের সংখ্যা ৬ । এঁরা সবাই সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত। দলগতভাবে এঁদের ৩জন বিএনপি-র, ২ জন আওয়ামী লীগের এবং ১ জন জাতীয় পার্টির (৫)। নীচের সারনীতে প্রথম থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণী: ৩.৪ - বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সসদ্য ১৯৭৩-২০০৪

সংসদ	সংরক্ষিত আসন	সাধারণ আসন	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াত	মোট
প্রথম	১৫	--	১৫ (স)	--	--	--	১৫
দ্বিতীয়	৩০	২	--	৩০=২ (স+ সা)	--	--	৩২
তৃতীয়	৩০	৫	১ (সা)	--	৩০ + ৪ (স + সা)	--	৩৫
চতুর্থ	--	৪	--	--	৪ (সা)	--	৪
পঞ্চম	৩০	৫	৪ (সা)	২৮ + ১ (স+সা)	--	২ (স)	৩৫
ষষ্ঠ	৩০	৩	--	৩০ + ৩ (স + সা)	--	--	৩৩
সপ্তম	৩০	৮	২৭ + ৩ (স + সা)	৩ (সা)	৩ + ২ (স + সা)	--	৩৮
অষ্টম	--	৬	২ (সা)	৩ (সা)	১ (সা)	--	৬
সর্বমোট	১৬৫	৩৩	৪২ + ১০	৮৮ + ১২	৩৩ + ১১	২	১৯৮

(সূত্র নারী বার্তা, ১ম ও ২য় খন্ড, ১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন)

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচনের উপর্যুক্ত চিত্র থেকে কিছু বিশেষ দিক বা প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, দ্বিতীয় থেকে অষ্টম সংসদ পর্যন্ত মোট ৩৩টি আসনের নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন। এই ৩৩টি আসনে ৩৩ জন নারী নির্বাচিত হন নি। কয়েকজন নারী একাধিক সংসদে নির্বচিত হয়ে এসেছেন। যেমন খালেদা জিয়া চারটি সংসদে (পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম) শেখ হাসিনা চারটি সংসদে (তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম), খুরশিদ জাহান হক তিনটি সংসদে (ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম), মতিয়া চৌধুরী দুইটি সংসদে (পঞ্চম ও সপ্তম) সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কয়েকজন নারী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর আসনে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন। যেমন পঞ্চম সংসদে রওশন আরা (ময়মনসিংহ-৩), সপ্তম সংসদে সালেহা বেগম। অষ্টম সংসদে ইলেন ভুট্টো সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হয়েছেন। তবে তাঁর আসনেটিও স্বামীর জনপ্রিয়তা ও মৃত্যুর কারণে অপেক্ষাকৃত সেইফ আসন বলে বিবেচিত ছিল। তৃতীয়ত, কয়েকজন সদস্য স্বামীর ছেড়ে দেওয়া আসেন (চট্টগ্রাম-১৩) মমতাজ বেগম বিজয়ী হন। চতুর্থত, কয়েকজন সদস্য প্রথম সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পরে সাধারন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন। যেমন আওয়ামী লীগের সাজেদা চৌধুরী (প্রথম সংসদে সংরক্ষিত আসন থেকে, পঞ্চম সংসদে সাধারন আসন থেকে), বিএনপি-র খুরশীদ জাহান হক (পঞ্চম সংসদে সংরক্ষিত আসন থেকে এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংসদে সাধারণ আসন থেকে), জাতীয় পার্টির কামরুন নাহার জাফর (দ্বিতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন থেকে এবং চতুর্থ সংসদে সাধারণ আসন থেকে) প্রমুখ। পঞ্চমত, দুই বড় দলের দুই প্রদান নেত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ছাড়া কয়েকজন নারী নিজস্ব যোগ্যতায় রাজনীতিতে এসেছেন, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং দলে ও সংসদে তাঁদের নেতৃত্ব ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং এখনও রাখছেন। যেমন আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী ও সাজেদা চৌধুরী, বিএনপি-র খুরশিদ জাহান হক, জাহানারা বেগম প্রমুখ। ষষ্ঠত, বেশ কয়েকজন নারী পরিবার থেকে অতিরিক্ত বা উত্তরাধিকারজনিত সুবিধা ছাড়া সরাসরি সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এবং এঁদের কেউ কেউ বিজয়ীও হয়েছেন। যেমন অষ্টম সংসদে নির্বাচিত হামিদা বানু শোভা। সপ্তমত, যে দল সরকার গঠন করেছে সে দলের নারী সংগঠক ও নেত্রীরা সংরক্ষিত আসন গুলোতে নির্বাচিত হয়েছেন এবং এই আসনগুলোকে দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই কেবল ব্যবহার করা হয়েছে-এটা এ বিষয়ে বহুল আলোচিত একটি মূল্যায়ন। এছাড়া আরও যে দিকটি লক্ষ্যনীয় তাহলো কিছু মহিলা আসনে একই ব্যক্তি একাধিকবার সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এর ফলে সংরক্ষিত আসনগুলো কেবল সংখ্যাগরিস্ট দলের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় নি অনেক ক্ষেত্রে একই দলের কিছু বিশেষ লোককে একাধিকবার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে দুই দলের দুই প্রধান নেত্রী, বিএনপি-র খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা, নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছেন। কখনো সংসদ নেতা হিসেবে কখনো বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে। সংসদে এই দুই নেত্রী যতটা না নারী হিসেবে তারচেয়ে বেশী দুই বড়ো দলের শীর্ষ ও জনপ্রিয় নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। কার্যত উভয় দলে দুই নেত্রীর অবস্থান সবার উপরে এবং সকল দলীয় ও পার্লামেন্টারী সিদ্ধান্ত তাঁরা এককভাবেই নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। সুতরাং এই দুই নেত্রীর ভূমিকা নারী-সদস্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে দলীয় নেত্রী হিসেবে দেখাই যুক্তিযুক্ত। এছাড়া দ্বিতীয় সংসদ থেকে প্রতিটি সংসদেই কয়েকজন নারী সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হলেও পার্লামেন্টে নারীর ভূমিকার মূলধারা সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে (৬)।

নারী সদস্যরা পার্লামেন্টের প্রতিটি স্তরে ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছেন। সংসদে বিল উত্থাপন, কক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন, কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন, সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিদেশ ভ্রমণ, নির্বাচন এলাকার উন্নয়ন, দলের সংসদীয় পার্টিতে ভূমিকা পালন, হুইপের দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা কাজ করেছেন।

সংসদীয় জীবন নারী সদস্যদের জন্য কোথাও নিরবচ্ছিন্ন সুখকর ছিলো না। তাঁদেরকে সব সময় সব দেশেই তিক্ততা ও কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। ব্রিটিশ কমন্সসভার নারী সদস্যদের প্রতি পুরুষ এমপি ও রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন ঃ নারী সদস্যরা যা-ই করুন তাঁদের সব সময় সমালোচনা করা হয়। তাদের পোষাক, চুলের স্টাইল, বক্তৃতা, জীবনযাপন পদ্ধতি, ব্যক্তিগত আচার আচরণ সবই আলোচনা ও সমালোচনার বিষয়। যদি তাঁরা বিবাহিত হন তাহলে বলা হয় এরা পরিবারের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন না, পরিবারের সদস্যদের অবহেলা করছেন; যদি নারী সদস্যরা নারীবাদী নীতি অনুসরণ না করেন তাহলে বলা হয় এরা নারী স্বার্থ জলাঞ্জলী দিচ্ছেন আবার যদি তারা নারীবাদী দৃষ্টিকোন থেকে কথা বলেন তাহলে বলা হয়, এরা উগ্রবাদী এবং প্রকৃত সমস্যার প্রতি অমনোযোগী। বাংলাদেশের সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংসদীয় জীবনও অবিমিশ্র আনন্দদায়ক ছিলো না। শুরু থেকেই তাঁরা বিভিন্ন ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে তৃতীয় সংসদে ত্রিশজন নারী সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তখন এই সদস্যদের সংসদের শোভা-তিরিশ সেট অলংকার হিসেবে চিহ্নিত করে। এরশাদ আমলে পুরো সংসদই সরকারের একটি রাবার ষ্ট্যাম্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সরকার ও পার্লামেন্টের প্রতি জনমত বিক্ষুব্ধ থাকায় পত্রিকাটির তিরিশ সেট অলংকার তত্ত্ব তখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পতনের পর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে পঞ্চম সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংসদে প্রায় সর্বদলের সম্মতিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাস করার মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জনমনে সংসদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রথম একটি সংসদে একজন নারী সংসদ নেতা ও অন্য একজন নারী বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সামগ্রিক রাজনীতিতে ও পার্লামেন্টে দুই নেত্রীর প্রাধান্যশীল ভূমিকা সত্ত্বেও সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যদের প্রতি সাধারণ জনমনে এবং এমন কী তাঁদের সহকর্মী পুরুষ সদস্যদের মনেও যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরী হয়নি। ফলে নারী সদস্যদের অনেকে তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞাতর কথা উল্লেখও করেছেন। পঞ্চম সংসদের একজন নারী সদস্য পুরুষ সহকর্মীরা তাঁদের কীভাবে মূল্যায়ন করেন এরকম এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন 'We wre nothing but bonus to our male colleagues' পঞ্চম সংসদ থেকে সপ্তম সংসদ পর্যন্ত সময় অনেক গেলেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয় নি। সপ্তম সংসদের একজন নারী সদস্য বলেছেন 'Always we were targets of some defamatory comments, we were called rented MPs' সপ্তম সংসদের আরেকজন নারী এমপি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ 'We were newcomers, things were unfamiliar and far away from us, so we were bound to imbibe insulting comments within ourselves. Some of our party MPs called us as, MPs of five thousand taka; some people said, oh women, they are queer MPs' তবে পঞ্চম ও সপ্তম উভয় সংসদের নারী সদস্যরা স্বীকার করেছেন পরিস্থিতি শেষের দিকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। কারণ- (১) দুই সংসদেই দুই নেত্রী এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং (২) নিজেদের অভিজ্ঞতা, কঠোর পরিশ্রম এবং রাজনীতি ও নির্বাচনী এলাকায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নারী সদস্যরা তাঁদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে পুরুষদের বাধ্য করেন। নারী সদস্যরা তঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। সপ্তম সংসদের একজন নরী সদস্য বলেন, 'Now we say loudly, we are not ornaments, we are rather pride of the party'।

সংরক্ষিত আসন থেকে নারী সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ মর্যাদা ও সহযোগিতা পান নি। বরং পরোক্ষভাবে নির্বাচিত বলে সাধারণ এমপি-দের তুলনায় স্থানীয় প্রশাসন থেকে বৈষম্যমূলক আচরনই পেয়েছেন। একজন সাধারণ এমপি-র তুলনায় সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যরা স্থানীয় উন্নয়ন বরাদ্দের সামান্য অংশ

Dhaka University Institutional Repository

পেতেন। সংরক্ষিত আসন এলাকা সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রায় ৫ গুণ বড় হলেও সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন বরাদ্দের মাত্র ১০ শতাংশ দেওয়া হতো। নারী সাংসদদের প্রতি এই ধরনের আচরণ করার অবশ্য যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণ রাজনীতি কোন জিনিষ নয় যে তুলে এনে বসিয়ে দিলাম তা হয়ে গেলো। শুধুমাত্র জাতীয় চিত্রকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে দাতাগোষ্ঠীর নিকট গ্রহনযোগ্য করে তোলার জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদগন ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্র থেকে জনগন পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর নারী সাংসদগণ উপেক্ষিত। যেন পুরুষ সদস্যদের দয়ার দানে তাদের অস্তিত্য তৈরী হয়েছে। তাদের যেন কোন কাজ নেই। আপাত দৃষ্টিতে সংসদের সোভাবর্ধনই যেন তাদের কাজ। রাজনৈতিক বৃহৎ দল সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্টতার জন্য তাদের গননা করে থাকে(৭)। সুতরাং সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন না হয়ে প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে সংরক্ষিত নারী প্রার্থীতা বাধ্য করা হলে রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন ফলপ্রসু হবে।

৩.৬ জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনঃ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩৩০টি সাধারণ আসনের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে নারীর দুর্বল অংশগ্রহণ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। নারী সংগঠনগুলো বারবারই প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ সংখ্যাগত দিক থেকে বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে আসছে। সামাজিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নারীদের নেই বললেই চলে। তবে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা উঠলেই একথা চলে আসে যে, বিস্ময়কর ভাবে বিগত ১২ বৎসর বা এক যুগ যাবৎ এ দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী দু'জনেরই নারী। কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে দু'জন নারী ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন যাবৎ অধিষ্ঠিত থাকলেও রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ণ বৃদ্ধি বা নিশ্চিৎ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন দানে অগ্রসর বা আগ্রহী ভূমীকা রাখেনা (৮)। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়নের একটি ছক নীচে দেখানো হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৩.৫-রাজনৈতিক দলগুলোয় নারী প্রার্থী মনোনয়ন দানের অবস্থা:

(৭ম সংসদ নির্বাচন ১৯৯৭)

রাজনৈতিক দল	মোট মনোনয়নের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের সংখ্যা	পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার %
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	০৪	১.৩৩%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০০	০৩	১.০০%
জাতীয় পার্টি	৩০০	০৩	১.০০%
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	০০	০০
গণফোরাম	১৬৪	০৭	৪.২৬%
বাম ফ্রন্ট	১৭১	০৪	২.৩৩%
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১২৮	০৩	২.৩৪

(সূত্রঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ ষষ্ঠ সংখ্যা ৯৭, ঢাকা)

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রাপ্ত ৩৮ জন নারী প্রার্থী ৪৪টি নির্বাচনী ঐলাকায় গড়ে ১১টি আসনে জয়যুক্ত হন । ৩০টি আসনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয় যার শতকরা হার ৬২.৫% । জামানত বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে পুরুষদের হার হচ্ছে ৬৮.৫% । এ পরিসংখ্যান থেকে ইহা প্রতিয়মানসহয় যে, নারী প্রার্থীদের চেয়ে পুরুষ প্রার্থীরা অধীক নির্ভরশীল। তারপরও রাজনীতির দূবৃত্তায়ণ প্রক্রিয়ায় অর্থ ও পেশী শক্তির অভাবে অনেক নারী যোগ্যতা থাকা সত্বেও মনোনয়ন লাভ করতে পারছে না।

সারণী: ৩.৬-৭ম সংসদ নির্বাচনে জামানত রক্ষাপ্রাপ্ত ১৮ জন নারীর ভোটের শতকরা হার হিসাব

১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১ +
২ জন	৩ জন	৫ জন	৬ জন	২ জন

সূত্র/উৎস- ডঃ নাজমা চৌধুরী, নারী ও রাজনীতি, ওইমেন ফর ওইমেন

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এ যাবত অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ও বিজয়ী সদস্যদের শতকরা হার নিম্নেও সারণীতে দেখানো হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৩.৭-জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে জন্য নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার (১৯৭৩-১৯৯১)

নির্বাচনের বছর	মহিলা প্রার্থীদের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩%
১৯৭৯	০.৯%
১৯৮৬	১.৩%
১৯৮৮	০.৭%
১৯৯১	১.৫%
১৯৯৬	১.৯%

সূত্রঃ- নিলোফা চৌধুরী ও আল মাসুদ হাসানুজ্জামান- ওইমেন্স পারটিসিপেসন ইন পলিটিক্স, স্কোপ, নেচার এন্ড লিমিটেশন । ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)র জন্য প্রস্তুত ফাইল রিপোর্ট, অক্টোবর ১৯৯৩, এবং অন্যান্য সূত্র)

জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার নিম্নের সারণী/ছকে দেখানো হয়েছে ঃ

সারণী: ৩.৮-জাতীয় সংসদে বিজয়ী নারী সদস্যদের শতকরা হার :

নির্বাচনের বছর	সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা সংখ্যা	সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলাদের শতকরা হার	মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন	মোট সদস্যদের মধ্যে মহিলাদের শতকরা হার
১৯৭৩	০	০	১৫	৪.৮%
১৯৭৯(ক)	০	০	৩০	৯.০%
১৯৭৯সর্বশেষ)	০+২	০৭%	৩০	৯.৭%
১৯৮৬(ক)	৫	১.৭%	৩০ ১০৬%	১০.৬%
১৯৮৬(সর্বশেষ)	৩+২	১.৭%	৩০	১০.৬%
১৯৮৮	৪	১.৩%	-	-
১৯৯১ (ক)	৮	২.৭	৩০	১১.৫%
১৯৯১(সর্বশেষ)	৪+১	১.৭	৩০	১০.৬%
১৯৯৬(ক)	১১	৩.৬৬	৩০	১২.৪২%
১৯৯৬(সর্বশেষ)	৫+২	২.৩	৩০	১১.২%

(Reference: Dr. Nazma Choudhury, women in Development- A Guide Book for Planner's)

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৩.৯– প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অবস্থান ও শতকরা হারঃ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কাঠামো	মোট সদস্য	নারী সদস্য	শতকরা হার
১	বি. এন. পি	ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডি কমিটি	১৫	১	৬.৬৬%
২	বি. এন. পি	ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি	৭৫	১১	১৪.৬৭%
৩	আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারিয়াল	১৩	৩	২৩.৪৭%
৪	আওয়ামী লীগ	ওয়ার্কিং কমিটি	৬৫	৬	৯.২০%
৫	জাতীয় পার্টি	ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডি কমিটি	৩০	১	৩.৩৩%
৬	জাতীয় পার্টি	ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি	১৫১	৪	২.৬৫%
৭	জামায়াতে ইসলামী	মজলিস-ই সূরা	১৪১	-	-
৮	জামায়াত	মজলিস-ই সূরা	২৪	-	-

(সূত্রঃ Mainstreaming Women in politices MSS/SRG)

সারনী ৩.১০-জাতীয় সংসদ বিভিন্ন দলের সংরক্ষিত আসনঃ

বছর	দল	সদস্য সংখ্যা
১৯৭৩	আওয়ামী লীগ	১৫
১৯৭৯	বি. এন. পি	৩০
১৯৮৬	জাতীয় পার্টি	৩০
১৯৯১	বি. এন. পি /জামায়াতে ইসলামী	২৮ + ২
১৯৯৬	আওয়ামী লীগ / জাতীয় পার্টি	২৭ + ৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩.১১

১৯৭৩-১৯৯৬ পর্যন্ত সংসদে নারী সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণঃ

বছর	সদস্য সংখ্যা	পিএইচ. ডি %	ডাক্তার %	এম. এ %	বি. এ %	আই. এ %	এস. এস. সি %	এস. এস. সির নীচে %
১৯৭৩	১৫	৫.৬	-	৪৫.৬	৩৩.৩	৬.৬	৬.৬	-
১৯৭৯	৩০	৬.৩	-	৩৬.৬	২৩	২০	১৩	৩.৩
১৯৮৬	৩০	-	৩.৩	২৬.৬	৪৩	১০	৪.৬	-
১৯৯১	৩০	-	-	২৬.৬	৩৩	২০	১০	৩.৩
১৯৯৬	৩০	-	-	১৯.৫	৪২	-	-	-

সারণীঃ ৩.১২-নারী মন্ত্রীদের অংশ গ্রহণের হারঃ

সময় কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	%
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২-৯৫	৫০	০২	০৪
বি. এন. পি সরকার ১৯৭৯-৮২	১০১	০৬	০৬
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	০৪	০৩
বি. এন. পি সরকার ১৯৯০-৯৬	৩৯	০৩	০৫
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১	২৪	০৪	১৬
বি এন পি ও জোট সরকার	বর্তমান	৬০	০৩

সারণীঃ ৩.১৩-বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নারী মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হারঃ

সময় কাল	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	মোট মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-৯৫	৫০	০২	০৪
জিয়াউর রহমান ১৯৭৯-৮২	১০১	০৬	০৬
হুসাইন মোঃ এরশাদ ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	০৪	০৩
খালেদা জিয়া ১৯৯০-৯৬	৩৯	০৩	০৫
শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১	২৪	০৪	১৬

সূত্রঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী, উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্লানার্স (খসড়া রিপোর্ট) ১৯৯৪ এবং অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৩.১৪-বিভিন্ন সময়ে নারী ও পুরুষ মন্ত্রীর তুলনামূলক হারঃ

সময়কাল	মন্ত্রী		উপ মন্ত্রী		মোট	
	পুরুষ সংখ্যা %	নারী সংখ্য %	পুরুষ সংখ্যা %	নারী সংখ্য %	পুরুষ সংখ্যা %	নারী সংখ্য %
১৯৭২-৭৫	৩৩-১০০	০-০	১৭-৮৯	২-১১	৫০-৯৬	২-৪
১৯৭৫-৮২	৬৩-৯৭	২-৩	৩৮-৯০	৪-১০	১০১-৯৪	৬-৬
১৯৮২-৯০	৮৫-৯৭	৩-৩	৪৮-৯৮	১-২	১৩৩-৯৭	৪-৩
১৯৮০-৯৬	২০-৯৫	১-২	১৬-৮৯	২-১১	৩৬-৯২	৩-৮
১৯৯৬-৯৭	১৪-৮২	৩-১৮	৯-৯০	১-১০	২৩-৮৫	৪-১৫

সূত্রঃ বিবিএস প্রশাসন রিপোর্ট সংখ্যা-১৭)

৩.৭ জাতীয় সংসদের নারী সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গঃ

স্বাধীনতা উত্তর সমাজে পশ্চাদপদ নারী সমাজের জন্য জাতীয় সংসদে নারীর সীমিত অংশ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫ নম্বর ধারায় জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৯ সালে ২য় জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৫টির বদলে ৩০টি করা হয় এবং সময় সীমা ১০ বছরের পরিবর্তে করা হয় ১৫ বছর। ১৯৮৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর ছিল ৩য় জাতীয় সংসদ। ১৯৮৭ সালে প্রথম ১৫ বছর মেয়াদ পার হওয়ার পর ৪র্থ সংসদে নারীর জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিলনা। ১৯৯০ সালে সংবিধানের ১০ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন নারী প্রগতিশীল সংগঠন নারীর এই সংরক্ষিত আসনের বিভিন্ন রকম সুপারিশ ও দাবী আন্দোলন করলেও অবশেষে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমানে মোট ৩৩০টি আসন সংখ্যার মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০টি করা হয়। যদিও বিভিন্ন সময়ে নারীদের স্বার্থ সংরক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

নারী সংগঠন নিম্নরূপ সুপারিশ বা দাবী নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছে (৯)।

Δ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে।

Δ সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়াতে হবে। ত্রিশটি আসনের পরিবর্তে প্রতি জেলা হিসেবে ৬৪ টি করতে হবে।

Δ সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন নয়, নির্বাচন হতে হবে সরাসরি।

Δ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষ উভয়েই ভোট দেবেন। তারা দু'টি ভোট দেবেন, একটি সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি সংরক্ষিত আসনের জন্য অথবা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধু মহিলারাই ভোট দেবেন। সে ক্ষেত্রেও মহিলারা দু'টি ভোট দেবেন- একটি সাধারন আসনে অন্যটি সংরক্ষিত আসনে। আর পুরুষরা সাধারন আসনের জন্য একটি ভোট দেবেন।

Δ সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন ও সাধারন আসনের সরাসরি নির্বাচন একই দিনে হবে।

Δ ভবিষ্যতে যাতে সংরক্ষিত আসন রাখতে না হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সাধারন আসনে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবি করতে হবে যেন তারা কমপক্ষে ১০ শতাংশ মনোনয়ন দেন নারী। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো বাড়িয়ে শতকরা ৩০ ভাগ করতে হবে।

নারী পক্ষঃ-সংসদে নারী আসনের স্বরুপ সম্পর্কে নারী পক্ষের প্রস্তাবঃ

Δ বর্তমানে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ত্রিশটির স্থলে বাড়িয়ে চাঁষট্টি করতে হবে।

Δ নির্বাচন পরোক্ষ না হয়ে প্রত্যক্ষ ভোটে হতে হবে।

Δ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে বাধ্য থাকবে। এ জন্য কোটা নির্ধারণ করতে হবে।

Δ বিভিন্ন দলের নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ফলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

Δ দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় একই সঙ্গে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের সময় একই জেলার সব কেন্দ্রেই মহিলাদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে॥

Δ সব ভোট কেন্দ্রে একই সঙ্গে দুটি ব্যালট বাক্স থাকবে ভোটাররা একই সঙ্গে দুটি ভোট প্রদান করবেন।

উইমেন ফর উমেন-এর প্রস্তাব:

Δ বর্তমানে পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন বাড়িয়ে এর সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে।

Δ নির্বাচন পরোক্ষ ভোটে না হয়ে প্রত্যক্ষ ভোটেই হতে হবে। এতে করে বিভিন্ন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকবে এবং যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

Δ মহিলা ভোটারদের জন্য একই সঙ্গে দুটি ব্যালট বাক্স থাকবে এবং মহিলা ভোটাররা একই সঙ্গে দুটি ভোট প্রয়োগ করবেন। এতে রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এই রাজনৈকি ক্ষমতায়ন নারীকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে তার অবস্থান উন্নত করার প্রয়াসী হবে।

Δ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মনোনয়নে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন তাগিদ অনুভব করেনা। মহিলাদের যোগ্যাতার অভাব জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি অজুহাতে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়না। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং মহিলা প্রার্থীর মনোনয়ন বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে।

মহিলা পরিষদের প্রস্তাব:

Δ সমাজের বর্তমান বাস্তাবায়ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের যে পশ্চাতপদতা রয়েছে তা কাটিয়ে উঠার জন্য সংসদে আরও একটি টার্ম সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যদিও মহিলা পরিষদ চায় মহিলারা কেবল সরাসরি ভোটেই নির্বাচিত হয়ে আসুক।

Δ আসন সংখ্যা ৬৪টি করা প্রয়োজন। ভোটে সরাসরি হলে ভাল হয়। দুভাবে ভোট হতে পারে। ভোটাররা একটি ভোট দেবেন সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি দেবেন সংরক্ষিত আসনের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

Δ এছাড়া অন্যভাবে হলে কিছু কিছু এলাকা নির্ধারন করে দেওয়া যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কেবল মহিলা প্রার্থী দেবে। যেটি পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে হচ্ছে। এর ফলে মহিলাদের সঙ্গে মহিলাদেরই প্রতিযোগিতা হবে। এত অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং রাজনৈতিক আশঙ্কাও হ্রাস পাবে।

নারী নেত্রী ও গবেষক ফরিদা আখতার ও মেরিনা চৌধুরী তাদের এক প্রবন্ধে ২০০১ সালের পরবর্তী সংসদে নারীদের অবস্থান ও অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন।

সংরক্ষিত আসনের বদলে সাধারন আসনে সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় মহিলাদের মনোনয়ন দিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আইগতভাবে বাধ্য করা।

সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বহাল রেখে সেখানে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের শুধু নারীদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

সংরক্ষিত আসন বহাল রেখে আসন সংখ্যা ৬৪টিতে উন্নতি করা।

৩.৮ জাতীয় সংসদে নারী সংরক্ষিত আসন, নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিকতা:

১৯৫৬ সনে প্রণীত সংবিধানে তৎকালীন ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীতে প্রত্যেক প্রদেশের পাঁচ জন মহিলা সদস্যার জন্য পাঁচটি করে আসন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর সংবিধান বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করার কারণে দেশে উক্ত সংবিধানের অধীনে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নাই।

দেশকে পুনরায় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ফিরিয়া আনার জন্য তৎকালীন পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান ১৯৬২ সনের ১লা মার্চ নতুন সংবিধান জারি করেন। এই সংবিধানে তিনজন করে মহিলা নির্বাচনের জন্য মোট ছয়টি আসন তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন সভায় (ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী) সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৬২ সনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে (১) বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ (২) বেগম রোকেয়া আনোয়ার এবং (৩) বেগম সিরাজুন নেসা উক্ত ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর সংরক্ষিত আসনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাধারণ আসন হতে নির্বাচিত এম. এন. এ দের ভোটে নির্বাচিত হন।

১৯৬৫ সনের ২৩শে মার্চ দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট আইউব ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৯৬২ সনে প্রদত্ত সংবিধান বাতিল করে দেন। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের লক্ষ্যে

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল ইয়াহিয়া দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭০ সনে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার জারি করেন। এই অর্ডারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীতে সাত জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য সাতটি আসন সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯৭০ সনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃতি জানালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলনের সৃষ্ট্রি হয়। ফলশ্রুতিতে উক্ত সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সনে প্রণীত সংবিধানে উহা কার্যকরী হওয়ার দিন হতে জাতীয় সংসদে দশ বৎসরের জন্য পনেরটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে এও উল্লেখ থাকে যে সংরক্ষিত আসনে সংশ্লিষ্ট সংবিধানের বিধান মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। সংবিধানের এই বিধান মোতাবেক ১৯৭৩ সনে গঠিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে পনের জন মহিলা সদস্য সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন।

জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে সংসদে ৩০টি আসন সংরক্ষিত আছে। উক্ত ৩০ টি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন গণ-প্রতিনিধিত্ব (নারী সদস্যদের জন্য আসন) আদেশ, ১৯৭৩ এর অধীনে, প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে সমগ্র দেশকে প্রশাসনিক সুবিধা, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং যতদূর সম্ভব জনসংখ্যা বিবেচনায় রেখে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৩০ টি নির্বাচনী অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এই ৩০ টি অঞ্চলের প্রত্যেকটি হইতে জাতীয় সংসদে একজন করিয়া মহিলা সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতি আর সাধারণ আসনের নির্বাচন এক রকম নয় বরং সম্পূর্ন আলাদা। সাধারণ আসন হইতে জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচিত হয় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সরাসরি ভোটে। কিন্তু সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয় সাধারণ আসনসমূহ হতে নির্বাচিত তিনশত সদস্যের ভোটে। সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত তিনশত সদস্যের মধ্যে সংরক্ষিত আসনসমূহে নির্বাচনের সময় বর্তমানে প্রত্যেকে ৩০টি ভোটে প্রদান করতে পারেন। অন্য কথায় প্রত্যেক আসনে মনোনীত প্রার্থীদের যে কোন একজনকে নির্বাচনের জন্য সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত একজন প্রার্থী একটি ভোট প্রদান করেন। যেহেতু সংবিধান মোতাবেক সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত তিনশত

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য সংরক্ষিত আসনসমূহে সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মন্ডলী সেহেতু সকল অবস্থাতেই সাধারণ আসন হতে নির্বাচিত প্রার্থীদের শপথ গ্রহণের পরই সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নারীদের দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে জাতীয় সংসদের নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিকল্পে প্রেসিডেন্ট জিয়া ২ নম্বর ফরমানের অধীনে ৪ নম্বর আদেশ জারি করিয়া সংরক্ষিত আসন সংখ্যা পনের হইতে ত্রিশ এ উন্নীত করেন। ১৯৭৯ সনে গঠিত দ্বিতীয় সংসদে উক্ত ব্যবস্থা মোতাবেক ত্রিশ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সনে গঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদেও সংরক্ষিত আসন হইতে ত্রিশ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু যে মেয়াদের জন্য জাতীয় সংসদে নারীদের আসন সংরক্ষিত হইয়াছিল তাহা ১৯৮৭ সনের ১৬ই ডিসেম্বর উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার কারণে, ১৯৮৮ সনের ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিত অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনের পর গঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না।

১৯৯০ সনে সংবিধান দশম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করিয়া পুনরায় দশ বৎসর মেয়াদকালের জন্য জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ত্রিশটি আসন সংরক্ষণ করা হয়। ফলে পঞ্চম জাতীয় সংসদেও সংরক্ষিত আসন হইতে ত্রিশ জন মহিলা সদস্য সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ২০০০ সালে উক্ত মেয়াদ শেষ হলে সংসদে নারী আসন শূন্য হয়ে পড়ে এবং নানা প্রকার রাজনৈতিক টানাপোড়েন এর মধ্যে দিয়ে। সম্পতি পুনরায় নারীদের সংরক্ষিত আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ৩০ এর স্থলে ৪৫। কিন্ত সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৩০০ এর স্থলে ৩৪৫। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেছেন। তার মধ্যে প্রধান প্রাতিপাদ্য বিষয় হলো কেবলমাত্র আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোন উন্নতি হয়নি(১০)।। তারা যেরূপ পুতুল সদস্য ছিল অনেকাংশে সেরূপই রয়ে গেছে ।

এখানে সংক্ষেপে সংরক্ষিত নারী আসনের সমালোচনা করার চেষ্টা করা হয়। প্রথমত, সংরক্ষিত আসনে যাহারা নির্বাচিত হন তাঁরা যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করেন সেই এলাকার ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না। কাজেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে তাঁহারা এলাকার ভোটারদের নিকট জবাবদিহিতা করিতে বাধ্য নন বা জনগনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়না। দ্বিতীয়ত,

Dhaka University Institutional Repository

তাঁহারা যে এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন সেই এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করার এফচেটিয়া অধিকার তাঁহাদের নাই। কারণ তাঁহাদের নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত একাধিক সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং এহেন ব্যবস্থা শুধুমাত্র দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাই নয়, মর্যাদার দিক হইতেও মহিলাদের জন্য খুব একটা সম্মানজনক ব্যবস্থা বলে মনে হয়না। কারণ তাঁরা তাঁহাদের এলাকার সাধারণ ভোটারদের প্রতিনিধি নন। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিধিবিধানে এটি একটি প্রহসন মাত্র।

মহিলা পরিষদ সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৪৫০-এ উন্নীত করে ১৫০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব করেছে। এই ১৫০টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করেছে মহিলা পরিষদ। বেইজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ৬৪টি জেলা থেকে ৬৪টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ এবং এগুলোতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনাও সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৬৪ এবং এগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। তাঁদের মতে, সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষ উভয়ে ভোট দেবেন। প্রত্যেকের দুইটি থাকবে। একটি সাধারণ আসনের অন্যটি সংরক্ষিত আসনের জন্য। উইমেন ফর উইমেন আসন সংখ্যা ৬০ করতে আগ্রহী। তাঁদের মতে, এসব আসনে কেবল নারী ভোটাররা ভোট দেবেন। নারীরা দুইটি ভোট প্রয়োগ করবেন। অন্যদিকে নারীপক্ষ এর মতে, ৬৪টি হবে সংরক্ষিত আসন এবং এগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয়ে ভোট দেবেন। এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তিও এ সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ও অভিমত প্রকাশ করেছেন। ড. আনিসুজ্জামান মোট আসন সংখ্যা ৩০০ রেখে এর ১০০ টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষনের প্রস্তাব করেন। তিনি এসব আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে। এডভোকেট সিগমা হুদা আসন ৪৫০ করে ১৫০ টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে আগ্রহী। তিনিও সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে, তবে তাঁর মতে প্রত্যেক নাগরিক দুইটি ভোট দেবেন। একটি সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে। যেমনটি হয়েছিলো ৫৪ সালের নির্বাচনে। অনেকে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষপাতী। তাঁদের যুক্তি হলো-প্রথমত, বর্তমানে একটি সাধারণ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ২,৫০,০০০ (দেশে মোট ভোট সংখ্যা ৭,৫০,০০০)। একটি সংরক্ষিত আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা দাড়াবে প্রায় ১২ লাখ (যদি মোট সংরক্ষিত আসন ৬৪ টি হয়।) এই সংখ্যা একেকটি সাধারণ আসনের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

একজন ব্যক্তির পক্ষে বিশাল এলাকায় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া, নির্বাচন করা এবং তারপর প্রতিনিধিত্ব করা অসম্ভব ব্যাপার হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ নির্বাচন নারী সমাজের জন্য সহায়ক হবে না বরং তা তাঁদেরকে একটি প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করাবে। তৃতীয়ত, নারীরা এখনও সমাজে, নির্বাচনী এলাকায় এবং দলে এমন সুসংহত অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়নি। চতুর্থত, বর্তমানে দেশের নির্বাচনী রাজনীতি এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, কারো পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থ ও পেশীশক্তি (muscle) নিয়োগ না করলে বিজয় অর্জন করা যায় না। নারীদের পক্ষে এসব উপাদান যোগাড় ও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নারীরা নীতিগতভাবে অর্থ ও পেশীশক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলে তাঁরা নির্বাচনী রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারেনা (১১)।

সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো সত্বেও অনেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই সমর্থন করেন। তাঁদের মতে- (ক) যদি নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য না হন তাহলে তাঁদের পক্ষে এমপি-র ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। পরোক্ষ নির্বাচন নারীদের জন্য অমর্যাদাকর এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক সমতুল্য। এর ফলে তাঁরা তাঁদের দলের পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তাঁদের সমান মর্যাদা পান না। (খ) পরোক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনগুলো যে দল সংসদে বেশি সংখ্যক আসন পায় সেদলই দখল করে। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষে সরকার গঠন করা কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সুতরাং চূড়ান্ত অর্থে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নারী সমাজকে সহায়তা না করে কার্যত একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে তার অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করে। (গ) পরোক্ষভাবে নির্বাচিত এমপি তাঁর নির্বাচনী এলাকার প্রতি কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা বোধ করেন না। তাঁর আনুগত্য থাকে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি। এতে তার দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়না। যেহেতু দলের শীর্ষ নেতাদের পছন্দে একজন এমপি নির্বাচিত হন। ফলে সাধারণভাবে দলের প্রতিও তাঁরা তেমন দায়বদ্ধতা বোধ করেন না। (ঘ) নারীরা প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় খারাপ করবেন এ ধারণা ঠিক নয়। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেখা গেছে নারী প্রার্থীরা বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। এই নির্বাচনে অন্তত ২০ জন নারী চেয়ারম্যান পদে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয় লাভ করেন। বরং এর ফলে সংসদ সদস্য হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মর্যাদা, প্রভাব ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবে বলে এই ব্যবস্থাই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। (ঙ) পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় সদস্য হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থক নারীদের মধ্যে অনভিপ্রেত এক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার বদলে ব্যক্তিগত সম্পর্কে, তোষামোদীর মাধ্যমে প্রার্থীরা নির্বাচিত হওয়ার তদবিরে লিপ্ত হন। ফলে খোদ পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কেই একটি তীব্র নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। (চ) Equal Opportunities Commission-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোনো দেশের জাতীয় পার্লামেন্টে যদি নারীর সংখ্যা ৩০ শতাংশের কাছাকাছি থাকে তাহলে তাঁদের পক্ষে নারীর অনুকূল সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। বাংলাদেশের সংসদে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ছাড়া নারীর পক্ষে ৩০ শতাংশ আসন লাভ সম্ভব নয়। আর এই ৩০ শতাংশ সদস্য কার্যকর ভূমিকা পার্লামেন্টে কেবল তখনই পালন করতে পারবেন যদি তাঁরা সরাসরি নির্বাচিত হন। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী-অনুকূল জাতীয় নীতি নির্ধারণের পরিবেশ তৈরির জন্য সংসদে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং সংরক্ষিত আসনগুলোতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০০১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর জাতিসংঘ উন্নয়নকর্মসূচীর (UNDP) এর অর্থায়নে "Strengthening Parliamentary Democracy'Project" শীরোনামে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের উন্নয়ন কল্পে একটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে (১২)। বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা, প্রকাশনা, গনতন্ত্রের চর্চা, জাতীয় সংসদের সুরক্ষা জাতীয় সংসদের স্বনির্ভরতা সংসদদের প্রশিক্ষণসহ সংসদে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি ও ফলপ্রসু করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য থাকলেও বর্তমানে অজ্ঞাত কারনে এর কার্যক্রম অব্যাহত নেই।

৩.৯ স্থানীয় সরকার আইন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়ন:

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন পর্যায় হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিত্ব নারীর ক্ষমতায়নের একটি বিস্তৃত পরিসর। ঔপনিবেশিক শাসনামলে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয়দের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততা শুরু হলেও এ ব্যবস্থার ফলে নারীদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ আরও অনেক বিলম্বে সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দানের অধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সার্বজনিন ভোটদান পদ্ধতি চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোটদানে সমর্থ হন। এর পর বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বৃটিশ অনুসৃত স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৫৭ সালে আইন সভায় স্থানীয় শায়ত্ব শাসন সম্পর্কে একটি আইন পাস করে ইউনিয়ন বোর্ডের গঠন প্রকৃতি ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার সাধন করা হয়। নতুন আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ডের একজন প্রেসিডেন্ট, দুইজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও নয়জন সদস্য নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হয়। প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি পরিবর্তন করে গোপন ব্যালটে ভোট প্রদান চালু প্রথা চালু করা হয় এবং নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩০ বছরে সাতটি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩,১৯৭৭,১৯৮৩,১৯৮৮,১৯৯২,১৯৯৭ এবং ২০০৩ সালে। গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও স্থানীয় প্রশাসনে নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে প্রথম সরকারী অধ্যাদেশের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের দুইজন নারী সদস্য মনোনয়ন করার বিধান করা হয়। তার পূর্বে সাধারণ সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যতিক্রমি ঘটনা। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তিত অধ্যাদেশ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদে মনোনিত নারী সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে তিনজন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পুনরায় পরিবর্তন করা হয়। এবার ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন সাধারণ সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করার নিয়ম করা হয়। নারীদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসন বহাল থাকে, কিন্তু মনোনয়োনের পরিবর্তে তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পরিবর্তিত নতুন আইনে নারীদের তিনটি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নে নয়টি ওয়ার্ডে নয়জন সাধারণ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং নয়টি ওয়ার্ডকে তিনটিভাগে ভাগ করে একটি সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে সারা দেশে ৪২৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ মেয়াদে প্রথমবারের মতো সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয়েছে। সংরক্ষিত আসনে ৪৪১৩৪ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। ১২৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে ৪২৭১ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে নারী ছিলেন ১০২ জন এবং তার মধ্যে জয়ি হয়েছেন ২০ জন। সাধারণ সদস্য পদে নারীপ্রার্থী ছিলেন ৪৫৬ জন এবং জয়ি হয়েছেন ১১০ জন। আর ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোট সাধারণ মেম্বার পদে ৬১৭ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিজয়ী হন ৮৫ জন। চেয়ারম্যান পদে নারী প্রতিদ্বন্দ্বির সংখ্যা ২৩২ জন এবং ২২ জন বিজয়ী হন। সাধারণ আসনের সদস্য পদে নারী প্রতিদন্দী প্রার্থীর শতকরা হার .৪৫% (মোট প্রার্থী ১৩৭৯০৯ জন) এবং সাধারণ আসনে সদস্য পদে নারী বিজয়ী সদস্যের শতকরা হার ২২ ভাগ। সংরক্ষিত নারী মেম্বার পদে প্রতিদন্দি ৩৯৪১৪ জন এবং মোট বিজয়ী হন ১২৬৮৪ জন।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা থেকেই সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে নারীদের প্রার্থী হওয়ার ব্যপারে আগ্রহী করে তোলা হয়েছিল। নারীরাও নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে হারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। এর পেছনে যে সব সমস্যাও প্রতিকূলতা রয়েছে তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। তাছাড়া যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছেন না পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে। ইতিপূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে পরিষদের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ফলে জনগনের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। এমনকি ইউনিয়ন পরিষদে তাদের কার্যক্রমের প্রকৃতি সর্ম্পর্কেও ধারণা বা দিকনির্দেশনা ছিল না। চেয়ারম্যান এবং পুরুষ সদস্যদের ইচ্ছার উপর তাদের কার্যক্রম নির্ভর করতো। জনগনেরও কোন প্রত্যাশা তাদের কাছে ছিল না। কিন্তু বর্তমানে জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার ফলে তাদের প্রতি জনগনের প্রত্যাশা যেমন বেশী, তেমনি পরিষদের পূর্বের মনোনীত বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সদস্যদের তুলনায় তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়ন আলোচনায় জেন্ডার বিষয়টি এসেছে বেশ জোরালোভাবেই। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিৎ করার জন্য আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। সচেতন মানুষ মাত্রই এখন জেন্ডার, স্থানীয় সরকার ও উন্নয়নের মধ্যেকার সর্ম্পর্ককে ও এবং এর ভূমিকাকে স্বীকার করছেন। প্রকৃতপক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনের জন্য শুধুমাত্র সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বই নয়, সকল নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এবং সমাজের সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠিসহ সকল সাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। একথা সত্য যে, সমাজ পরিবর্তনে প্রয়োজন সাংবিধানিক সংস্কার এবং আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কিন্তু শুধুমাত্র এদুটি বিষয়ই লক্ষ অর্জনের জন্য যথেষ্ঠ নয় । অর্থপূর্ণ ক্ষমতায়ণের জন্য এ দুটি বিষয়কে শক্তিশালী ও দৃঢ় করতে প্রয়োজন বুদ্ধিদিপ্ত প্রচেষ্ঠা। কিন্তু প্রশ্ন হলো সাংবিধানিক সংশোধনির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, নাকি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো - যেটি গৃহ অভ্যন্তর থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান, সে কর্তৃত্বের প্রাধান্য চলতে থাকবে? বাংলাদেশের সচেতন মানুষের কাছে আজ একটা গ্রহণযোগ্য সত্য হলো- কার্যকরিভাবে শক্তিশালী স্থাণীয় সরকার ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত গুলোর মধ্যে একটি। সাধারণভাবে স্বীকার্য যে, গণতন্ত্রই একমাত্র পথ যার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকারের কাঠামো স্থাপনকরা যেতে পারে। একটি সুষ্ঠু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের স্বার্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী অনুশীলন করতে পারে। এর পাশাপাশি উন্নয়ণ প্রচেষ্ঠা কার্যকর করার জন্য স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আবার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য দরকার সুশাসন, যেখানে স্বচ্ছ জবাবদিহিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু এবং ব্যবহারিক ও প্রায়গিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা গঠন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিৎ করার জন্য দরকার জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে শক্তিশালী এবং জবাবদিহিমূলক স্থাণীয় সরকার ব্যবস্থা।

১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব। এখানে বলা হয়েছিল, যে কোন প্রকারের প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনায় সমাজের সমগ্র বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার থাকা উচিৎ। সুশাসন অর্থই হলো নারী পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপদ্ধতি। নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব গনতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এটা যুক্তিসঙ্গত যে, সুষ্ঠু রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে জেন্ডার ভারসাম্যের বিষয়টি সবার আগে বিবেচনা করা প্রয়োজন। নারীর অন্তঃদৃষ্টি, শাসনপদ্ধতি, সমগ্র নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করতে পারে। বৃহত্তর স্বার্থেই তাদের দক্ষতা ও মেধার সহযোগিতা দরকার। এখানে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপুর্ণ স্থানীয় পর্যায়ের

Dhaka University Institutional Repository

নারীরা সম্প্রদায়গত বা স্থানীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে থাকে।

গনতন্ত্র এবং ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য মানব জীবনের সফলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়াজন। সংরক্ষিত আসন বা কোটা পদ্ধতি নারীদেরকে সীমিত পরিমানে ক্ষমতা প্রদানে সহায়তা করেছে এবং স্থানীয় জনগনের অংশ বা প্রতিনিধি হিসেবে উৎসাহিত করেছে বটে কিন্তু রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের বিষয়ে তেমন অগ্রগতি সাধন করেনি। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের ও উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত করতে সহায়ক হবে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে জেন্ডার সঙক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলনের ফলই হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য দূরিকরনের বিভিন্ন পদক্ষেপ। মূলত এইসব আন্দেলনের জন্যেই জেন্ডার বিষয়টি বৃহৎ পরিসরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্ত র্ভুক্ত করা হয়।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়- ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদে নারীর এই অংশগ্রহণে বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার কথা আজ আর কারো অজানা নয় । তৃণমূল পর্যায়ে দুই লক্ষ দশ হাজার তিনশত চৌত্রিশজন (২,১০,৩৩৪) প্রার্থীর মধ্যে চার হাজার পাচশত নারী নির্বাচনে শুধু অংশগ্রহণই করেননি, তাদের মধ্যে তের হাজার প্রার্থী নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে জয়লাভও করেছেন। গ্রামীন নারীদের জন্য এই নির্বাচন ছিল একটি মাইল ফলক।

যাহোক, নির্বাচনে জয়লাভের কিছুদিন পরেই নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের বিরোদ্ধে তাদের একপেশে করে রাখার এবং অবজ্ঞা করার একটি অভিযোগ উথ্যাপন করেন। নারী সদস্যদের প্রতি তাদের পুরুষ সহকর্মিদের এই ব্যবহাবের কারণ হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। জেন্ডারের দ্বন্দ প্রাতিষ্ঠানিক ও আচরণগত উভয়ই। একজন নির্বাচিত নারী সদস্যের দায়িত্বের পরিধি তিনটি ওয়ার্ডের, যেখানে একজন নির্বাচিত পুরুষ সদস্যের পরিধি মাত্র একটি। তার পরেও নারীরা দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কারণ ইউনিয়ন পরিষদের নীতিমালায় তাদের কোন দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয় নাই। উপরন্ত পুরুষ চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কোথাও কোথাও অভিযোগ করেছেন যে, নারীরা পাবলিক কাজের জন্য যেহেতু উপযোগী নয়, তাই তাদের রাজনীতিতে আসা উচিৎ নয়। ইচ্ছা থাকা সত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

জনগনের জন্য নারীরা উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। কাঠামোগতভাবে যেহেতু পরিষদে নারী সদস্যরা সংখ্যালঘিষ্ট, তাই এই কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার সুযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর অধঃস্তন অবস্থা বজায় রাখার জন্য চেয়রম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী সস্যদেরকে পরিষদের কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে বাধা দানের চেষ্টা করেন। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব তাদের মধ্যে প্রচন্ডরকম প্রতিক্রিয়া করে থাকে, যার ফলে নারী সদস্যদের তারা সহকর্মী মনে করা এবং সহযোগিতা করা প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু বর্তমানে যে সব নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসছেন তারা তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তারা তাদের পুরুষ সহকর্মিদের কাছে সমমর্যাদার পাশাপাশি ক্ষমতা চর্চার সুযোগ দাবী করেন। তাদের ক্রমাগত এসব দাবী পরিষদে একসময়ের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী পুরুষদের জন্য চিন্তার কারন হয়ে দাড়িয়েছে যার ফলে তারা অধকাংশই চাইছেন না নারীরা ক্ষমতার অধিকারী হোক। এ মানসিকতার কারনে পুরুষরা নারীদের সহযোগিতা করার বদলে বরং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে থাকেন। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ অনেকসময় নারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে পর্যন্ত সাহায্য করেতে চান না। ফলে একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও নির্বাচিত নারী সদস্যরা সক্রিয় ভুমিকা রাখতে পারছেন না। একদিকে সংখ্যাগষ্টিতা, অন্যদিকে প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়ে আসার কারনে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অভাবে এবং সমাজে অধস্থন অবস্থান ইত্যাদি কারণে পুরুষ সহকর্মিদের সিদ্ধান্ত ও কাজের ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করলেও তাদের মতামত গুরুত্ব পায় না। ইউনিয়ন পরিষদের ম্যানুয়ালে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ থাকলেও নারী সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা উল্লেখ না থাকার কারণে নারী সদস্যরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারছেন না। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, চেয়ারম্যান এবং পুরুষ সদস্যরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং সমর্থক। নারী সদস্যদের রাজনৈতিক সম্পৃক্তা পুরুষ সদস্যদের তুলনায় কম। এ কারণেও নারী সদস্যগণ উন্নয়নমূলক কাজ থেকে পিছিয়ে থাকে । ফলে পরিষদের কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ছে এবং কোথাও কোথাও নারী সদস্যরা কাজের আগ্রহ হারাচ্ছেন। আর এজন্য দায়ী করা হয়েছে তাদের জেন্ডার ভিত্তিক শ্রমবিভাজনকে। যেমন ঘর সংসারের দায়িত্ব পালন। তারা আরও মনে করেন যে, গৃহভিত্তিক কাজের চাপেই নারীরা নিয়মিত সভাগুলোতে উপস্থিত হতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকাতে নারীদের ভূমিকাকে গৌণ এবং তাদের জেন্ডার স্ট্যারিওটাইপ ভুমিকাকে শক্তিশালী হিসেবে দেখানো হয়েছে। যা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

লক্ষ্য করা গেছে যে, নির্বাচনের প্রচার কাজ থেকে শুরু করে নির্বাচন পরবর্তী দায়িত্ব পালনকালে নারীরা নানা সমস্যার সন্মুখিন হন। যার বেশীর ভাগই তাদের জেন্ডার আইডেনটিটির সাথে জড়িত । যেহেতু নারীদের সম্পদ সব সময় সীমিত তাই নির্বাচনের আনুসাঙ্গিক ব্যয় মেটাতে তারা অনেকেই সমস্যায় পড়েন। পারিবারিক বাধা, ধর্মীয় বাধা, নিরাপত্তা ও সাহায্যের সমস্যার সম্মুক্ষিন হয়েছেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকালীন সময়ে। উপযুক্ত পরিবেশ, পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা, বিভিন্ন নেতীবাচক মন্তব্য,সভার নোটিশ না পাওয়া, কমিটিতে নাম থাকা সত্বেও কাজে ডাক না পাওয়া,সভায় মতামত প্রকাশের বাধা পাওয়া, উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নারী সদস্যরা হতাসাগ্রস্থ হয়ে পড়েন।এটাও দেখা গেছে যে,উন্নয়নমূলককর্মকান্ডে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ পুরুষ সদস্যদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হয়ে থাকেঅর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন, দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত কাজে পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণ নারী সদস্যদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন। একইভাবে মেরামত কাজ যেমন- রাস্তা নির্মাণ, সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থসেবা, পানীয় জল ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত । যাহোক, সমাজ কল্যাণমূলক কাজ যেমন ভিজিডি কর্মসূচী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভাতা প্রদান ইত্যাদি কাজে নারী সদস্যরা অধিক অংশগ্রহণ করে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নারীদেরকে যে সব কাজে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হয় সে ক্ষেত্রগুলোতে অর্থ বরাদ্ধের পরিমান খুবই কম। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ জেন্ডার সমতার একটি প্রতীকী রূপ মাত্র। এই বাস্তবতা নারীর প্রতি সমাজের অসম দৃষ্টিভংগি ও অসম মর্যাদারই প্রতিফলন । কেউ কেউ হয়তো মনে করেন যে, ১৯৯৮ সালের পর সরকারী বিভিন্ন সার্কোলারের ম,াধ্যমে নারীদের ভুমিকাকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন তারা কয়টি কমিটিতে সভাপতিত্ব করবেন ইত্যাদি।বাস্তবে দেখা যায় এসব সার্কোলার সম্পর্কে ২০০২ সালের নির্বাচনের পরবর্তী সময়ও অনেকেরই ধারনা নেই।

একটি নির্বাচনের পর আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা কি পরবর্তী নির্বাচনে নারীদের ভূমিকা সুষ্ঠু ও সুস্পস্ট করতে সহায়তা করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা ইতিবাচক

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে। যে দেশে বহু অঞ্চলে নারীরা ভোট দেয়ার অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিল সেখানে নারীরা নিজে নির্বাচন করছেন, হাটছেন মাইলের পর মাইল, পুরুষেরা শ্লোগান দিয়েছেন "আমার বোন, তোমার বোন .." সে দেশে স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব একটি বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। উন্নত দেশে যেখানে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শহর থেকে গ্রামে প্রসারিত হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে হয়েছে উল্টোটা। অর্থাৎ তৃনমূল নারীরা হয়েছেন রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহনের মূল প্রেরণা। এখন আমরা সরাসরি সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসার দাবী করতে পারছি তৃণমূল নারীদের দৃষ্টান্ত থেকেই। এখন শুধু প্রয়োজন নারীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাগুলোর বদলে ফেলা। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়। কিন্তু এ প্রশিক্ষন শুধু নারী সদস্যদের জন্যই নয়, পুরুষ সদস্যদের জন্যও প্রয়োজন। জেন্ডার বিষয়ে শুধুমাত্র নারীদের প্রশিক্ষণ দিলে বিষয়টি চিরদিন নারীদের ব্যাপার হিসেবেই পুরুষের কাছে গণ্য হবে। তাতে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সচেতন পুরুষই পারবে নারীকে তার সহকর্মী ভাবতে এবং রাজনীতিতে নারীকে তার সহযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করতে। পুরুষের ভাবতে হবে যে কোন বিষয় নারীদের বিষয়, শুধু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

নারীদেরকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আরও শক্তিশালী করতে হলে তাদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। নারীবাদিদের যুক্তি হচ্ছে, রাজনীতিতে নারীদের অধিক অংশগ্রহণের অর্থ হচ্ছে নির্বাচনে সহিংসতার পরিমান ও দেশে দুর্নীতিপরায়নতার পরিমান হ্রাস পাওয়া। বিগত ২০০২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের খতিয়ান নিলে দেখা যাবে এই নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সহিংসতা, যা ১৯৯৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত। কিন্তু নারী সদস্য বা নারী চেয়ারম্যান সহিংস ঘটনায় জড়িত - এই পরিসংখ্যান নেই বললেই চলে।

এ বিষয়ে সবশেষে বলা যায়, স্থানীয় সরকারে নারীর কার্যকরি অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করতে হলে প্রয়োজন নারীকে পুরুষ প্রতিনিধি থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে না দেখে বরং মানুষ ও তাদের সহকর্মী হিসেবে বিবেচনা করা। বর্তমানে স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই । সুতরাং অংশগ্রহণকে ক্ষমতা পরিমাপের মাত্রা হিসেবে না দেখে ঐ বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যে গুলো নারীর অংশগ্রহণ কে কার্যকরি তথা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। সমাজ থেকে জেন্ডার বৈষম্যের সাথে জড়িত বিষয়গুলো যাতে দূরিভূত হয় তার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সমাজের সব মানুষ, সরকারী, বেসরকারী সংস্থা-এর মিলিত প্রয়াস একান্ত জরুরী। এ প্রচেষ্টাগুলো সার্থক করার জন্য প্রচার মাধ্যমের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবসথার কাঠামো হচ্ছে গ্রাম সরকার পদ্ধতি কিন্তু এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি । ফলে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের অগ্রগতিকে ব্যহত করবে কিনা তা ভাবা প্রয়োজন। নানা প্রতিকূলতা ও সমস্যার সন্মুখিন হয়েও নারীরা যে জনগনের জন্য কিছু করতে চাইছেন এটাই আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে যে নারী নেতৃত্ব বিকাশলাভের ক্ষেত্রে উজ্জল সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে উম্মুচিত করতে হবে আমাদের সম্মিমিলিত প্রচেষ্টায়। এই জন্য জেন্ডার বৈষম্য দূর করা একান্ত প্রয়োজন। তবেই স্থানীয় শাসন তথা শাসন ব্যবস্থার কাঠামোতে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বে বিকাশ ঘটবে(১৩-১৪)

নিম্নের সারনীদুটি'র মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশ গ্রহনের প্রকৃতি দেখানো হলো ঃ

সারনীঃ ৩.১৫– অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশ গ্রহণঃ

স্থানীয় সরকার পরিষদ	মনোনীত সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদ	৪,৪৫০× ৩ = ১৩,৩৫০
জেলা পরিষদ	৬৪ × ৩ = ১৯২
পৌরসভা	১০৮ × ৩ = ৩২৪
সিটি কর্পোরেশন (৪টি)	১৪ + ৭ =৫ = ৫৩ = ৭৯

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন অফিস, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

সারনী ৩.১৬ ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে নারী সদস্যদের অংশ গ্রহণঃ

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়নের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান
১৯৭৩	৪৩৫২	-	১
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪৪০০	-	৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯২	৪৪৫০	১১৬	১৯ (২% প্রায়)
১৯৯৭	৮২৭৬	১০২	২০

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন অফিস এবং ইউএনডিপি রিপোর্ট অন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, এমপাওয়ামেন্ট অব উইমেন, ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০- বিশ্ব আইন সভা বা পার্লামেন্টে নারীর অবস্থান:

অষ্টাদশ শতাব্দীর দুটি বিপ্লব হল গণতন্ত্র আর স্বাধীনতা। নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফরাসি দেশ। দুটি বিপ্লবেরই ভিত্তি হল ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। তবুও এই ব্যক্তি মানুষ থেকে নারীরা ছিলেন বাদ। আধুনিক বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ শুধু যেন পুরুষের জন্যই। স্বাভাবিক অধিকার নীতির প্রবক্তরা তাদের বক্তব্যকে দাঁড় করিয়েছিলেন যুক্তির উপর ভিত্তি করে। আর যা যুক্তির বাইরে তাকেই বর্জন করা হয়েছিল অযৌক্তিক অবিধায়।

নারীদের আখ্যা দেওয়া হয়েছিল আবেগ প্রবণ, উত্তেজনা প্রবণ, বিচারবুদ্ধিহীন হিসেবে। অধিকার দেবার বেলায়ও এই যুক্তি সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। এই সময় মেরী ওলষ্টোনকাকট (১৭৫৯-৯৭) তার বিখ্যাত ভিন্ডিকেসান অব দি রাইটস অব উইম্যান (১৯৭২) গ্রন্থে নারীদের জন্য শিক্ষা এবং স্বাধীনতায় সমানাধিকারের দাবি তুলেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বললেন উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের আত্মমর্যাদা বোধ এবং সম্ভ্রম দেখা দেবে।

ঐ সময় থেকেই নারীদের জন্য প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি সম্পর্কে অনেক বিরোধিতা দেখা গেছে। ১৮৯০ সালে নিউজিল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হল। বিশ্বে নারীদের ভোটাধিকার এটাই প্রথম। এরপর অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৪ সালে নরওয়েতে, ১৯১৩ সালে, ক্যানাডা এবং সোভিয়েত দেশে ১৯১৭ সালে নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হল, পোল্যান্ড ১৯১৮ সালে, জার্মানী নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৯ সালে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯২০ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়। ব্রিটেনে এই অধিকার দেওয়া হয় ১৯২৮ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই অধিকার আরও ত্বরান্বিত হতে থাকে। তারপর ফ্রান্স, গ্রীস এবং ইতালি এই অধিকার স্বীকার করে নেয়। সুইজারল্যান্ড এবং পর্তুগাল যথাক্রমে ১৯৭১ এবং ১৯৭৬ সালে নারীদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করে নেয় লাতিন আমেরিকায় প্রথম ইকুয়েডর ১৯২৯ সালে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার দেয়। এরপর ব্রাজিল এ ১৯৩২ সালে এবং কিউবায় ১৯৩৪ সালে এই অধিকার স্বীকৃত হয়। এশিয়ায় এবং আফ্রিকার

Dhaka University Institutional Repository

দেশগুলিতে স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত। অবশ্য নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও তাদের রাজনৈতিক লড়াই-এ অংশ নেওয়ার কিংবা কোন রাজনৈতিক পদ লাভের অধিকার বাস্তবায়িত হয়নি(১৫)।

১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধান এ বিষয়ে বিপ্লবের সূচনা করেছে বলা যেতে পারে। এই সময়ই নাগরিকত্বের, ভোটের, শিক্ষা সুযোগের, সম্পত্তির এবং উত্তরাধিকারে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। গুণার মিরডাল তার এশিয়ান ড্রামায় ছয় এর দশকে নারীরা যে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এখানেও সংসদে নারী সদসদ্যের মোট সংখ্যার ১০ শতাংশেরও কম ছিল। বর্তমানে ভারতের লোকসভায় নারী সদস্য ৪৯। অষ্টম লোকসভায় এই সংখ্যা ছিল ৪৩। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাদের সংখ্যা ৯ শতাংশ। ভারত এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলংকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে মোট ৩৫ জন নারী দেশের বা রাজ্যের প্রধান হয়েছেন। এর মধ্যে ৬ জন নারী হয়েছেন রাষ্ট্র প্রধান, না হলে প্রধানমন্ত্রী। প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরনায়েক।

প্রকৃতপক্ষে স্ক্যানডিনিভীয় দেশগুলি বাদে অন্য কোনও দেশে নারীরা পুরুষদের সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা, সুযোগ এবং প্রভাব ভোগ করেন না। জাতীয় আইন সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব এবং নীতি নির্ধারণ অধিকায় পুরুষের সমান নয়। স্ক্যানডিনভীয় দেশগুলিতে জনজীবনের সর্বত্র নারীদের প্রতিনিধিত্ব ৪০ শতাংশ। দীর্ঘদিন থেকে এই দেশগুলিতে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনীতির ক্ষেত্রে ১৫.৭ শতাংশ এবং চেকোশ্লোভিয়ায় ২৫.৯ শতাংশ নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। চীনে এবং কিউবায় এই হার যথাক্রমে ২১.৩ এবং ২০ শতাংশ। এখানে রাজনৈতিক জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম- অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই নেই বললেই চলে। এছাড়াও অন্য চিত্রও রয়েছে। সিরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া ইসলামী রাষ্ট্র হলেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব ১০ থেকে ১২ শতাংশ। নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৭ শতাংশ। এই অবস্থার প্রতিকারে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এবং প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। ক্লিনটনের প্রথম দফায় ক্যাবিনেটে সেক্রেটারী অব ষ্টেট এবং অ্যটর্নি জেনারেলের মতো গুরুত্বপূর্ন দপ্তরও নারীদের হাতে দেওয়া হয়েছে। সারা বিশ্বে সাধারণত পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা এবং শ্রমের মতো দপ্তর নারীদের দেওয়া হয়ে থাকে। ব্লেয়ারের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগে লেবার পার্টিতে নারী সদস্য ১৯৯২-এ ১৩.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯৭ সালে ২৩ শতাংশ হয়েছে ।

জাতিসংঘের ১৯৯৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ৫৫ টি দেশের সংসদে কোনও নারী প্রতিনিধি নেই অথবা থাকলেও তা ৫ শতাংশের কম। এসব দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, গ্রীস, জাপান এবং সিঙ্গাপুরের মত উন্নত দেশ রয়েছে। সাংস্কৃতিক কারণ বাদেও রাজনৈতিক দলগুলি নারীদের ভোটে দাড়াতে দিতে ইচ্ছুক নয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থেকে তাদের দুরে রাখতে চায় এবং প্রচারে সাহায্য করে না। নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং জয়ের ক্ষমতা আছে- এসব প্রমাণ করতে পারলেই কেবল তাদের ভোটে লড়তে দেওয়া হয়। এই সব কারণে বিভিন্ন নারী সংগঠন জাতীয় সংসদে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দেবার দাবি জানায়। এখন নারীদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখার নীতি বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, তাইওয়ান এবং চিলিতে চালু হয়েছে। ফল হয়েছে খুবই আশাপ্রদ। জাপানে মন্ত্রিত্ব পর্যায়ে নারীদের কোটা রয়েছে। ভারতে টু-ওয়ার্ডস ইকোয়ালিটি (১৯৭৪) প্রতিবেদনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মধ্যে নারীদের জন্য আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করা হয়। এখন এখানে পঞ্চায়েত এবং পৌর স্বায়ত্ব শাসন পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ আসনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। রাজ্য বিধান সভা এবং সংসদেরও এটা বলবৎ করার জন্য একটি বিল অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এ বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। গত বছর জুনে এখানকার নির্বাচনে জাতীয় সংসদে মোট ২৬৬ জন সদস্যের মধ্যে ৯৭ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। নারী-পুরুষের রাজনৈতিক অধিকারে সমতা আনার জন্য আন্তঃসংসদীয় সংস্থা (আইপিইউ) যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলেছে তার গুরুত্বপূর্ণ হলো রাজনৈতিক দলের নারী শাখা গঠন, নারীরা যাতে সভা সমিতিতে যোগ দিতে পারেন তার জন্য শিশু যত্নকেন্দ্র, রাজনৈতিক প্রার্থী হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত তালিম, প্রয়োজনীয় সুযোগ ইত্যাদি (১৬)। এসব ব্যবস্থায় সংসদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়তে পারবে। যতদিন না নারী-পুরুষ সত্যিকারের সমান এবং পরস্পরের পরিপূরক হবে ততদিন আমরা উভয়েরই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা ভাবা যায় না। নিম্নের সারনীতে বিশ্বব্যাপী প্রধান প্রধান দেশগুলোর পার্লামেন্টে নারীর বৎসর ওয়ারী নির্বাচন ও অবস্থানের চিত্র দেখানো হলো

Dhaka University Institutional Repository

সারনী ৩.১৭-বিশ্বের ১৮১টি রাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ বা নিম্নকক্ষে নারীর অবস্থান:

Rank	Country	Lower or single House				Upper House or Senate			
		Elections	Seats*	Women	% W	Elections	Seats*	Women	% W
1	Rwanda	09 2003	80	39	48.8	09 2003	20	6	30.0
2	Sweden	09 2002	349	158	45.3	---	---	---	---
3	Denmark	11 2001	179	68	38.0	---	---	---	---
4	Finland	03 2003	200	75	37.5	---	---	---	---
5	Netherlands	01 2003	150	55	36.7	06 2003	75	24	32.0
6	Norway	09 2001	165	60	36.4	---	---	---	---
7	Cuba	01 2003	609	219	36.0	---	---	---	---
7	Spain	03 2004	350	126	36.0	03 2004	259	60	23.2
8	Belgium	05 2003	150	53	35.3	05 2003	71	22	31.0
9	Costa Rica	02 2002	57	20	35.1	---	---	---	---
10	Argentina	10 2001	256	87	34.0	10 2001	72	24	33.3
11	Austria	11 2002	183	62	33.9	N.A.	62	13	21.0
12	South Africa**	04 2004	400	131	32.8	06 1999	90	17	31.5
13	Germany	09 2002	603	194	32.2	N.A.	69	17	24.6
14	Iceland	05 2003	63	19	30.2	---	---	---	---
15	Mozambique	12 1999	250	75	30.0	---	---	---	---
16	Seychelles	12 2002	34	10	29.4	---	---	---	---
17	New Zealand	07 2002	120	34	28.3	---	---	---	---
18	Viet Nam	05 2002	498	136	27.3	---	---	---	---
19	Grenada	11 2003	15	4	26.7	11 2003	13	4	30.8
20	Namibia	11 1999	72	19	26.4	11 1998	26	2	7.7
21	Bulgaria	06 2001	240	63	26.2	---	---	---	---
22	Timor-Leste***	08 2001	88	23	26.1	---	---	---	---
23	Turkmenistan	12 1999	50	13	26.0	---	---	---	---
24	Australia	11 2001	150	38	25.3	10 2001	76	22	28.9
25	Switzerland	10 2003	200	50	25.0	10 2003	46	11	23.9
26	Uganda	06 2001	304	75	24.7	---	---	---	---
27	Lao People's Democratic Rep.	02 2002	109	25	22.9	---	---	---	---

Dhaka University Institutional Repository

28	Saint Vincent & the Grenadines	03 2001	22	5	22.7	---	---	---	---
29	Mexico	07 2003	500	113	22.6	07 2000	128	20	15.6
30	Eritrea	02 1994	150	33	22.0	---	---	---	---
31	Pakistan	10 2002	342	74	21.6	03 2003	100	18	18.0
32	United Rep. of Tanzania	10 2000	295	63	21.4	---	---	---	---
33	Latvia	10 2002	100	21	21.0	---	---	---	---
34	Monaco	02 2003	24	5	20.8	---	---	---	---
35	Nicaragua	11 2001	92	19	20.7	---	---	---	---
36	Canada	11 2000	301	62	20.6	N.A.	105	34	32.4
37	China	03 2003	2985	604	20.2	---	---	---	---
"	Poland	09 2001	460	93	20.2	09 2001	100	23	23.0
38	Dem. People's Rep. of Korea	08 2003	687	138	20.1	---	---	---	---
39	Bahamas	05 2002	40	8	20.0	05 2002	16	7	43.8
"	Guyana	03 2001	65	13	20.0	---	---	---	---
40	Trinidad and Tobago	10 2002	36	7	19.4	12 2001	31	10	32.3
41	Guinea	06 2002	114	22	19.3	---	---	---	---
"	Slovakia	09 2002	150	29	19.3	---	---	---	---
42	Senegal	04 2001	120	23	19.2	---	---	---	---
43	Portugal	03 2002	230	44	19.1	---	---	---	---
44	Dominica	01 2000	32	6	18.8	---	---	---	---
"	Estonia	03 2003	101	19	18.8	---	---	---	---
45	Bolivia	06 2002	130	24	18.5	06 2002	27	4	14.8
46	Burundi	06 1993	179	33	18.4	01 2002	53	10	18.9
47	Peru	04 2001	120	22	18.3	---	---	---	---
"	The f.Y.R. of Macedonia	09 2002	120	22	18.3	---	---	---	---
48	United Kingdom	06 2001	659	118	17.9	N.A.	677	113	16.7
49	Croatia	11 2003	152	27	17.8	---	---	---	---
"	Philippines	05 2001	214	38	17.8	05 2001	24	3	12.5
50	Suriname	05 2000	51	9	17.6	---	---	---	---
51	Dominican Republic	05 2002	150	26	17.3	05 2002	32	2	6.3
52	Botswana	10 1999	47	8	17.0	---	---	---	---
"	Czech Republic	06 2002	200	34	17.0	10 2002	81	10	12.3

Dhaka University Institutional Repository

53	Bosnia and Herzegovina	10 2002	42	7	16.7	11 2002	15	0	0.0
"	Luxembourg	06 1999	60	10	16.7	---	---	---	---
"	San Marino	06 2001	60	10	16.7	---	---	---	---
54	Ecuador	10 2002	100	16	16.0	---	---	---	---
"	Singapore	11 2001	94	15	16.0	---	---	---	---
55	Angola	09 1992	220	34	15.5	---	---	---	---
56	Israel	01 2003	120	18	15.0	---	---	---	---
57	Sierra Leone	05 2002	124	18	14.5	---	---	---	---
58	Andorra	03 2001	28	4	14.3	---	---	---	---
"	United States of America	11 2002	435	62	14.3	11 2002	100	13	13
59	Greece	03 2004	300	42	14.0	---	---	---	---
60	Barbados	05 2003	30	4	13.3	05 2003	21	5	23.8
"	Ireland	05 2002	166	22	13.3	07 2002	60	10	16.7
"	Saint Kitts and Nevis	03 2000	15	2	13.3	---	---	---	---
61	Gambia	01 2002	53	7	13.2	---	---	---	---
62	Republic of Korea	04 2004	299	39	13.0	---	---	---	---
63	Republic of Moldova	02 2001	101	13	12.9	---	---	---	---
64	Tajikistan	02 2000	63	8	12.7	03 2000	34	4	11.8
65	Chile	12 2001	120	15	12.5	12 2001	49	2	4.1
66	France	06 2002	574	70	12.2	09 2001	321	35	10.9
"	Slovenia	10 2000	90	11	12.2	---	---	---	---
67	Uruguay	10 1999	99	12	12.1	10 1999	31	3	9.7
68	Colombia	03 2002	166	20	12.0	03 2002	102	9	8.8
"	Dem. Republic of the Congo	08 2003	500	60	12.0	08 2003	120	3	2.5
"	Liechtenstein	02 2001	25	3	12.0	---	---	---	---
"	Syrian Arab Republic	03 2003	250	30	12.0	---	---	---	---
"	Zambia	12 2001	158	19	12.0	---	---	---	---
69	Burkina Faso	05 2002	111	13	11.7	---	---	---	---
"	Jamaica	10 2002	60	7	11.7	10 2002	21	4	19.0
"	Lesotho	05 2002	120	14	11.7	N.A.	33	12	36.4
70	Italy	05 2001	618	71	11.5	05 2001	321	26	8.1
"	Tunisia	10 1999	182	21	11.5	---	---	---	---

Dhaka University Institutional Repository

71	Cape Verde	01 2001	72	8	11.1	---	---	---	---
"	Saint Lucia	12 2001	18	2	11.1	12 2001	11	4	36.4
72	Djibouti	01 2003	65	7	10.8	---	---	---	---
"	Morocco	09 2002	325	35	10.8	10 2003	270	3	1.1
"	Swaziland	10 2003	65	7	10.8	10 2003	30	9	30.0
73	Cyprus	05 2001	56	6	10.7	---	---	---	---
"	El Salvador	03 2003	84	9	10.7	---	---	---	---
"	Romania	11 2000	345	37	10.7	11 2000	140	8	5.7
74	Lithuania	10 2000	141	15	10.6	---	---	---	---
75	Azerbaijan	11 2000	124	13	10.5	---	---	---	---
"	Mongolia	07 2000	76	8	10.5	---	---	---	---
76	Kazakhstan	10 1999	77	8	10.4	10 2002	39	2	5.1
77	Belarus	10 2000	97	10	10.3	12 2000	61	19	31.1
78	Mali	07 2002	147	15	10.2	---	---	---	---
79	Kyrgyzstan	02 2000	60	6	10.0	02 2000	45	1	2.2
"	Paraguay	04 2003	80	8	10.0	04 2003	45	4	8.9
"	Zimbabwe	06 2000	150	15	10.0	---	---	---	---
80	Panama	05 1999	71	7	9.9	---	---	---	---
81	Cambodia	07 2003	123	12	9.8	03 1999	61	8	13.1
"	Hungary	04 2002	386	38	9.8	---	---	---	---
"	Russian Federation	12 2003	450	44	9.8	N.A.	178	6	3.4
82	Sudan	12 2000	360	35	9.7	---	---	---	---
"	Venezuela	07 2000	165	16	9.7	---	---	---	---
83	Ghana	12 2000	200	19	9.5	---	---	---	---
84	Georgia	03 2004	235	22	9.4	---	---	---	---
85	Bhutan	N.A.	150	14	9.5	---	---	---	---
"	Malawi	06 1999	193	19	9.3	---	---	---	---
86	Gabon	12 2001	119	11	9.2	02 2003	91	12	13.2
"	Malta	04 2003	65	6	9.2	---	---	---	---
"	Thailand	01 2001	500	46	9.2	03 2000	200	21	10.5
87	Sao Tome and Principe	03 2002	55	5	9.1	---	---	---	---
88	Cameroon	06 2002	180	16	8.9	---	---	---	---

Dhaka University Institutional Repository

89	Brazil	10 2002	513	44	8.6	10 2002	81	10	12.3
90	Congo	05 2002	129	11	8.5	07 2002	60	9	15.0
"	Cote d'Ivoire	12 2000	223	19	8.5	---	---	---	---
91	Guatemala	11 2003	158	13	8.2	---	---	---	---
92	Serbia and Montenegro****	09 2003	126	10	7.9	---	---	---	---
93	Ethiopia	05 2000	547	42	7.7	05 2000	120	10	8.3
94	Togo	10 2002	81	6	7.4	---	---	---	---
95	Benin	03 2003	83	6	7.2	---	---	---	---
"	Uzbekistan	12 1999	250	18	7.2	---	---	---	---
96	Japan	11 2003	480	34	7.1	07 2001	247	36	14.6
"	Kenya	12 2002	224	16	7.1	---	---	---	---
97	Algeria	05 2002	389	24	6.2	12 2003	144	28	19.4
98	Nigeria	04 2003	359	24	6.1	04 2003	109	3	2.8
"	Samoa	03 2001	49	3	6.1	---	---	---	---
99	Maldives	11 1999	50	3	6.0	---	---	---	---
100	Nepal	05 1999	205	12	5.9	06 2001	60	5	8.3
101	Chad	04 2002	155	9	5.8	---	---	---	---
102	Albania	06 2001	140	8	5.7	---	---	---	---
"	Fiji	08 2001	70	4	5.7	08 2001	32	2	6.3
"	Mauritius	09 2000	70	4	5.7	---	---	---	---
103	Honduras	11 2001	128	7	5.5	---	---	---	---
"	Jordan	06 2003	110	6	5.5	11 2003	55	7	12.7
104	Antigua and Barbuda	03 2004	19	1	5.3	03 1999	17	2	11.8
"	Liberia	10 2003	76	4	5.3	---	---	---	---
"	Ukraine	03 2002	450	24	5.3	---	---	---	---
105	Kiribati	05 2003	42	2	4.8	---	---	---	---
106	Armenia	05 2003	131	6	4.6	---	---	---	---
107	Iran (Islamic Rep. of)	02 2004	290	13	4.5	---	---	---	---
108	Turkey	11 2002	550	24	4.4	---	---	---	---
109	Madagascar	12 2002	160	6	3.8	03 2001	90	10	11.1
110	Mauritania	10 2001	81	3	3.7	04 2002	56	3	5.4
111	Haiti	05 2000	83	3	3.6	05 2000	27	7	25.9

112	Belize	03 2003	30	1	3.3	03 2003	13	3	23.1
113	Marshall Islands	11 2003	33	1	3.0	---	---	---	---
114	Egypt	11 2000	454	11	2.4	05 2001	264	15	5.7
115	Lebanon	08 2000	128	3	2.3	---	---	---	---
116	Bangladesh	10 2001	300	6	2.0	---	---	---	---
117	Vanuatu	05 2002	52	1	1.9	---	---	---	---
118	Niger	11 1999	83	1	1.2	---	---	---	---
119	Papua New Guinea	06 2002	109	1	0.9	---	---	---	---
120	Yemen	04 2003	301	1	0.3	---	---	---	---
121	Bahrain	10 2002	40	0	0.0	11 2002	40	6	15.0
"	Kuwait	07 2003	65	0	0.0	---	---	---	---
"	Micronesia (Fed. States of)	03 2003	14	0	0.0	---	---	---	---
"	Nauru	05 2003	18	0	0.0	---	---	---	---
"	Palau	11 2000	16	0	0.0	11 2000	9	0	0.0
"	Saudi Arabia	05 2001	120	0	0.0	---	---	---	---
"	Solomon Islands	12 2001	50	0	0.0	---	---	---	---
"	Tonga	03 2002	30	0	0.0	---	---	---	---
"	Tuvalu	07 2002	15	0	0.0	---	---	---	---
"	United Arab Emirates	12 1997	40	0	0.0	---	---	---	---
?	Comoros	04 2004	33	?	?	---	---	---	---
?	Equatorial Guinea	04 2004	100	?	?	---	---	---	---
?	Guinea-Bissau	03 2004	104	?	?	---	---	---	---
?	India	04 2004	545	?	?	11 2002	242	25	10.3

Ref; www.womens-unit.gov.uk

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৩.১৮-বিশ্বের মোট সাংসদদের মধ্যে নারীর গড় অবস্থান:

BOTH HOUSES COMBINED	
Total MPs	42'549
Gender breakdown known for	40'063
Men	33'819
Women	6'244
Percentage of women	**15.6%**

SINGLE HOUSE OR LOWER HOUSE	
Total MPs	36'214
Gender breakdown known for	33'728
Men	28'387
Women	5'341
Percentage of women	**15.8%**

UPPER HOUSE OR SENATE	
Total MPs	6'335
Gender breakdown known for	6'335
Men	5'432
Women	903
Percentage of women	**14.3%**

	Single House or lower House	Upper House or Senate	Both Houses combined
Nordic countries	**39.7%**	---	39.7%
Americas	**18.4%**	18.2%	18.4%
Europe - OSCE member countries including Nordic countries	**18.1%**	15.3%	17.6%
Asia	**16.5%**	13.8%	16.2%
Europe - OSCE member countries excluding Nordic countries	**16.0%**	15.3%	15.9%
Sub-Saharan Africa	**14.4%**	12.8%	14.3%
Pacific	**10.9%**	20.5%	12.2%
Arab States	**6.0%**	7.5%	6.4%

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৩.১৯- বিশ্ব সংসদে প্রতি দশ বছর অন্তর নারী সাংসদদের অগ্রগতির শতকরা হার(১৯৪৫- ১৯৯৫)

Year	1945	1955	1965	1975	1985	1995
Number of Parliaments	26	61	94	115	136	176
% of women MPs	3.0	7.5	8.1	10.9	12.0	11.6
% of women Senators	2.2	7.7	9.3	10.5	12.7	9.4

সারণী: ৩.২০-ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ভূক্ত সংসদে নারীর অবস্থান ও শতকরা হার

CENTRAL AMERICAN PARLIAMENT				18.0%
Country	**Date of elections**	**Seats**	**Women**	**Percentage**
Guatemala	11.1999	20	6	30.0%
Panama	05.1999	20	4	20.0%
El Salvador	03.2000	20	4	20.0%
Nicaragua	11.2001	20	2	10.0%
Honduras	11.2001	20	2	10.0%
	Total:	**100**	**18**	**18.0%**
EUROPEAN PARLIAMENT				31.0%
Country	**Date of elections**	**Seats**	**Women**	**Percentage**
Finland	06.1999	16	7	43.8%
France	06.1999	87	37	42.5%
Sweden	06.1999	22	9	40.9%
Belgium	06.1999	25	10	40.0%
Germany	06.1999	99	38	38.4%
Austria	06.1999	21	8	38.1%
Denmark	06.1999	16	6	37.5%
Netherlands	06.1999	31	11	35.5%
Ireland	06.1999	15	5	33.3%
Luxembourg	06.1999	6	2	33.3%

Spain	06.1999	64	20	31.3%
United Kingdom	06.1999	87	21	24.1%
Portugal	06.1999	25	6	24.0%
Greece	06.1999	25	4	16.0%
italy	06.1999	87	10	11.5%
	Total:	**626**	**194**	**31.0%**

Classification by descending order of the percentage of women.

Situation as of March 2003

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৩.২১ভারতের ১২তম লোক সভায় নারী সদস্যদের শতকরা হার:

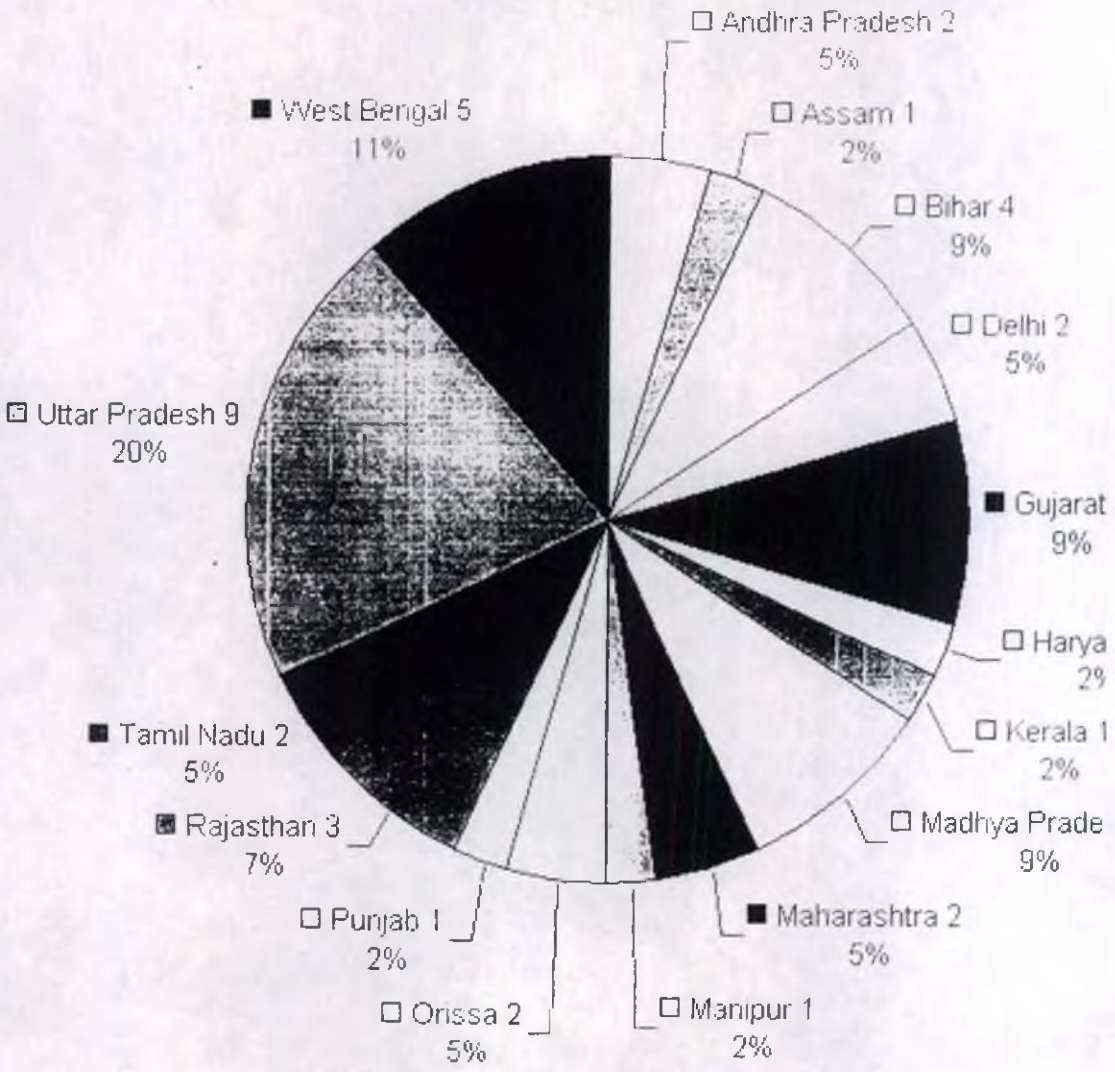

Dhaka University Institutional Repository

৩.১১ জাতীয় বাজেটে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান:

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হল নারী যাদের সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক কোনো হিসাব আমাদের জানা নেই। যেহেতু এখনও এদেশে তেমন কোন জেন্ডার বিভাজিত ডাটা নেই যার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় যে, নারীরা বা পুরুষেরা আসলে এদেশের জাতীয় বাজেটের কতখানি আয় ও ব্যয় করছে। বাজেট একটি দেশের সমগ্র মানবজাতির আয় ও ব্যয়ের হিসেব অর্থাৎ যে কোনো দেশের গোটা সমাজের জন্য এটা একটি অর্থনৈতিক দলিল। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করার পূর্বশর্ত হলো বাজেটে যথাযথভাবে নারীর সম্পৃক্ততা কারণ বিশ্ব রাজনীতি বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে মূলত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়। কিন্তু তাদের নীতি ও কৌশল নির্ধারণের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জেন্ডার প্রেক্ষিতটি অনুপস্থিত। সম্পদ বরাদ্দের সময় জেন্ডার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়ার বিষয়টিও তেমন গুরুত্ব পায় না। বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন নীতিগুলোও খুব কমই জেন্ডার প্রেক্ষিত বা দারিদ্রকে মাথায় রেখে বিবেচিত হয়েছে । আজকের দিনেও সামষ্টিক অর্থনীতিতে বাজেট সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি জেন্ডার সংবেদনশীল নয়। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তাই সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন নীতিমালা, কার্যক্রম ও পদ্ধতির মূলধারায় জেন্ডার প্রক্ষিত সম্পৃক্তকরণের অন্যতম উপায় হিসেবে জেন্ডার সচেতন বাজেট (Gender Budgeting)-এর গুরুত্ব বেড়েছে।

401607

সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বেইজিং পিএফএ, সিডও সনদ অনুমোদন ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত না হলে গোটা উন্নয়ন প্রক্রিয়াই অচল হয়ে পড়বে। উন্নয়ন মানেই জনগণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং বাজেট হচ্ছে যে কোনো দেশের প্রতিটি মানুষের আশা-প্রত্যাশা ও জাতীয় নীতি বাস্তাবায়নের অন্যতম হাতিয়ার। মানব জাতির অর্ধেকই যেখানে নারী, সেখানে তাদের উন্নয়ন কতটুকু ঘটছে বা তাদের জন্য বরাদ্দ পরিসেবা বা প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিধি কতটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেল ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি একেবারেই নতুন একটি বিষয়। তাই এটি বিশ্লেষণ করে কার্যকরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ জন্য যৌক্তিকতা দরকার। দরকার জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি বা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। অস্ট্রেলিয়ায় এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে এবং ১৯৯১ সালে সেখানে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয়। তানজেনিয়ার মতো দেশও এ্যাডভোকেসি করে নারীর পক্ষে বাজেট তৈরী করতে পেরেছে, বরাদ্দ দিতে পেরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও কিছু সাংসদ ও এনজিওর যৌথ উদ্যে গে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই একটি জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ সরকার ও এনজিওদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব ।

কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের সহায়তায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলংকাই প্রথম জেন্ডার সচেতন বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু করে। ভারত ও নেপাল ইতোমধ্যে বিশদভাবে জেন্ডার সচেতন বাজেট করার অনুশীলন শেষ করেছে। ভারতে জাতীয় বাজেট ও পরিকল্পনার সাধারণ ঘোষণাসহ নারীদের জন্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের তহবিল ও সুবিধার কমপক্ষে ৩০% নারীদের জন্য বরাদ্ধ থাকবে। পাকিস্তানের নারী ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ২০০২ সালে যৌথভাবে সব মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংগঠনের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে জেন্ডার সচেতন বাজেট প্রণয়ন শুরু করেছে । নেপাল সরকার সত্তুরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই জেন্ডার অসমতার বিষয় সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সুযোগ ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশে ২০০০ সালে একটি গবেষণা প্রকল্প শেষ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ নামক একটি এনজিও সর্বপ্রথম জাতীয় বাজেটে নারীর ন্যায্য দাবিটি সামনে তুলে আনে। পরবর্তীতে অবশ্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS) এবং পলিসি লিডারশীপ এ্যন্ড এ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (প্লাজ) প্রজেক্ট জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের লবিং করে চলেছে । কেননা নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে এবং নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি দেশের জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে(১৭)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীঃ

আমাদের দেশের ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর জন্য একটি বিশেষ অধ্যায় আছে এবং এই পরিকল্পনায় দুটি প্রধান উদ্দেশ্যও রয়েছে। এগুলো হলো- (১) নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং (২) নারীকে উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা। বস্তুত: স্বাধীনতার পর প্রনীত চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই নারী বিষয়ক ইস্যুগুলো খুব কম গুরুত্ব পেয়েছে। নারী উন্নয়ন বা নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের ব্যাপারে যতো কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। অদক্ষ ব্যবস্থাপনা কিংবা যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়নের অভাবে যতটা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাও পুরোপুরি কাজে লাগেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) আওতায় প্রথম নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনার পাশাপাশি নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও নারীর ক্ষমতায়ন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এর পাশাপাশি স্বামী-পরিত্যক্ত নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং নারী নির্যাতন দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সাম্প্রতিককালে আবার দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণ সাহায্যপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত স্বরূপ দারিদ্রতা হ্রাসকরণ কৌশলপত্র (PRSP) চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশেও প্রাথমিকভাবে (অন্তর্বর্তীকালীন) এই দলিল প্রনীত হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (Millenium Development Goal) অনুযায়ী সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে তার আলোকে বাংলাদেশ সরকার এই পরিকল্পনা দলিল (PRSP) তৈরি করে। যার নাম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নের কৌশলপত্র (A National Strategy for Economic growth, Poverty Reduction and Social Development)। এটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতিমালা দলিল এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্থলে এখন থেকে এই দলিলের ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর মূল লক্ষ্য হল- ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্রতার হার অর্ধেকে কমিয়ে আনা; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূর করা; সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ও অপুস্টির হার যথাক্রমে ৬৫, ৭৫ ও ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা। কর্মসংস্থান সহায়ক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহজলভ্য করা; নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করাসহ নারী পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করা.

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সব ক্ষেত্রে সুশাসন ও অংশীদারিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।

৩.১৩ বাজেটে নারীর সংশ্লেষ ও অবস্থানের গুরুত্বঃ

রাজস্ব বাজেট ঃ সরকারের মোট ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে রাজস্ব ব্যয়। রাজস্ব ব্যয়ের ৩০ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতা, বোনাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় হয়। নারীরা এই বাজেট বরাদ্দের খুব সামান্য অংশই পায়। কারণ, সরকারি কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক নারী নেই। সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে গেজেটেড ও নন্‌গেজেটেড পদে নারীর জন্য যথাক্রমে ১০% ও ১৫% কোটা বরাদ্দ আছে, সে কোটাই এখনও পূরণ হতে বাকী আছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন অর্থাৎ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন রিফর্মস কমিশন (পিএআরসি)-এর রিপোর্টে জানা যায়, বাংলাদেশ সরকারি চাকরীজীবির মাত্র ১২ শতাংশ নারী এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রের উচ্চস্তরে নারীর অংশগ্রহণ মোট চাকরির মাত্র ২ শতাংশ। এ কারণে পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটির জন্য ব্যয়কৃত মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৮ শতাংশের খুব সামান্য অংশই নারীরা পেয়ে থাকে। বৃদ্ধদের বয়স্ক ভাতার জন্য রাজস্ব ব্যয়ের বরাদ্দকৃত অর্থের অর্ধেক অংশ নারীরা পায়। বর্তমানে পেনশনের প্রায় অর্ধেকাংশই নারীরা পায় । কারণ এই কার্যক্রমের মধ্যে নারীর অধিক অংশগ্রহণ রয়েছে। বিগত বছরে বিধবাদের পেনশন প্রোগ্রামের জন্য জনপ্রতি ১২৫ টাকা করে মোট ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

রাজস্ব বাজেটে এবার (২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে) বিধবা ও বয়স্ক ভাতার পরিমান ১২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। চরম দারিদ্রের মধ্যে রয়েছেন এমন উপকারভোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ লাখ করা হয়েছে এবং এদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৭০ কোটি টাকা, যা একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। তাছাড়া বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা অসহায় নারীর জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়েছে।

উন্নয়নমূলক বাজেটঃ উন্নয়নমূলক বাজেটে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প থাকে। কিছু প্রকল্প থাকে সরাসরি নারীদের জন্য যেখানে শুধু নারীর জন্যই অর্থ বরাদ্দ থাকে। যেমন :বিগত বছর পর্যন্ত স্থায়ী প্লাজ প্রজেক্ট, মহিলা মন্ত্রণালয়ের সবগুলো প্রজেক্ট

Dhaka University Institutional Repository

এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিরাপদ মাতৃত্ব ও নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক প্রজেক্ট। এবারের বাজেটে (২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে) নারীর জন্য এসিড দগ্ধ নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় মোট ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

.২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বাজেটে ক্ষুদ্রঋণ খাতে ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত এ অর্থের মধ্যে ১৫ কোটি টাকা নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হবে বলে কথা রয়েছে । বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ১৯২ টি প্রকল্প নেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে সমাজসেবা ও নারী বিষয়ক খাতে নেয়া ৬টি প্রকল্পের ৩টি ছিল শুধু নারীর জন্য। এছাড়াও ২০০২=২০০৩ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটে কারিগরীসহ মোট ১৮৮টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ১১টিতে সরাসরি নারীকে লক্ষ্যভূক্ত করা হয়। বিগত কয়েক বছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা গেছে, নারীদের সংশ্লিষ্ট করে যে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছিল মোট উন্নয়ন প্রকল্পের মাত্র ৩ শাতাংশ। উন্নয়নমূলক বাজেটে নারীর অংশ গ্রহণের বিষয়টি নিম্নলিখিত ছক থেকে কিছুটা পরিস্কার হবে ঃ

সারনী ৩.২২ -নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট

অর্থবছর	মোট জাতীয় বরাদ্দ (রাজস্ব ও উন্নয়ন) কোটি টাকায়	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ (রাজস্ব ও উন্নয়ন) কোটি টাকায়	মোট বাজেট বরাদ্দে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অংশ (%)
১৯৯৭-১৯৯৮	২৭৩৪৪	৬৭	০.২৪
১৯৯৮-১৯৯৯	২৯৫৩৭	৭১	০.২৪
১৯৯৯-২০০০	৩৩৩০০	৭৬	০.২২
২০০০-২০০১	৩৭১৩৩	১০৫	০.২৮
২০০১-২০০২	৪১০৩৮	৯০	০.২২
২০০২-২০০৩	৪৫৫৫৫	১২৩	০.২৭
২০০৩-২০০৪	৬৫৫৫৮	২৩৭	০.৩৬

সূত্র: উন্নয়ণ পদক্ষেপ, সংখ্যা-২৯

২০০০-২০০১ অর্থবছরে গৃহীত মোট ১ হাজয় ২৯৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৫৪টি ছিল নারী কেন্দ্রিক। উক্ত অর্থবছরে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ০.২৮ শতাংশ। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ০.২২ শতাংশে। এ বছর

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত মিলিয়ে নারীর জন্য বাজেট ১০৫ কোটি টাকা থেকে ৯০ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে মোট উন্নয়ন বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় বেড়ে গিয়ে ০.২৭% শাতংশে এসে দাঁড়ায়। তবে এ বছর নারীকে লক্ষ্যভূক্ত ফরে যে কয়েকটি উন্নয়ন প্রফল্প গ্রহণ করা হয়, তা আগের বছরের তুলনায় ফমে গিয়ে ১.৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছিল (১৮)।

৩.১৪ চলতি অর্থবছরের ২০০৩-২০০৪ জাতীয় বাজেটে নারী:

চলতি ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ৬৫ হাজার ৫ শত ৫৮ কোটি ১৯ লাখ ৯ হাজার টাকার জাতীয় বাজেট অনুমোদিত হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ১৮.৪০ শাতংশ বেশি। গ্রামীন জনগণের উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির জন্য চলতি বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৪,৩৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, যার মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং এ কার্যক্রমের আওতায় দুঃস্থ নারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পর ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া নারী উন্নয়নে সরাসরি নিয়োজিত নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। এতসব সত্বেও নারীর জন্য যে বাজেট রাখা হয়েছে তা মোট বাজেটের ৩% এরও কম। সুতরাং যেখানে প্রায় ৫০% নারীর অবস্থান যেখানে এটাকে অপ্রতুল তা বলারই অপেক্ষা রাখেনা।

জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ নিয়ে দেশব্যাপী মতবিনিময় সভা, গোলটেবিল বৈঠক, তৃণমূল মানুষের জনমত যাচাই, নীতিনির্ধারকদের প্রতি লবিং ইত্যাদি হলেও গত তিন বছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বাজেটে এমন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। সরকার নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকাল পয়েন্ট (WID Focal Point) নির্ধারণ করেছে। এসব উইড ফোকাল পয়েন্টের নিজ নিজ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাজেটে নারী উন্নয়নের বিষয়টি সম্পৃক্ত করার দায়িত্ব থাকলেও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উড ফোকাল পয়েন্টগুলো দক্ষতার পরিচয় দেয়নি। নারীর স্বার্থে সমন্বয় উইড ফোকাল পয়েন্ট করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজেট প্রণয়নে পুরুষেরই নিয়ন্ত্রন বহাল থেকেছে।

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বাজেটে নারীকে বিত্তহীন,দুঃস্থ ও হতদরিদ্র হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে।নারীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি এবং তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতিতে সরাসরি

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণের কোনো পদক্ষেপের ঘোষণাও বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাঅর্থাৎ নারীর ভেতরের সম্ভাবনাময় কাজের ধারাকেই বাজেটে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা হয়।

বর্তমান ২০০৩-৩০০৪ অর্থবছরের বাজেটে সরকার নারীর জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় প্রথম অংশে ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারীদের ভাতাসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদিকে আগামী অর্থবছরের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেন যে রাজস্ব বাজেটে প্রস্তাবিত ১৪.৫ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে প্রায় ৭ শতাংশই নারীর জন্য উল্লিখিত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির কারণে ব্যয় হচ্ছে। আর এটা নারীর পশ্চাদপদতা ও অসহায়ত্বকেই নির্দেশ করে। যদিও এর বিপরীতে নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়নি। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারসহ নারীর ক্ষমতায়নের কথা সব সময় বলা হয়। অথচ নব্বইয়ের দশকে থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ শিক্ষক পদে নারীর নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও এখন পর্যন্ত ৩৮ শতাংশের বেশি নারী শিক্ষক নিয়োগ পায়নি।এ পর্যায়ে পরিশেষে বলা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাজেটে আরও অধিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার।বাজেট একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং এ পদক্ষের মধ্যেই যে কোন সেক্টরের উন্নয়ন কতখানি গুরত্ব পাবে তার পূর্ব পরিকল্পনা তৈরী করা হয় (১৯)। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশাসনিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী
বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশাসনিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী-বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

৪.১ বাংলাদেশের প্রশাসন ও নারীঃ

নারীদের জন্য বাংলাদেশের প্রশাসনিক অবস্থা খুব ভাল নয়। এখানেও পুরুষ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে আসছে । যদিও বিশ্ব নারী সংস্থা, দাতা সংস্থা প্রভৃতির চাপের মুখে অথবা অন্য কোন কারণে বাংলাদেশে নারীর প্রশাসনিক অবস্থান উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নারীর প্রশাসনিক অবস্থা বা অবস্থান আলোচনা করার পূর্বে প্রশাসন বিষয়টি সম্বন্ধে বাস্তবিক ধারনা থাকা দরকার বলে মনে করি। সে লক্ষ্যে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হলো । প্রশাসন একটি নির্বাহী সংস্থা যা রাষ্ট্র, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের আইন ও অন্যান্য অধিকার নির্দেশ বা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের নির্বাহী সংস্থা হলো বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও এর অধীন অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনই নাগরিকের সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সুবিধা ভোগ করে। এদেরকে Public Servants বলা হয়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও নির্বাহ করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রনালয় রয়েছে একত্রে যার নাম বাংলাদেশ সচিবালয়। তারপর পর্যায়ক্রমে জেলা পরিষদ, উপজেলা বা থানা পরিষদ এবং গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে বিস্তর শাখা প্রশাখা যেখানে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ও অবদানের দাবীদার।

প্রশাসনের সবচেয়ে বড় অংশ হলো কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে নারীর সংশ্লিষ্টতা ও এর বিভিন্ন দিক এ অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। নারীর জন্য রয়েছে বাংলাদেশে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়। নারী বিষয়ক বিভিন্ন সেল, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত উপসেল বা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের নারী অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্র যেমন দুর্বল ঠিক তেমনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রও দুর্বল। যদিও বর্তমানে রাজনীতির চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রশাসনিক অর্জন বেশীবলে মনে করা হয়। এ সবই নারীর নিজস্ব অর্জন কারণ শিক্ষা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে নারীরা অতিতের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

নারী যে কোন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন অংশ। একটি উন্নত জাতি এবং আদর্শ সমাজ গঠন করতে নারী সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য বরং সভ্য ও উন্নত জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নারীর অবদানই বেশী। তাই উন্নত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসনকে জনকল্যাণার্থে ব্যবহার করতে নারী-পুরুষের সমন্বিতভাবে প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। যদিও আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই প্রায় নারী তথাপি নিম্ন শিক্ষার হার, স্বল্প মাথাপিছু আয়সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতির মাত্রা বিগত দশক পর্যন্ত খুব আশানুরূপ নয়, কিন্তু যারা সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ছিল তারা প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে সিভিল সার্ভিসে নারীদের অংশ গ্রহনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও তাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা এখনো পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তথাপি তাঁরা তাদের কর্মদক্ষতার পাশাপাশি প্রশাসনকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে যথাযথ ভূমিকা রেখে চলেছে।

৪.২ সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস মূলত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরিবর্তিত রূপ। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্মলগ্ন ১৬০১। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রায় দেড়শো বছরের ধারাবাহিকতা রয়েছে আর সে ইতিহাস একটি দীর্ঘ ইতিহাস। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সওদাগরীর চাকুরী ব্যবস্থা থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। কোম্পানীর কর্মকর্তাদের ঠিক কোন সময় সিভিল সারভেন্ট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তা সঠিক জানা যায় না। তবে বিভিন্ন সার্ভিসের সদস্য বলে ঐ সব কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করা হয় যারা নৌবাহিনী ও সামরিক বাহিনীর সাথে সংযুক্ত না হয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৃটিশশাসন ব্যবস্থায় সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক প্রশাসন এবং যাদের বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ব্যতীত সরকারের কর্মচারীবৃন্দ যারা অসামরিক কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মাইনে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদনের পর বরাদ্দ প্রদান করা হয় তারাই সিভিল সার্ভিসের অর্ন্তভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অগ (Ogg) এর ভাষায় বলা যায়, "সিভিল সার্ভিস হল নারী-পুরুষ দ্বারা গঠিত এক বিরাট কর্মী বাহিনী যারা দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চল পর্যন্ত আইনকে বাস্তবায়িত করে এবং সরকারকে দৈনন্দিন উপলব্ধির মধ্যে আনতে সাহায্য করে।" ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সিভিল সার্ভেন্ট পদবী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭৮ সালে All India Service সৃষ্টি হয়। এচিসন কমিশন 'কভেন্যানটেড সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়ার' পরিবর্তে ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়া' পদবীর সুপারিশ করলে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড ক্রস (Lord Cross) এতে আপত্তি উত্থাপন করেন। এরপর থেকে কর্মকর্তারা আই, সি, এস পদবী লেখার রীতি প্রবর্তন করেন (১)।

বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস বলতে জনগণের জন্য প্রশাসনিক সার্ভিস প্রদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বুঝায়। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কোন নারী সদস্যের আগমন ঘটেনি। তবে বর্তমানে সময় অনেক পাল্টে গেছে এবং নারীরা যে কোন পেশায় এগিয়ে আসছে। এমনকি বিমান চালনা থেকে সামরিক বাহিনী, হকি থেকে ফুটবল যে কোন পেশা এবং খেলায় আগের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় আসতে শুরু করেছে। নীচের সারনীতে বিভাগ ওয়ারী সিভিল সার্বিসে যোগদানের আগ্রহীদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত দেখানো হয়েছেঃ

সারণী: ৪.১. ১৭শ বি, সি, এস পরীক্ষায় আবেদনকারীর মধ্যে যারা বাছাই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছেন এবং চাকরির সুপারিশকৃত প্রার্থীদের বিবরণঃ

বিভাগ	২১-২৭ বৎসর		২৭-৩০ বৎসর		৩০ বছরের উর্ধ্বে	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মাহলা	পুরুষ	মাহলা
ঢাকা	-	-	-	-	-	-
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১২৫৪৭	৬১৪৫	৬৫৮৭	১১৮৫৩	১২২	৮৫
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	৪৯৯৮	১৫২২	৩৩২৫	১২৫৯	১১৩	২৫
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১২৫৪	৭৯৫	১০৫৮	৩৭৬	৫৪	১০
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৪৮৬	১২৫	২০০	৭৬	-	-
রাজশাহী	-	-	-	--	-	-
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৫০৫৮	২০১৭	৩২৫৪	১২৪৫	১২৫	৫৯
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	১২৩০	৪২৫	৯৯৫	২৫৪	১২	১
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৫১১	১২১	৩৩৫	১৫২	৫	১
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	১৫৭	২৫	৮৫	১০	-	-

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম	-	-	-	-	-	-
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৩৯২৫	১৮৭৫	১৯৮৭	৮৭৮	১১২	১৯
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	১৪২৫	৭৪৫	১০২৪	১১৮	৪	২
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৬৫৮	২৫৩	৪৫৮	৭৪	১২	-
চাকুরীর জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	১৬৩	২৭	৯০	২০	-	-
খুলনা	-	-	-	-	-	-
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	২৮৭৯	১২৪৫	১৭৮৯	৯৯৪	২৬	-
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	৫১৯	১৪৫	৪২৫	১২১	১৮	৫
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৩৫১	১৫৭	২৪৮	১২৪	২	-
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৬০	১৮	৩৫	৮	-	-
বরিশাল	-	-	-	-	-	-
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১৯৫৮	৮৪৯	৯৭৮	৩২১	১৫	৩
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	৫৭৭	১২৭	৩২২	১১৭	২	-
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৯৯	৮৯	১২৪	৬৫	২০	-
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৩৬	১২	১৮	৬	-	-
সিলেট	-	-	-	-	-	-
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	২৩৫৯	১২৫৪	১৪২৫	৬৫৮	৬৪	৭
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	১১২৪	৫২৪	৭৫৪	১৫৭	৮	২
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৩১২	১২৪	২২১	৯৮	২৮	১
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	১৯	৪	১৭	১১	-	-
মোট						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	২৮৮১৩	১৩৩৮৫	১৬০২০	৫৯৪৯	৪৬৪	১৭৩
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	৯৮৭৩	৩৫০৯	৬৮৪৫	২০২৬	১৫৭	৩৫
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৩২৮৫	১৫৩৯	২৪৪৪	৮৮৯	১২১	১৪
চাকুরীর জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৯২১	২১১	৪৪৫	১৩১	৫৭৬	-

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৭

পূর্বের চেয়ে বেশী আবেদনকারী আবেদন জানিয়েছেন এবং চাকুরীর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৭, ১৮ এবং ২০ তম বিসিএস পরীক্ষার সারনী নং- ৪.১ ও ৪.২ তে তা দেখানো হয়েছে। বিসিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী পুরুষ ও নারী

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থীদের যোগ্যতার বিষয়টি ৪.২নং সারনীতে দেখানো হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যোগ্যতার দিক দিয়ে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে আনুপাতিক হার অত্যন্ত আশানুরূপ। কারণ এই অনুপাত প্রার্থীতার ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে (২)।

সারণী ৪.২-১৮শ বি, সি, এস পরীক্ষায় আবেদনকারীর মধ্যে যারা বাছাই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছেন এবং চাকরির জন্য সুপারিশকৃতহয়েছেন তার বিবরণঃ

বিভাগ	২১-২৭ বৎসর		২৭-৩০ বৎসর		৩০ বছরের উর্ধ্বে	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
ঢাকা						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১৫৬৩৮	৪৮৫৮	২৪২০	৬০১	৯১	৪১
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	৪৯২৮	৯৮৭	৯৮৭	১৬০	১৬	-
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৪০৮	২৮১	৩৬৯	৩৯	৯	-
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	২৮৮	৯১	১৬৪	২৬	৩	১
রাজশাহী						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১২৩৫৩	২৯৫০	১৮৬৪	৪৫২	৪৮	৩০
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	৩৮৮৬	৪৫৪	৫৮১	৭৭	১২	৬
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৮২৪	১২৪	১৬৬	১৩	৫	১
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	১৯৪	৪০	১১৩	২১	৩	-
চট্টগ্রাম						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১০৮৯২	২৬৬৯	১৬৭৮	২৭৮	৬৪	১৬
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	৪২৮৫	৫৭১	৫৭৪	৬০	৯	১
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১২৩৯	১৮৪	১৫৯	২০	৫	১
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	২০৯	৪২	১০৫	২১	২	-
খুলনা						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৯৯০৭	১৯০৯	১২৬২	২৪০	৪৪	১৮
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	২৪৫৯	৩১৪	৫২৮	৫৪	৯	২
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৬৪৮	৭০	১৫৫	১৪	৫	-
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	১২৬	২৫	৭৮	৬	২	২
বরিশাল						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৫৮৪৫	১১০২	৭২৫	১১২	৩০	৬
লিখিত পরীক্ষায় জন্য মনোনীত	১২৫৬	২০৪	২৪৭	২৬	৪	১
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৩৩০	৫৩	৭৬	৭	২	১
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৭৩	১৭	৩৯	২	১	১
সিলেট						
যোগ্য আবেদনকারী	১৭৬২	৪১৭	২৪২	৪৬	১৩	২

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা						
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	৫৩৮	৮৯	৭৯	১১	২	-
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩০	২৫	১৯	৩	-	-
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৪৩	৩	১২	৪	-	-
মোট						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৫৫৮২৭	১৩৯১৭	৮১৯১	১৭২৯	১৯০	১১৩
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	১৭৩৫২	২৬১৯	২৯৯১	৩৮৮	৫২	১০
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৪৫৯৭	৭৩৭	৯৪৪	৯৬	২৬	২
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৯৩৩	২১৮	৫১০	৮০	১১	৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৮ (৩)

সারণী ৪.৩-১৮শ বি, সি, এস পরীক্ষায় জন্য আবেদনকারীর মধ্যে যারা বাছাই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছেন উক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের বিবরণঃ

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী বিন্যাস	লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত		লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত		লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ		চাকুরির জন্য সুপারিশকৃত	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
৫০-৫৪	৫০১৩	৮৬৩	৩৪১৬	৬২৬	৬৬৯	১৭২	৫৫	২২
৫৫-৫৯	২৭৫৯	৩৭২	১৯১৯	২৫৬	৫১১	৮০	৯১	৩২
৬০-৬৪	১০৬৪	১১৯	৭১৬	৮২	২০৩	৪০	৭০	১১
৬৫-৭৪	১-৫	৬	৬৯	৪	৪৫	৩	২০	৩
৭৫ ও তার উর্ধ্বে	২১	১	১০	-	৮	-	১২	-
মোট	**৯৩৭৫**	**১৩৮৮**	**৬৯৯০**	**৯৮৯**	**১৭৮১**	**৩০৭**	**২৯৯**	**৭১**

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৮

সারনী ৪.৪ -১৮শ বি, সি, এস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরির জন্য সুপারিশকৃত প্রার্থীদের প্রাপ্ত ক্যাডার, পুরুষ ও মহিলা হিসেবে বিবরণঃ

ক্যাডারের নাম	মোট	পুরুষ	%	মহিলা	%
প্রশাসন	১০০	৮০	৮০	২০	২০
আনসার	২৩	২১	৯১.৩০	২	৮.৬৯
অডিট এন্ড একাউন্ট	৩০	২৩	৭৬.৬৬	৭	২৩.৩৩
পরিবার পরিকল্পনা	৮৬	৬৭	৭৭.৯০	১৯	১২.০৯
স্বাস্থ-সাধারণ	১১	৯	৯১.৯০	২	১৮.১৮
পররাষ্ট্র	১২	৯	৭৫	৩	২৫

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য	২১	১৭	৮০.৯২	৪	১৯.০৪
পুলিশ	৬০	৫২	৮৬.৬৬	৮	১৩.৩৩
রেলওয়ে বাণিজ্যিক	২	২	১০০	-	-
কর	২৫	২০	৮০	৫	২০
কৃষি	৮১	৭২	৮৮.৮৮	৯	১১.১১
অর্থনীতি	৫৮	৪৫	৭৭.৫৮	১৩	২২.৪১
কারিগরী	৮	৭	৮৭.৫	১	১২.৫
স্বাস্থ্য সার্জন	২৭২	১৯৬	৭২.৫	৭৬	২৭.৯৪
স্বাস্থ্য / ডেন্টাল	২১	১৬	৭৬.১৯	৫	২৩.৮০
বিচার	১৬২	১৪৪	৮৮.৮৮	১৮	১১.১১
গণপূত	২৫	২৪	৯৬	১	৪
রেলওয়ে প্রকৌশল	১৩	১৩	১০০	-	-
সড়ক ও জনপথ	৮৫	৭৮	৯১.৭৬	৭	৮.২৩
পরিসংখ্যান	১৬	১২	৭৫	৪	২৫
টেলিযোগাযোগ	২৮	২৬	৯২.৮৫	২	১.১৪
তথ্য-কারিগরী	৫৪	৪৭	৮১.০৩	৭	১৯.৯৬
সাধারণ শিক্ষা	৫৬৪	৪৭৫	৮৪.২১	৮৯	১৫.৭৮
মোট	১৭৫৭	১৪৫৫	৮২.২৮	৩০২	১৮.২১

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৫ ২০তম বি, সি, এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংখ্যা, বিভাগ, পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক বিবরণীঃ

বিভাগ	২১-২৭ বৎসর		২৭-৩০ বৎসর		৩০ বছরের উর্ধ্বে	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
ঢাকা						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১৪৪৬৮	৬৭৫৮	৪৫৬৭	১৯৬৩	৪৬৮	১২৯
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	৫৩২১	৯৫৬	১৫১৭	২৬৪	২১৭	৪০
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৬৭৪	৪৩৬	৭৮৬	১১৪	৯৮	২২
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৩০৫	১১২	১৯৬	৬৯	২৩	১৪
রাজশাহী						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১০৩১২	৩৮৪৬	৩৫৭৫	৭৪৪	৪০১	৯৬
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	২৯৬৩	৬৫২	১২৩৩	১৫৮	১৬১	২৫
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১০৪৬	১৭৭	৫৭৩	৬৯	৫৩	১০
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	১৭৮	৬৩২	১২৫	৪২	১২	৮৮
চট্টগ্রাম						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৮৫৭২	৩৬৫৯	২৯২৬	৬৫৭	৩৩৫	৭৪
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	৩৫১৮	৫২১	১০৮৩	১৩৬	১৪৮	১৭
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১১০১	১৯৭	৬৫৬	৮৭	৭৪	৯
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	২৩০	৫৫	২১২	৩৩	১৯	৫
খুলনা						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৭১৫৭	১৮৮৫	১৮৫০	৪০৭	২৭০	৫০
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	২৩৪৫	৩৮৫	৮৪৮	৮৮	১৪৪	১৪
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৮৯৭	১৩৫	৪২৭	৩৭	৫৭	৭
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	১৩৩	৩৪	৯২	২০	১৭	৪
বরিশাল						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৩২৫১	১০৯৯	৯৪২	১৯৮	১৩১	২৯
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	১১৫২	২৫৪	৪১৯	৪৮	৭২	৪
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৪৮৫	৯১	১৯৪	৩৬	৩৩	২
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৭৯	২৮	৫০	৯	৯	১
সিলেট						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	১৪৬৪	৪১৪	৪০৮	১০৮	৫৬	১১
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	৪২১	৮৯	১৬২	২০	২৬	৪
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৬৩	৩৩	৫৬	৭	৬৩	১২
চাকুরিরজন্য	৪৩	৩	১২	৪	-	-

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশপ্রাপ্ত						
মোট						
যোগ্য আবেদনকারী সংখ্যা	৪৫২২৪	১৭৬৫৯	১৪২৬৮	৪০৭৬	১৬৬১	৩৮৯
লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত	১৫৭২০	২৮৫৭	৫৩১৬	৭১৪	৭৬৮	১০৪
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৫৩৬৩	১০৭০	২৬৯২	৩৫০	৩২৭	৫১
চাকুরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত	৯৫৩	৩০৮	৬৮৯	১৭৮	৮১	৩৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ২০০০ (৪)

সারণীঃ ৪.৬ -২০তম বি, সি, এস পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীর মধ্যে যারা বাছাই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছে, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সাধারণ ক্যাটাগরির প্রার্থীদের বিস্তারিত বিন্যাসঃ

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী বিন্যাস	লিখিত পরীক্ষায় মনোনীত		লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত		লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
৫৪-৬০	৭৬৩২	১১৯২	৫১০১	৮৬৯	১৭৬৬	৩৪৮
৬১-৬৫	২২৪৯	২২৬	১৫৭৬	১৬১	৮৩৫	৮৪
৬৬-৭০	৭০১	৪৮	৫০১	৩৬	৩৪৩	৩৪
৭১-৭৫	১০৭	৭	৮৩	৪	৬২	২
৭৫ এর উপর	১৮	-	-	-	১২	-
সর্বমোট	১০৭০৭	১৪৭৩	৭২৭৫	১০৭০	৩০১৮	৪৬৮

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৯

২০তম বি, সি, এস পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার পূর্বের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চাকরির জন্য সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বে বি, সি, এস পরীক্ষায় যেখানে ৩০ উর্ধ্বে বয়সের নারী প্রার্থী চাকরির সুপারিশপ্রাপ্ত সংখ্যা ছিল খুবই কম, সেখানে ২০তম বি, সি, এস ৩০ উর্ধ্বের বয়সের এ নারী সংখ্যা ৩৩ জন। ১৮শ বি, সি, এস পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বের বি, সি, এস পরীক্ষার থেকে বেশি সংখ্যক নারীরা প্রার্থী চাকরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ১৭ তম বি, সি, এস ও ১৮ তম বি, সি, এস পরীক্ষার তুলনায় নারী প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় আরও অধিক হারে চাকুরীর জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন (৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৭ ২১তম বি, সি, এস পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীর মধ্যে যারা বাছাই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছেন এবং পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের বিস্তারিত বিবরণীঃ-(বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো শতকরা হার নির্দেশ করে)

	লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত			লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মাহলা	মোট	পুরুষ	মাহলা	মোট
৬৪-৬৯	৩৩৩৬ (৬৬.৯২)	৪৮৮ (৯.৭৯)	৩৮২৪ (৭৬.৭১)	২৫৫২ (৬৪.৬০)	৩৮৯ (১০.০০)	২৯৪১ (৭৫.৬০)	১১৫৫ (৬০.০০)	১৮৩ (৯.৯১)	১৩৩৮ (৬৯.৫১)
৭০-৭৪	৮৩৩ (১৬.১৭)	১২০ (২.৪১)	৯৫৩ (১৯.১২)	৬৮৪ (১৭.৫৮)	৯৫ (২.৪৪)	৭৭৯ (২০.০৪২)	৪০৫ (২১.০৪)	৬৩ (৩.২৭)	৪৬৮ (২৪.৩১)
৭৫-৭৯	১৭২ (৩.৪৫)	১৯ (০.৩৮(	১৯১ (৩.৮৩)	১৪১ (৩.৬২)	১৬ (০.৪১)	১৫৭ (৪.০৪)	৯৬ (৪.৯৯)	১৬ (০.৮১)	১১২ (৫.৮১)
৮০-৮৪	১৭ (০.৩৪)	-	১৭ (০.৩৪)	১৩ (০.৩৩)	-	১৩ (০.৩৩)	৭ (০.৩৬)	-	৭ (০.৩৬)
সর্বমোট	৪৩৫৮ (৮৭.৪২)	৬২৭ (১২.৫৮)	৪৯৮৫ (১০০)	৩৩৯০ (৮৭.১৫)	৫০০ (১২.৮৫)	৩৮৯০ (১০০)	১৬৬৩ (৮৬.৩৯)	২৬১ (১৩.৬১)	১৯২ (১০০)

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ২০০২ (৬)

সারণী ৪.৮- প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ন পদে নারী - পুরুষের অবস্থানের চিত্রঃ

পদ	মোট	পুরুষ	মহিলা	শতকরা
	৪৩৬৯	৩৯৯৬	৩৭৩	৮.৫
সচিব	৪৯	৪৮	১	২.০
অতিরিক্ত সচিব	৫৫	৫৪	১	১.৮
যুগ্ম-সচিব	২৭৫	২৭১	০৫	১.৫
উপ-সচিব	৬৫৯	৫৫২	৭	১.১
সিনিয়র সহকারী সচিব	২২১৪	২০১৪	২০০	৯.০
সহকারী সচিব	১১১৭	৯৫৭	১৬০	১৪.৩

সূত্রঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ২০০০(৭)

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা বিভিন্ন বি, সি, এস পরীক্ষার নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী কোটার পরিস্থিতি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৪.৯-বি, সি, এস পরীক্ষায় নিয়োগে নারী কোটা পরিস্থিতিঃ

বি, সি, এস পরীক্ষা	সাল	প্রাপ্য পদ	প্রাপ্ত পদ সংখ্যা	প্রাপ্ত ও প্রাপ্য পদের তুলনামুরক হার
৭ম	১৯৮৫	২৫৩	২৫৩	১০০
৮ম	১৯৮৬	২১২	২১২	১০০
৯ম	১৯৮৮/৯৮	১০৭	৮৩	৭০.৯
১০ম	১৯৮৯/৯০	১১৯	৪৬	৩৮.৭
১১শ	১৯৯০/৯১	১১৯	৪৪	৩৭.০
১২শ	১৯৯১/৯২	১৪১	৬২	৪৪.০
১৩শ (বিশেষ)	১৯৯২	১৯৭	১২৬	৬৪.০
১৪শ	১৯৯৩	১১৪	৬৭	৫৮.৭৭
১৫শ (বিশেষ)	১৯৯৪	১৩৭	১১২	৮১.৮

সূত্রঃ সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯৯ (৮)

সারনী: ৪.১০-পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে সহকর্মী হিসাবে একজন নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কিরূপ দায়িত্ব পালন করেন তার বিবরণঃ

দায়িত্বের ধরণ	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
ক) প্রশাসনিক দায়িত্ব	৩	১২
খ) তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন	৫	২০
গ) উভয় (ক+খ)	৫	২০
ঘ) বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব	১০	৪০
ঙ) বিচার কার্য	২	৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৪.১১-শিক্ষক, জনসাধারণ, নারী সংগঠনের সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা সম্বন্ধে মতামতের বিবরণঃ

	শিক্ষক	শতকরা	জনসাধারণ	শতকরা	মহিলা সংগঠনের সদস্য	শতকরা	অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন মহিলা কর্মকর্তা	শতকারা
হ্যাঁ	২	২০	১২	৮০	২	৪০	১	১০
না	৮	৮০	৩	২০	৩	৬০	-	১

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে সিভিল সার্ভিসে নারীদের অংশ গ্রহনের মাত্রা ছিল খুব কম । ১৯৭৫ সালের পর প্রশাসন এবং পররাষ্ট্র বিভাগের নারীদের অংশ গ্রহণের উপর যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা অপসারণ করা হয়। কিন্তু সংস্কৃতিগত দূরত্বের (Cultural gap) কারণে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের সিভিল সার্ভিসে উপস্থিতি সহজভাবে গ্রহণ করা হয়না। এমনকি প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ অধীনস্থ হিসেবে নারী কর্মকর্তাকে বিগত দশকেও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করে নেয়নি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে গণমুখী কল্যাণকর ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের প্রশাসনকে পূনর্গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানে নারী পুরুষের সমন্বিত অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে। ১৯৮২ সালে বি, সি, এস পরীক্ষা নামকরণের পর, ১৯৮৩ সাল থেকে ক্যাডার সার্ভিসে নারীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দশকে মহিলারা বি, সি, এস-এর সব ক্যাডারে তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করেছে। যদিও প্রশাসনের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের হার এখনও আশানুরূপ নয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বিগত কয়েক বৎসরে প্রশাসনের উচ্চতর পদে মহিলা কর্মকর্তারা সীমিত পরিসরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তারা অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাদের কর্মদক্ষতার পূর্ণ স্বাক্ষর রাখছে। নারীদের অতীতে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে অনুপযুক্ত ভেবে অধিকতর সুবিধাজনক কর্মস্থল হিসাবে শহরে বা বিভাগের অধিদপ্তর অথবা পরিদপ্তরে পোষ্টিং দেয়া হতো। এখন নারীদের নিরপেক্ষতাকে কেন্দ্র করে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং নারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে ।

কর্মক্ষেত্রে পুরুষ-সহকর্মীরা এখন নারী-কর্মকর্তাদের তাদের সহকর্মী হিসাবে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে করনীয় দায়িত্ব সম্পাদন করছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অধীনস্থ হিসাবে নারী কর্মকর্তাদের করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে উৎসাহিত করছে বলে প্রমান পাওয়া যাচ্ছে (৯)।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগন ও অভিভাবকদের মনোভাব এখন পরিবর্তন ও নমনীয় হচ্ছে। ফলে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অনেকটা দূরীভূত হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেককে বাদ দিয়ে যে উন্নয়ন সম্ভব নয় এ ধারণা যেমনি সরকার অনুধাবন করতে পারছে তেমনি দেশের আপামর জনসাধারণও উপলব্ধি করছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী

৫.১-বিভিন্ন পেশাজীবি ও গৃহিনীদের প্রশ্নোত্তর/মতামতের একটি সমীক্ষা:

নারীর ক্ষমতায়ন তথা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন -এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,এনজিও কর্মি, প্রকৌশলী, চিকিৎসক,প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, গৃহিনীসহ সাধারন মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও মতামত সম্বলিত মাঠ পর্যায়ে একটি প্রশ্নোত্তর ও সাক্ষাৎকারমূলক সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয় যার ফলাফল ও বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

বিভিন্ন পেশার লোকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল-বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা যে হারে অংশগ্রহণ করছে তা কি যথেষ্ঠ ?
এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার নিম্নরূপ:

যথেষ্ঠ নয়	যথেষ্ঠ
৯৮%	০২%

জানতে চাওয়া হয়েছিল-বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব কতখানি বা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজন আছে কি ?
এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার নিম্নরূপ:

প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন নেই
৯৫%	০৫%

জানতে চাওয়া হয়েছিল-বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা দরকার?
এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার নিম্নরূপ:

শিক্ষা	সন্ত্রাস দমন	পরিবেশ সৃষ্টি	সুযোগ সৃষ্টি	আইন তৈরী
৯৯%	৯৫%	৮৫%	৬০%	৫০%

Dhaka University Institutional Repository

জানতে চাওয়া হয়েছিল-সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা কি অপরিহার্য ?

হাঁ	না
৫০%	৫০%

জানতে চাওয়া হয়েছিল-বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর স্বল্প অংশগ্রহণ এবং দূর্বল ক্ষমতায়নের কারণ কি? প্রাপ্ত প্রধান প্রধান কারণগুলো ও এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

শিক্ষার অভাব	৯৯%
অসুস্থ রাজনৈতিক চর্চা	৯৯%
সুষ্ঠু পরিবেশ ও নিরাপত্তার অভাব	৯৫%
সচেতনতার অভাব	৫০%
পুরুষের সহযোগিতার অভাব	৫০%
সুযোগ সুবিধার অভাব	৫৫%
পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা	৫০%
ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা	৪০%
সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	৪০%
অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা	৭৫%
কুসংস্কার ও মর্যাদাহানীর ভয়	৬০%
নারীর অমর্যাদা	৮০%
পুলিশী নির্যাতন	৬৫%
নারীর আগ্রহের অভাব	৪০%
যোগ্যতার অভাব	৭০%

জানতে চাওয়া হয়েছিল: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেলে যৌতুক প্রথা হ্রাসে এবং নারী নির্যাতন হ্রাসে সহায়ক হবে ।

হাঁ	না
৮০%	২০%

Dhaka University Institutional Repository

জানতে চাওয়া হয়েছিল: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য গ্রামীন নারী সমাজের গুরুত্ব আছে কি ?

হাঁ	না
৯০%	১০%

জানতে চাওয়া হয়েছিল: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে পারিবারিক বন্ধনে(Family Ties) কোন প্রভাব বিস্তার করবে কি না ?

হ্যাঁ	না
৫৫%	৪৫%

জানতে চাওয়া হয়েছিল: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হলে তাকে রাজনীতিতে অধিক সময় দিতে হবে,ফলে পারিবারিক কলহ বাড়বে এবং পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হবে ঃ

হ্যাঁ	না
৬৫%	৩৫%

জানতে চাওয়া হয়েছিল: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহণের ফলে ইসলামী মূল্যবোধ বিনষ্ট হবে কি ?

হ্যাঁ	না
৫০%	৫০%

জানতে চাওয়া হয়েছিল: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহণের ফলে দূর্নীতি হ্রাস পাবে, উন্নয়ণ গতিশীল হবে -

হ্যাঁ	না
৫৩%	৪৭%

Dhaka University Institutional Repository

জানতে চাওয়া হয়েছিল: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহণের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে কিন্তু প্রশাসনিক গতি ব্যাহত হবে ফলে উণ্নয়ণ বাঁধাগ্রস্থ হবে কি?

হ্যাঁ	না
৪৪%	৫৬%

জানতে চাওয়া হয়েছিল: ক্ষমতায়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো অধিকার প্রতিষ্ঠা; এ প্রসঙ্গে মৌলিক ক্ষেত্র সমূহে বাংলাদেশের নারী সমাজের কতখানি অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে ?

ব্যাক্তি স্বাধীনতায়	সম্পদ অর্জনে	সিদ্ধান্ত গ্রহণে	সুযোগ-সুবিধায়	আইনি ক্ষেত্রে
১৭%	১০%	১২%	২১%	২৫%

মাঠ পর্যায়ের উক্ত সমীক্ষামূলক কাজটি থেকে উপরোরিল্লিখিত তথ্য ছাড়াও আরও যে সব বিষয়াদি পাওয়া গেছে এখানে তার সংক্ষিপ্ত একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে পুরুষ ও নারী, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেনীভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষন করেছেন। যেমন- বেশীরভাগ শিক্ষিতজন বলেছেন নারীদের অবশ্যই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। আবার অনেকে বলেছেন নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন নেই যারা বলেছেন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, দেখা গেছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম এবং প্রগতিশীল চিন্তা করেন না । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতীক্রমও লক্ষ্য করা গেছে । যেমন অনেক কম শিক্ষিতরাও নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলে জোরালো অভিমত ব্যাক্ত করেছেন । এদের বেশীরভাগই নারী এবং বয়সে প্রবীণ । অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর সংখ্যা এতই কম যে, নারীর সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক এমনকি ব্যাক্তিগত বিষয়াদি পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় । ফলে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়না । অথচ নারীর প্রতিনিধিত্ব নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

করলে অথাৎ নারীরা ক্ষমতায়িত হলে নারীর সমস্যা নারী বুঝতে পারবে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মূল সমস্যা সমাধান হবে ।মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে ।

অনেকে অভিমত দিয়েছেন যে,বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় মিডিয়া বা প্রচার যন্ত্রগুলো যে ভূমিকা পালন করে তাতে বিরোপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । ইদানিং লক্ষনীয় যে, মাঠ পর্যায়ের রাজনীতিতে যেমন সভা-সমিতি, মিছিল-মিটিংএ অংশগ্রহণকারী নারীদের আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে যেভাবে প্রচার করা হয় তাতে নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ হারায় । এমনকি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে বাধাগ্রস্থ ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে । এ ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাও অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক সমালোচনামূলক। কোন সভ্যদেশে রাজনৈতিক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে পুলিশের এরূপ আচরণ কদাচিৎ নজরে পড়ে । সব সভ্য সমাজেই মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান এবং সেখানে পুলিশের ভূমিকা থাকে সহায়ক কিন্তু আমাদের দেশে এ বিষয়টি দঃখজনকভাবে বিপরীত । আর মিডিয়াও পালন করে রম্যরসাত্বক ভূমিকা ।

অনেকে বলেছেন যে, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ তথা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন । আবার এ বিষয়টিও দেখা গেছে শুধুমাত্র শিক্ষিত নারীদের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ না করে বরং সংখ্যাগরিষ্ট গ্রামীন নারী সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে ।

বেশীরভাগ গৃহিনীরা বলেছেন নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে গৃহস্থালি কর্মকান্ড এবং সন্তানদের দেখাশুনায় ব্যঘাৎ ঘটে । সুতরাং এ পর্যায়ে যে বিষয়টি প্রতিয়মান হয় যে, বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সুশিল ও ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যাবস্থা গড়ে তোলা দরকার ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও নারী উন্নয়নঃ

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে সনাতনী ধ্যান ধারণা। কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে সেখানে নতুন নতুন মূল্যবোধ ও প্রগতিশীল চিন্তা চেতনা বিকাশ লাভ করছে। বিকাশমান এই সভ্যতার পথ ধরেই সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব গড়ে তুলতে পুরুষের পাশাপশি সমান ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসছে নারী সমাজ। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজ ব্যবস্থায় সমাজপতিরা নারীকে জন্মের পর থেকেই নারী হিসেবে দেখে আসছেন মানুষ হিসাবে নয়। অথচ যেখানে একজন নারী প্রথমে মানুষ, পরে সে নারী। প্রকৃতি কখনো অস্বাবিকতাকে গ্রহণ করেনা। তাই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই হোক কিংবা মানব সভ্যতার প্রয়োজনেই হোক নারী সমাজ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই এগিয়ে এসেছে। জায়গা করে নিয়েছে তার ইচ্ছামতো সামাজের প্রতিটি স্তরে। আজকের সমাজে নারীর যে অবস্থান তৈরী হয়েছে তা হঠাৎ করে হয়নি এর পেছনে রয়েছে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের পটভূমি, আজকের সমাজে নারী জাগরনের অন্যতম ভূমিকা বেগম রোকেয়া থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম প্রমুখ অন্যতম। এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজের সকল বাধাকে অগ্রাহ্য করে নারী মুক্তি আন্দোলনে কিংবা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ সকল মহান ব্যক্তিত্ব অসাধারণ অবদান রেখেছেন। নারী সমাজকে দিয়েছে মুক্তির দিক নির্দেশনা। নারী একদিকে তার সহজাত মায়ের মমতা স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলেছে তার সুখী-সুন্দর গৃহকোন। অপরদিকে তার মেধা ও মননের বিকাশেরর মাধ্যমে সমাজ জীবনে রেখেছে এক কার্যকর ভূমিকা। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মাদার তেঁরেসা তার সেবার মহিমা প্রচার করে গিয়েছেন সারা বিশ্বে। নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অশিক্ষা, কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে সমাজ এক বিরাট জনশক্তিকে উপেক্ষা করেছে মাত্র। বাংলাদেশ তার পেশা শিল্প থেকে রফতানী খাতে যে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে চলেছে তার পেছনে বেশীর ভাগ শ্রম এই নারী সমাজের। আমাদের দেশের দরিদ্র নারী সমাজ অতি সস্তায় তার শ্রম বিক্রি করে থাকে। অবশ্য এর জন্য বিভিন্ন কারণও আছে। তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। আজকের দিনে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী সমাজ যোগ্যতায় তার আসন তৈরী করে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যে নারী জাগরনের সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর এবং ১৯৭১ সালে যুদ্ধে নারী সমাজের সাহায্যের ভুমিকা মানব সমাজে যে জাগরনের সৃষ্ট করেছিল সে জাগরনে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর হলেও আমাদের মত একটি স্বপ্নোন্নত দেশ আজ তার সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে মাত্র। তাই নারী আজ শুধু এজন গৃহিনী নয়, এর বাইরেও রয়েছে তার পরিচয়। সে পরিচয় আদর্শ মানবতার। তৃতীয় বিশ্বের এই দেশটির প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। আর এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অবহেলা করে অন্ধকারের অশিক্ষায় ডুবিয়ে রেখে এ দেশের সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারী সমাজকে এগিয়ে আসার পথ তৈরী করে দিতে হবে। আর এই পথ সুগম ও সহজ করে দেওয়ার দায়িত্ব এ মহান মানব জাতির পুরুষের উপর। যাতে করে নারী সমাজ নিজ যোগ্যতানুসারে দেশ গঠনে ভুমিকা রাখতে পারে। কিন্তু নারীকে বুঝতে হবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় নারীকেই মুখ্য ভুমিকা পালন করতে হবে। নিজেকে সকল সংস্কার থেকে মুক্ত রেখে আধুনিক মানুষে পরিনত করতে হবে। সকল কুসংস্কার, হীনমন্যতা ও আরোপিত বিধি নিষেধের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গতে হবে। আর এ শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে গিয়ে আধুনিকতার নামে উগ্রতা নয়। পুরুষতন্ত্রের প্রতিহিংসা নয়, নিজ মেধা ও মানবের উৎকর্ষতার মাধ্যমেই আনতে হবে এ পরিবর্তন। যেখানে পুরুষ ও সহায়ক ভুমিকা রাখতে পারে। কেননা নারী মুক্তি কিংবা মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বলতে পুরুষ বিদ্ধেষ নয়, নারীর নিজ অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনকেই বুঝায়। নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কোন সমাজেই নিজেকে সভ্য সমাজ হিসাবে দাবী করতে পারেনা। আজকের দিনে তাই আমাদের সফলের প্রত্যাশা নারীকে দেশের সকল কর্মকান্ডে গুরুত্ব দিতে হবে। নারী পুরুষের সম প্রচেষ্টায় আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো সোনার বাংলাদেশ। আর এ জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী সমাজের অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির। যার মাধ্যমে নারীরা নিজেকে দাড় করাতে পারবে বিশ্ব সভায় মানবের কাতারে।

ধীরে ধীরে সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে। সেই সাথে সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন হচ্ছে। আর একই সাথে পরিবর্তন হয়েছে নারী সমাজের। নারীরা আজ সংগ্রাম করছে, আন্দোলন করছে, সর্বোপরি রাষ্ট্র পরিচালনা করছে নারীরা আজ সোচ্ছার হয়ে জেগে উঠেছে (১)।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ সামাজিক প্রেক্ষিত ও নারী নির্যাতন ঃ

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর জন্য সব থেকে দুঃখজনক হলো যৌতুক, নির্যাতন ও সম্পত্তির অসম বন্টন প্রভৃতি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী বলতে কন্যা, জায়া, জননী- এ তিনটি রূপকেই বোঝানো হয়ে থাকে। জৈবিকভবে একটি শিশু স্ত্রী-অঙ্গ নিয়ে জন্মালেও জন্মলগ্নে সে জানে না, সে নারী না পুরুষ। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে পরবর্তীতে তাকে নারী করে তোলা হয় এবং তাকে বাঁধা হয় নানা রকম বিধি নিষেধে। মেয়েরা এরকম হবে, আর ছেলেরা ওরকম" এর বাইরে গেলেই সে বিচ্যুত হবে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে, এই ধারণা ঢোকানো হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক আরোপিত এই লিঙ্গ-বিভাজন নারীর জন্য বয়ে এনেছে পদে পদে বঞ্চনা ও নির্যাতনের ইতিহাস। সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের পুরুষের সাথে সম-মর্যাদায় বিচরণ করতে একবারই দেখা যায়, তা হলো সমাজ সংগঠনের উষা লগ্নে। তারপর সমাজের ইতিহাস নানা বাঁকে মোড় নেয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন, কিন্তু নারীদের অবস্থা সব সময়ই একই রকম রয়ে গেছে। তারা 'Man's world' বা পুরুষের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মাত্র। তাদের কোনো নিজস্ব পৃথিবী নেই যার মালিক তারা নিজেরাই ।

বর্তমানে আমরা এমনই এক বিশ্বে বসবাস করছি যেখানে নারীরা শাসিত হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক। পিতৃতন্ত্রে পুরুষরা নারীদের নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষরা নারীদের অধস্ত ন রূপে দেখে। পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বত্রই পুরুষরা ক্ষমতার অধিকারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, ক্ষমতা, গণমাধ্যম প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরে পুরুষরাই অগ্রাধিকারের সুবিধা ভোগ করে। বাংলাদেশ এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেরা ছোট বেলা থেকেই শিখে যায় যে শুধু পুংলিঙ্গ নিয়ে জন্মানোর ফলেই সে কিছু বাড়তি সুযোগ আজীবন পেয়ে যাবে এবং সে এভাবে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর ভাবতে শুরু করে। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশের আইন, প্রবাদ, সাহিত্য, ছড়ায়, রূপকথায়, কবিতায়, সিনেমায় ও বিজ্ঞাপনে এই পুরুষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমান খুঁজে পাওয়া যায়। মেয়েরা মানুষ হতে থাকে ছেলেদের বিপরীত লক্ষণগুলো নিয়ে, তাদের শিরায় শিরায় ঢুকে যায় এই বোধ যে, পুরুষের আশ্রয়ে অনুগত থাকাই মেয়েদের আদর্শ, তাদের কোনো ইচ্ছা থাকবে না, পছন্দ থাকবে না, সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

বিধি-নিষেধ পালনের এক যন্ত্রে তাদেরকে পরিণত করা হয়। কারণ তারা মানুষ নয় মেয়ে মানুষ।

একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সুষম উন্নয়ন নির্ভর করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্যের সমান অংশীদারিত্বের ওপর। তাই সংগত কারণেই সমাজ বা রাষ্ট্রে নারী অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বর্পর্ণ । আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ১৯৭৫ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ যে ঘোষণা দেয় তাতে উল্লেখ করা হয় সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের কথা। আরো উল্লেখ করা হয় আন্ত র্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তির ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা সম-অধিকার, সম-সুযোগ এবং সম-দায়িত্বের কথা। The status of women has been defined as the degree of women's access to (and control over) material resources (including food, income, land and other form of wealth) and to social resources (including knowledge, power and prestige within the family, in the community and in the society at large. জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে- বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনায় নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিলোপ ও একবিংশ শতাব্দীতে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা হলো মানবাধিকারের বিষয় এবং সামাজিক ন্যায়-বিচারের একটি মূল শর্ত। এটি সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তির জন্যও একটি পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশুসহ সুবিধা বঞ্চিতদের প্রতি বিশেষ নজরের কথা বলা হলেও নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের প্রতিফলন সমাজে খুব একটা প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হয়না। সমাজের যে কোনো ক্ষেত্রেই নারীরা চরম অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার। নারীদের নির্যাতিত হবার ঘটনা শহর, গ্রাম নির্বিশেষে সর্বত্রই লক্ষনীয়। ঘরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রেই নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। এমনকি পুলিশ যে অসহায়কে আশ্রয় দিবে তার কাছে পর্যন্ত সহায়তা চাইতে গিয়ে নারী নির্যাতিত হবার ঘটনাও এদেশে ঘটছে । আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতনের গতি-প্রকৃতি, কারণ, মাত্রা এবং সমাধান ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে মূলত মাধ্যমিক উৎস হতে সংগৃহীত কিছু তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন বলতে নারীদের ওপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোনো ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়। নারীর যে কোনো অধিকার খর্ব বা হরণ করা এবং কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

বা যেকোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করাও নারী নির্যাতনের অন্তর্গত। Sub-Regional expert Group Meeting on Eliminating Violence Against Women-এ প্রদানকৃত নেপালের Center for Women and Community Development-এর Country Report -এ নারী নির্যাতন সম্পর্কে বলা হয়,"Violence against women is not just an assault against an individual but against women's personhood, mental or physical integrity or even freedom of movement on account of their gender. It is clearly based on the unequal power relations between men and women underlying which is the partiarchal social structure that is constructed, reinforced and perpetuated by socio-political institutions put in place by men and which thereby ensure that men, by virtue of their gender have power and control over women and children. Therefore, violence against women is well defined as ... any act of gender based violence that results or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life." বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোনো কাজ অথবা আচরণকে বোঝাবে, যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও এ ধরনের কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালীভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণও বোঝাবে। অর্থাৎ নারী নির্যাতন বা নিগ্রহ বলতে নিম্নবর্নিত বিষয়গুলো বোঝাবে ঃ

(১) পরিবারের অভ্যন্তরে শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন- প্রহার, কন্যা-শিশুর ওপর যৌন-নিগ্রহ, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন এবং অন্যান্য প্রথাগত যন্ত্রণাদায়ক রীতি, স্বামী কর্তৃক বা স্বামীর পরিবারের অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতন এবং নারীকে কোনো কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের জন্য নির্যাতন।

(২) সমাজের মধ্যে নারীর প্রতি শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন, ধর্ষণ, যৌন-নিগ্রহ, যৌন-হয়রাণী এবং কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভীতি প্রদর্শন ও উত্যক্ত, নারী অপহরণ এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা;

(৩) নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বা নারী নির্যাতন বলতে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ে হত্যা, পরিকল্পিত ধর্ষণ, যৌন-দাসত্ব এবং জোরপূর্বক গর্ভধারণ করানোও অন্তর্ভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নারীই হচ্ছে এখন নির্যাতনের লক্ষ্য-বস্তু। যুদ্ধ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সহজ উপায় হলো নারীকে নির্যাতন করা। সর্বকালে এবং সর্বযুগে নারী নির্যাতন ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। শুধু যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটছে। পৃথিবী উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেলেও নারী নির্যাতন অনেক ক্ষেত্রে 'আইয়ামে জাহেলিয়ার মতোই রয়ে গেছে (২)।

নারী নির্যাতন বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশে নারী ও কন্যা-শিশু ধর্ষণ, নারী হত্যা ও নির্যাতন, নারী ও কন্যা-শিশু পাচার, যৌন হয়রানী ও যৌন-শোষন এবং নারীকে বিশ্ব বাজারে পন্যে পরিণত করার ঘটনা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে তা সর্বকালের নারী নির্যাতনের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। নির্যাতিত নারীদের মধ্যে সিংহভাগ হলো কর্মজীবি নারী ও গৃহবধূ। নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নীচের সারনিতে পদ মর্যাদা ভেদে কর্মজীবি নারীদের উপর নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে সম্যক ধারণা উল্লেখ করা হলোঃ

সারণী ৫.১ পদমর্যাদা অনুযায়ী কর্মজীবি নারীর ওপর নির্যাতনের ধরনঃ

পদমর্যাদা	ধর্ষণ	হত্যা	যৌন- হয়রানীর উদ্দেশ্যে আক্রমণ	মোট
গৃহপরিচারিকা	৩৫	১৬	৮	৫৯
গার্মেন্টস কর্মী	২৬	৫	১	৩২
চাকুরী	১৫	৪	৩	২২
দিন মজুর	২	৩	১	৬
মোট	**৭৮**	**২৮**	**১৩**	**১১৯**

সূত্র ঃ Ittefaq, Prothom Alo, Bhorer Kagoj, Daily Star, Janakanthha, Independence, July 2000-March 2001.

নারী নির্যাতনের মধ্যে অন্যতম প্রধান দিক হল যৌন নিপীড়ন। কর্মজীবি নারীরা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। এর ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ হ্রাস পায়। নীচের সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নারীদের ওপর যৌন নিপীড়নের মাত্রা তুলে ধরা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারনী ৫.২কর্মজীবী নারীদের উপর যৌন নিপীড়নের মাত্রা(জানুয়ারী - ডিসেম্বর- ২০০০)

কর্মক্ষেত্র	নির্যাতিতের সংখ্যা
গার্মেন্টস কর্মী	৩৩
গৃহপরিচারিকা	১৩
এনজিও কর্মী	০২
কটন মিল কর্মী	০২
সরকারি চাকুরিজীবি	০১
জুতোর ফ্যাক্টরি কর্মী	০২
টেক্সটাইল মিল কর্মী	০১
কোল্ড স্টোরেজ কর্মী	০১
চা কারখানার কর্মী	০১
নির্মাণশিল্প কর্মী	০১
বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী	০১
মোট	**৫৮**

সূত্র ঃ Annual Report 2000. Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ও ঘৃন্য নৃশংসতম নির্যাতন হচ্ছে নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ। বিভিন্ন কারণে আমাদের সমাজে নারীদের প্রতি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে । খুব কম দিনই রয়েছে যেদিন সংবাদপত্রে দেশের কোনো না কোনো স্থানে নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপের ঘটনার খবর খুজে পাওয়া যায় না। বিকৃতরুচির পুরুষেরা উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ ছাড়াই নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপের মতো জঘন্য কর্মে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করে না। অবশ্য এ বিষয়ে সব পুরুষকে ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করা সমিচিন হবে না কারণ এসিড নিক্ষেপের প্রেক্ষাপটে অনেক পুরুষই ঘৃনা ও দিক্কার দিয়ে যাচ্ছেন॥ তবুও যেহেতু এটা নারীদের দ্বারা না ঘটে কেবল মাত্র পুরুষদের দ্বারাই ঘটে তাই এর দায় দায়িত্ব পুরুষকেই বহন করতে হবে ।ধর্ষণ বা রেপ আমাদের সমাজের আরেকটি ঘৃণ্য অপরাধ। যদিও পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ধর্ষণের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ধর্ষণ নারীদের প্রতি সন্ত্রাসের একটি আদিমতম রূপ। এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে একটি মেয়ের চেহারার বিকৃতি ঘটে কিন্তু ধর্ষণের ফলে একটি মেয়ের জীবনের সকল কামনা বাসনার মৃত্যু ঘটে। সামাজিক অবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ পারিবারিক সামাজিকীকরণ ও নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি এই ভয়াবহ অপরাধকে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হিসেবে প্রভাবিত করছে। ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক একটি প্রবণতা হচ্ছে পুলিশ বা আইন শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণ। মূলত ধর্ষণ মানবতার ভয়ংকর এক নিগ্রহ বাংলাদেশের নারীরা প্রতিদিন যার মুখোমুখি হচ্ছে অত্যন্ত নির্মমভাবে। সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায় আজ এর চিত্র প্রতিনিয়ত দেখা যায় (৩)।

৫.৪ নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রেক্ষাপটঃ

জেন্ডার-ভিত্তিক নারী নির্যাতন ক্ষমতার বলয়ে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই অসম জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়টি ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক রীতিনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন নারী-পুরুষের এই অসম সম্পর্কের ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছে এবং অদ্যাবদি সেভাবেই চলছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবস্থানের অসমতা, নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করেছে এবং জীবনের ক্ষেত্রে এই দুই সহযোগীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে বৈষম্যের পাহাড়। পারিবারিক পরিমন্ডলে সহস্র বছরের সামাজিকীকরণের ফলে সর্বক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্যের এ অবস্থাটি নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং নারীও এতকাল । জেন্ডার বৈষম্য ও তার অধঃস্তন অবস্থা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত অবস্থা এতই মজবুত যে, বিষয়টি খোদ নারীদের মধ্যেও আজও সঠিক বোধগম্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি ।

যৌন-আচার-আচারণে নিয়ম শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় বিবাহের ভূমিকা সাম্প্রতিক কালে আমাদের সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। দারিদ্রের প্রচন্ড চাপ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-এশীয় জনবহুল দেশগুলোতে প্রবলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েই চলেছে। বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর অর্থনৈতিক চাপ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দিন দিন জীবনযাত্রার ব্যয় অপ্রতিরোধ্য ও অচিন্তনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। সুতরাং কেবল ঘরে নয়, বাইরেও মেয়েদের পদচারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। ফলে কিছু অসৎ চরিত্রের লোকের লালসা চারিতার্থের সুযোগও হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, এতে লম্পট কিছু নারীর ও যোগসাজস রয়েছে।

তাছাড়া রয়েছে পুঁজির শাসন, পুঁজি সর্বদাই মুনাফা বৃদ্ধির নতুন নতুন সুযোগ সন্ধান করে বেড়ায়। সাম্প্রতিক কালে সেক্স ইন্ডাস্ট্রি সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী শিল্প। এ শিল্প ড্রাগ ব্যবসায়কেও পেছনে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। এ শিল্প পুরানো দিনের মতো আর স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এ শিল্পের বাজারকে বিশ্ব বাজারে পরিণত করেছে। এ শিল্পের এজন্টরা দরিদ্র দেশের সর্বত্র ওৎ পেতে আছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারগুলোর বিশেষত যাদের অবস্থান সীমান্তবর্তী এলাকায় অল্প বয়েসী মেয়েরা এসব এজেন্টেদের মিথ্যা প্রলোভনের শিকারে পরিনত হচ্ছে । সে কারণেও বাংলাদেশ সম্প্রতি নারী ও কন্যা-শিশু পাচারের ঘটনা দ্রুত বেড়ে চলেছে। অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব অর্জন স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। বহু বিবাহের কারণে স্বামীর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ থাকে। এতে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি দাম্পত্য-কলহের সৃষ্টি করে। এছাড়া স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। এগুলো নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

সাম্প্রতিক কালে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে যৌতুক প্রথাকে চিহ্নিত করা যায়। সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই যৌতুকের মাধ্যমে বিবাহ হচ্ছে । যৌতুকের দাবি পূরণকে কেন্দ্র করে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা যেমন নির্যাতিত হচ্ছে তেমনি উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতেও যৌতুকের পরিমাণের ওপর স্বামীর পরিবারের সম্মান ও মর্যাদা নির্ভর করে। গ্রামের নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নারী-নির্যাতনের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌতুক প্রথা। যৌতুকের দাবীকে কেন্দ্র করে মানসিক ও দৈহিকভাবে নির্যাতন চালানোর ফলে নারীদের মধ্যে আত্মহত্যা এবং হত্যার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উপর নারীর তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জমি-জমা লাভ করা, ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া, ঋণ নেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের বাধা দেওয়া হয়। পরিবারে ক্ষমতা লাভের সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এটি পিতৃতান্ত্রিক হয়ে কণ্যার স্বার্থকে গ্রাস করে এবং অপরদিকে পুত্রের স্বার্থকে দ্বিগুন মাত্রায় বৃদ্ধি করে (৪) । সামাজিকতা, সাহস, লজ্জা, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, মহানুভবতা প্রভৃতি কণ্যাকে সব ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করে । অজ্ঞতা, অসচেতনতা প্রভৃতি নারীকে পিতৃতান্ত্রিক ভয়াবহ অন্যায়কে মেনে নিতে সহায়তা করে আসছে।

অথচ নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অভাব পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা হ্রাস করেছে। অর্থনৈতিক পরিমন্ডলেও নারীর গৃহের কাজ স্বীকৃতিহীন ও পারিশ্রমিকহীন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে তাদের কাজের মূল্য খুব কম। অর্থনৈতিক বিচারে সেই দেশকেই অধিকতর সফল

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করা হয়, যারা তাদের নারীদের কাজের মূল্যায়ন করে এবং সাম্প্রতিক কালে জাতিসংঘ তাই মানব উন্নয়ন সূচকের সঙ্গে জেন্ডার-প্রেক্ষিতকে সংযুক্ত করেছে। বাংলাদেশেও সরকারী ও বেসরকারীভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আইনসহ নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী পুরুষের চাইতে নারীর অনুন্নত মানের খাবার তাদের নিচুমানের জীবন প্রদান করেছে। বাংলাদেশই কেবল একমাত্র দেশ নয় যেখানে নারীদের নিম্নমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় এবং যেখানে অনেক নারী অনাবশ্যকভাবে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। অধিকাংশ দেশে পুরুষের তুলনায় নারীদের প্রয়োজন দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে বিবেচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও নেপাল হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখনে নারীরা পুরুষের মতো দীর্ঘদিন বাঁচে না। আধুনিক জৈব-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ণয়ের দরুণ কন্যা-ভ্রুণ হত্যার ফলে অনেক দেশে নারী ও পুরুষ-লিঙ্গের মধ্যকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। কন্যা সন্তানের চাইতে পুত্র সন্তান বেশি জন্মলাভ করছে, যা ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে আশংকা করা হয় ।

কোনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজেই নিজেদের শরীরের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ নেই। অধিকাংশ সমাজেই সন্তান ধারনের বিষয়টি নারীরা নিজেরা নির্ধারণ করে না, তা নির্ধারিত হয় অন্যের বা বিশেষত স্বামী ও স্বামীর অভিভাবক দ্বারা। একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে ব্যবহার করাটাকে সব সমাজেই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বেশীরভাগ নারীই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার শিকার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা স্ত্রীকে সম্পত্তি হিসেবে দেখে, যারা দুটি প্রাথমিক ভূমিকা পালন করবে; ভ্রুনউৎপাদনকারী (মা) এবং চাকরানী (স্ত্রী) রূপে। সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠা সামাজিক প্রথা ও শাস্ত্রীয় (পুরুষ কর্তৃক প্রণিত)বিধান নারীর কর্মকান্ড ও অধিকারকে সংকুচিত করেছে। যখনই নারীরা এসব পুরুষতান্ত্রিক আইন-কানুন (বৈধ ও সামাজিক উভয়ই) ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে নিজেদের পছন্দমতো পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেছে, যাকে ও যখন ইচ্ছে তখন বিয়ে করেছে, সন্তান আদৌ গ্রহণ করবে কিনা কিংবা কখন গ্রহণ করবে নিজেরা নির্ধারণ করেছে, তখনই নারীরা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই নির্যাতিত হয়েছে এবং তাদের সামাজিক ভাবে একঘরে করা হয়েছে। স্ত্রী এবং মাতা যৌন ভোগের সামগ্রীরূপে গণমাধ্যমে নারীর প্রচলিত মিথ (myth) ও আধুনিক ইমেজ উভয়ই তাদের আত্মসম্মান বোধকে খাটো করার মাধ্যমে নারীদের নিয়ন্ত্রণ

Dhaka University Institutional Repository

করে। এসব প্রতিচ্ছবি সমাজে নারীদের পরিপূর্ণ সমান নাগরিক হয়ে উঠতে বাধা প্রদান করে।

মুলতঃ সম্পর্কের প্রতিটি পর্যায়েই পুরুষ নারীকে নির্যাতন করে চলেছে। বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটিই চরম সত্য। পুরুষ সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে কখন কিভাবে নির্যাতন করে এ বিষয়টি অনেকটা নারীর বোধগম্যতার উর্ধ্বে বলেই কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হয়। নারীর প্রতি পুরুষের এই যে আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তা পুরুষ একদিনে অর্জন করেনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সুচনাই হয় পুরুষকে এ প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষে। আর পুরুষ নিজে প্রশিক্ষিত হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা আবার এ বাবাদর্শে নারীকে দীক্ষিত করার দায়িত্বভারও গ্রহণ করে। যেহেতু অর্থনীতির মুল চাবিকাঠি প্রথাগতভাবে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের হাতে, তাই নারীরা দলে দলে পুরুষের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে বাধ্য হয় (৫)। এছাড়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন যে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে আমাদের মতো গরিব দেশের অধিকাংশ পিতারা চান তাদের কন্যা সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই স্বামী নামক অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করে নিজের বোঝা লাঘব করতে। যেহেতু একটি ভুল পন্থায় পিতা তার সমস্যার সমাধান করেন, তাই নারী নিজেকে মানুষ রূপে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার আগেই স্বামী কর্তৃক পুনঃর্বাসিত হয়ে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। পিতার এই মানসিকতা বদলাতে না পারলে আমাদের সমাজে নারীর পরিপূর্ন বাস্তবিক জ্ঞান কখনোই সম্পূর্ণ হবেনা। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার, গ্রামীন সমাজে নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, বেসরকারী ও ভলেন্টারী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ নারী নির্যাতন রোধে করণীয় কি ঃ

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে। কিন্তু এসব আন্দোলনের ফলে বিচ্ছিন্ন দুএকটি ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতনের উপর প্রভাব ফেলেনি। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন একটা প্রতিবাদমূলক শ্লোগান। কিন্তু সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রেমিক-প্রেমকার সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মূলতঃ প্রতিযোগিতা ভিত্তিক বা পরস্পর বিরোধী নয়। নারী-পুরুষ বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কতো সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং পূত-পবিত্র হবার কথা। যার ফলে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা প্রতিকারের আবশ্যকতা দেখা দিলে তার পথ ও কৌশল নারী নির্যাতনের শ্লোগান বা আন্দোলন নয় বরং সৌহার্দ্য, সমঝোতা, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমেই করা সম্ভব। শুধুমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা যাবে না। কারণ আন্দোলন চলে শহরে, বন্দরে, সভা-সমিতিতে আর নির্যাতন চলে গৃহের অভ্যন্তরে। অন্যদিকে, নারী নির্যাতন কোনো একতরফা ব্যাপার নয়। নারী কর্তৃক পুরুষকে জ্বালাতন, স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম, খিটখিটে মেজাজের কারণেও নারী নির্যাতন ঘটে থাকে। অর্থাৎ নারীর কারণেও নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পায় একথাও আমাদের বুঝতে হবে। আন্দোলন, প্রতিবাদের মাধ্যমে এ নির্যাতন বন্ধ করা যাবেনা। এই প্রবন্ধের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে বেকলমাত্র নারী নয় নারী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আসবে। সুতরাং নারী নির্যাতনের উৎসমূলে আঘাত হানা ব্যতীত শুধুমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে এর প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সংবেদনশীল মানবিক অনুভূতি এবং গুণাবলীর বিকাশ সাধনের মাধ্যমে পারিবারিক সৌহার্দ্য পুনস্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে মধুর দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উত্তম উপায়। এ ব্যাপারে নারী খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। সামাজের অন্যান্য সমস্যার সাথে রয়েছে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং একক এবং বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসাবে নারী নির্যাতনকে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

আমাদের বৈবাহিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারীই মূলতঃ যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়। অথচ আমাদের দেশে যৌতুক দেয়া ও নেয়া দন্ডনীয় অপরাধ। যৌতুক বিরোধী আইন পাশ হয়েছে ১৯৮০ সনে। কিন্ত আইন থাকা সত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক আদান-প্রদান ও যৌতুককে কেন্দ্র করে নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও গৃহবধু হত্যা বন্ধ হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত্রপক্ষ যৌতুক চাচ্ছেন আর পাত্রী পক্ষ তা যোগাচ্ছেন। কেউ যোগচ্ছেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে, কেউ স্বেচ্ছায়, খুব কম ক্ষেত্রেই এই আইন লেনদেনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে। তাই এ সমস্যা সমাধানে যত না আইনের দৃষ্টিতে দেখতে হবে তার চেয়েও বেশি বিবেচনা করতে হবে পরিবর্তিত মানসিকতা দিয়ে(৬)। যিনি যৌতুক নিচ্ছেন তাঁকে ভাবতে হবে তাঁরও একটি মেয়ে সন্তান থাকতে পারে। যৌতুক যারা দিচ্ছেন তারা হয়তো সন্ত ানের ভবিষ্যত চিন্তা করে তা করছেন কিন্তু যৌতুক দেয়াও যে অপরাধ সেই মানসিকতা ও উপলব্ধিবোধ থাকতে হবে। যৌতুক ব্যবস্থা সরাসরি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছদ্মাবরণে সমাজের মূলে গ্রথিত রয়েছে। যৌতুক প্রথার উপর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। ব্যাক্তি, পরিবার এবং সামাজিক জীবনে আমাদেরকে সর্ব প্রকারের যৌতুকের বিরোদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং বিষয়টি সকলের বোধগম্য করে তুলতে হবে।

৫.৬ -নারী ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটঃ

মানব সমাজ জ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে যত সভ্যই হোক না কেন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যাশার তুলনায় নিতান্তই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। নারীর প্রতি পুরুষের অশ্রদ্ধার প্রকাশ এ রকম একটি ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রে সভ্যতার আলো বারবার থমকে দাঁড়ায়। নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে এবং এর মাঝে সহিংসতাই প্রধান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে মানুষের মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই সমাজে বিভিন্ন রকমের বৈষম্যের মাঝে নারী-পুরুষ বৈষম্য একটি প্রধান বৈষম্যে পরিণত হয়েছে। নারী-পুরুষ বৈষম্য থেকে সমাজে এমন মূল্যবোধ বা নৈতিকতা গড়ে উঠেছে যা যুগ যুগ ধরে নারীকে অশ্রদ্ধার পাত্র রূপে স্থান দিয়েছে। কিন্তু সহিংসতার নৈতিক অবৈধতা রাষ্ট্রীয়ভাবে চ্যালেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ আইনগত দিক দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সবাই জানি যে নৈতিকতার সাথে আইনের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃড়।কাজেই সহিংসতাকে সামাজিকভাবে এবংরাষ্ট্রীয়ভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতে হবে। সহিংসতা (violence) বলতে আমরা এমন কর্মকান্ড বুঝি যা মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। সাধারনভাবে দৈহিক আক্রমণকে সহিংসতা বলে দাবি করা হয় কিন্তু এমন দাবি সহিংসতার সঙ্কীর্ণ রূপকে নির্দেশ করে। ব্যাপক অর্থে কোনো ব্যক্তি বা

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠী যখন অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর হুমকি বা বল প্রয়োগ করে অথবা ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করে তখন তা সহিংসতা বুঝায়। সহিংসতা বলতে আমরা মানসিক নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতাও বুঝে থাকি।

সহিংসতা এবং আগ্রাসন (agression) এক অর্থ বহন করে না; আগ্রাসন আক্রমনাত্মক মনোভাব বা বিবাদমূলক মনোভাবকে বুঝায়। সহিংসতা মাত্রেই আগ্রাসন কিন্তু আগ্রাসন মাত্রেই সহিংসতা নয়। সহিংস আচরণের মাঝে আক্রমনাত্মক মনোভাব আবিশ্যিকভাবেই কাজ করে, এমন আক্রমনাত্মক মনোভাব হতাশাজনিত হতে পারে, মনোদৈহিক পীড়নজনিত হতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব-কলহ দেখা দেয় তা থেকেও হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় যে আগ্রাসনের বহিপ্রকাশ হচ্ছে সহিংসতা। আগ্রাসনের উগ্র, অবিবেচনাপূর্ণ অযৌক্তিক রূপকে আমরা সহিংসতা বলতে পারি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে আগ্রাসন ও সহিংসতার পার্থককে মাত্রাগত বলা যেতে পারে। কোনো কোনো দিক দিয়ে আগ্রাসন ও সহিংসতা উভয়ই মানসিক বিকারগ্রস্থ কাজ ও ব্যক্তিকে বুঝাতে পারে ।

সহিংসতা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ দু রকমই হতে পারে। নারীর প্রতি দু ধরনের সহিংসতাই সমাজে ব্যাধির মতো ঘটে চলেছে। স্ত্রীকে দৈহিক নির্যাতন, প্রকাশ্যে নারীর প্রতি কটূক্তি, ইভ টিজিং, প্রকাশ্যে নারীকে অবমাননা করা, ধর্ষন সহিংসতার প্রত্যক্ষ রূপের প্রতিদিনের বাস্তব দৃষ্টান্ত। আবার এমনও আছে যে উচ্চশিক্ষিত নারী হয়েও সমাজে নিজ স্বাধীন মতো চলাচল করতে পারছেনা, তার বিচরণ ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখছে তারই স্বামী, অথবা বিশেষ কোনো শিল্পকর্মে নৈপূন্য ও দক্ষতা থাকলেও সমাজের বা পরিবারের পুরুষদের চাপের কারণে নারী সক্রিয়ভাবে সমাজে অবদান রাখতে পারছে না। নারী এভাবে পরোক্ষভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। পরোক্ষ সহিংসতার এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে খুবই প্রকট। এমনকি প্রতি পরিবারেই রয়েছে বললে ভুল হবেনা। এস. এস. সি ও এইচ. এস. সি পরীক্ষায় খুব ভলো ফলাফল করেছে এমন বহু ছাত্রীকে পরবর্তীতে গৃহস্থলী কর্মকান্ডের মাঝে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়েছে সেরকম দৃষ্টান্তও কম নয় প্রচুর। এমন দৃষ্টান্ত সহিংসতার পরোক্ষ রূপের একটি দিককে তুলে ধরে মাত্র। পরোক্ষ সহিংসংতাকে মানসিক সহিংসতাও বলা হয়(৭)। পরোক্ষ সহিংসতার মাধ্যমে দিনে দিনে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা রুগ্ন ও বিষন্ন হয়ে পড়ছে।বহু যুগ ধরে সমাজে নারীর আবেগ-অনুভূতিকে অনির্ভরযোগ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

অমর্যাদাকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজে পুরুষের মনে এ ধারণা এমণভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে যে নারীর প্রতি সম্মানহানিকর আচরণ প্রকাশ করতে পুরুষ অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। স্পষ্টত আমরা সমাজে দুই ধরনের মূল্যবোধের চর্চা লক্ষ্য করছি_ একটি পুরুষ মূল্যবোধ যা মর্যাদাকর ও উচ্চস্তরের এবং অপরটি নারী মূল্যবোধ যা অমর্যাদাকর ও নিম্নস্তরের। মূল্যবোধের এমন দ্বৈততা মানব-সৃষ্ট দ্বৈততা। এই দ্বৈত মূল্যবোধ দিয়ে সমাজে পুরুষ শ্রেণী তাদের কর্তৃত্বকে বজায় রাখে যেমনটি কর্তৃত্ববাদী বা পুঁজিবাদী সমাজ তাদের কর্তৃত্বকে আপামর জনগনের উপর বজায় রাখে। দ্বৈত মূল্যবোধ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এ জন্য যে যুক্তি-বুদ্ধি ও আবেগ-অনুভূতির পার্থক্য সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য তৈরী করতে পারে না। বৈষম্যের এমন ভিত্তি একেবারেই দুর্বল ও অযৌক্তিক। উল্লেখ্য যে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী আছে, জাতিগত পার্থক্য আছে কিন্তু এমন পার্থক্য দিয়ে বৈষম্য তৈরী করা যেমন অযৌক্তিক দ্বৈত মূল্যবোধের পার্থক্য দিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করাও তেমনি অযৌক্তিক।দার্শনিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে আমাদের কাছে ধরা পড়ে যে মূলত দ্বৈত মূল্যবোধ নারীকে অবহেলা ও অসম্মানের পাত্রে পরিণত করে, যে কারণে নারী প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকারে পরিণত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানুষ প্রত্যয়টি পুরুষের ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য নারীর ক্ষেত্রেও ততটুকু প্রযোজ্য।

প্রচলিত জ্ঞানবিদ্যাকে আলোচনা বিশেষের গুরুত্ব বা ব্যক্তির দিকের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা হয়। উল্লেখ্য যে প্রচলিত জ্ঞানবিদ্যা পুরুষ আধিপত্যবাদী জ্ঞানবিদ্যা। নারীবাদী জ্ঞানবিদ্যায় আন্ত-ব্যক্তিক সম্পর্ক এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ককেও গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়, যে সম্পর্ক প্রচলিত সার্বিকতার ধারণার বিপরীত। প্রচলিত জ্ঞানবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা পুরুষ চিন্তার প্রাবল্য দিয়ে প্রভাবিত বলেই এ দিকটি তাদের মাঝে কাজ করে না যে আন্ত-ব্যক্তিক সম্পর্কের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারলেই আমরা নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারি যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে (৮)।

সমাজে নারীর স্থান প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণী সত্তার মতো প্রান্তিক পর্যায়ে পড়ে আছে। মুখে আমরা যতই বলিনা কেন যে 'মানুষ' শ্রেণীতে নারী-পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভূক্ত বাস্তবে সত্য হচ্ছে এই যে এখনো নারীর মানবাধিকার পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। মানুষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেবল যুক্তি-বুদ্ধি বা আবেগ অনুভূতি নয় আত্মসচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, স্ব-শাসন বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

একচেটিয়াভাবে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলোকে কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে গণ্য করেছে এবং নারীর ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে। নারীকে যদি আমরা 'ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য করি তাহলে নারীর ব্যক্তি মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে তার উপর সহিংস আচরণ করতে পারিনা। একটি সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধ যেমন অনৈতিক তেমনি নারীর ব্যক্তি সত্তাকে অস্বীকার করাও অনুচিত। ব্যক্তি হিসাবে একজন পুরুষ যেমন একটি সত্তা, নারী ও ব্যক্তি হিসাবে একটি সত্তা। ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের সাথে পুরুষত্ব বা নারীত্বকে একীভূত করা যাবেনা। লিঙ্গ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি সত্তার দিক থেকে নারী-পুরুষ উভয়ে অভিন্ন; পুরুষকে যেমন ব্যক্তি সত্তা হিসাবে স্বীকার করা হয় নারীকেও তেমনি ব্যক্তি সত্তা হিসাবে স্বীকার করতে হবে; আমরা বলতে পারি নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ। ব্যক্তি সত্তাকে অস্বীকার করার পেছনে লিঙ্গবাদ, বৈষম্যবাদ, ক্ষমতাবাদ যুগে যুগে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করেছে; নারীর প্রতি সহিংসতার পেছনে লিঙ্গবাদ সক্রিয়ভাবে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি যে নারীর উপর নির্যাতনমূলক সহিংস আচরণগুলোকে পূর্বের মতো আর গোপন বা লজ্জার বিষয় বলে অগ্রাহ্য না করে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। নির্যাতনের শিকার যে নারী তাকে তাচ্ছিল্য না করে বরং যাতে নির্যাতনকারীর যথার্থ শাস্তি হয় সমাজের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করাই সচেতনতা-তীব্রকরণের মূল লক্ষ্য। নৈতিকভাবে নির্যাতনকারীর শাস্তি দেয়াই ন্যায় কর্ম। এমন নৈতিকতার ভিত্তিতেই আইন গঠিত হয়েছে; আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা সমাজের দায়িত্ব, রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সচেতনতা-তীব্রকরণ প্রকৃতপক্ষে নারী কণ্ঠকে নির্দেশ করে। নারী কণ্ঠ নারী-অভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে পারে। নারী অভিজ্ঞতা ব্যক্তিক হতে পারে, এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এমন কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে যা পুরুষের হতে পারে না। নারী অভিজ্ঞতা আবেগস্পর্শীও হতে পারে, এ ক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে অপরের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার মাঝে অনৈতিক কিছু নেই। কাজেই পুরুষের চোখ দিয়ে ঘটনাকে বিচার না করে নারীর চোখ দিয়ে বিচার করতে হবে। সমাজ জীবনের দৃঢ়তা নৈতিকতার বন্ধনে বৃদ্ধি পায়(৯)। সময়ের ব্যবধানে সমাজে বৈষম্যহীন নৈতিক মূল্যবোধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সচেতনতা-তীব্রকরণ পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের আলোকে নারীর স্বরূপ, অবস্থান ও অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের আলোকে নারীর স্বরূপ, অধিকার ও অবস্থান

৬.১ নারী অধিকারের ইতিকথা ও ইসলামঃ

ধর্ম ও নারীর স্বাধীনতা বা নারীর অধিকার বিষয়ে বহু প্রাচীন কাল থেকেই তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে ।ধর্ম নারীর চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে কিনা বা ধর্ম নারী প্রগতির জন্য অন্তরায় কিনা এসব প্রশ্ন আজ নতুন নয় । বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ে যুগ যুগ ধরে বাক বিতন্ডা চলে আসছে যার সমাধান অদ্যাবধি হয় নি । নারীবাদি ও প্রগতিশীলরা মনে করেন যে,ধর্ম নারী স্বাধীনতার পরিপন্থি। আসলে স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায় তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সমাজে স্বাধীনতা বলতে নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বীকৃতি দানের বিষয়টি এক ধরনের ভন্ডামী বই কিছু নয়। অনেকেই বিভিন্নভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে থাকেন যে ধর্ম নারীর কণ্ঠরোধ করে আবদ্ধ করে রাখে দেহকে। ধর্মের মাধ্যমে নারীর গতিরোধ করা হয়। তাই তারা ধর্মহীন সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে আগ্রহী। কিন্তু আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধী করা প্রয়োজন । যে স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। স্বাধীনতা বলতে ক্ষমতা বলতে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে অধিকার বা প্রাপ্তি। যে জাতিতে বা রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত তা সে নারী বা পুরুষ যা-ই হোকনা কেন যে জাতিতে বা রাষ্ট্রে মানুসের স্বাধীনতা বা স্বাধীকার পর্যাপ্ত এটাই প্রকাশ পায়। তাই এ পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন বা স্বাধীনতা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হলো।

ইসলামের অভ্যুদ্বয়ের যুগে প্রাচীন সমাজগুলোতে এবং ইসলামের অভ্যুদ্বয়ের পরে মধ্য যুগীয় ইউরোপে ও আধুনিক ইউরোপে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল ও বর্তমানে কিরূপ আছে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা হলে দেখা যায় নারীর প্রতি বিভিন্ন সমাজে ও জাতিতে এক আইনের সাথে অপর আইনের বিভিন্নতা রিয়েছে বা ছিল। কিন্তু কোন আইনেই নারীর সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলনাযা অদ্যাযধি হয়নি । তাই এ প্রসঙ্গে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যুদয়ের সমসাময়িক সময়ে বিশেষ করে ইসলাম আবির্ভাবের সমসাময়িক পূর্বের কিছু সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো (১)।

৬.২ গ্রীস, রোমান ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারীর অবস্থা;

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সে যে কোন ধর্মাবলম্বিই হোউক না কেন সৃষ্টির অমোঘ নিয়মান্ত্রিকতা ও প্রকৃতির সার্বজনিনতার মধ্যে নারী-পুরুষের এক সুশৃংঙ্খল ধারাবাহিকতা ভারসাম্যতার মধ্য দিয়ে পৃথিবী গতিশীল রয়েছে। কিন্তু মানব সমাজের সেচ্ছাচারিতা ও মানসিক বিকৃতি সমগ্র পৃথিবীর নারী সমাজকে এক অসহনীয় ও অবর্ননীয় দুঃখ-দুর্দশাময় অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ট আধুনিক চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণ মনে করেন যে প্রায় সমান সংখ্যক নারী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির উপরই যে কোন জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে ।

আমরা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে ইসলাম পূর্ব যুগের দিকে নজর দিলে দেখতে পাব সে যুগে নারীর যে মর্যাদাহীন চিত্র ছিল তা আজকের আধুনিক যুগেও ঘটে চলেছে। সেই সুদুর মধ্যযুগে কঠোর সংগ্রামময় মরুভূমির বুকে ইসলাম তার বৈপ্লবিক ও নৈতিক বাণী ও আদর্শের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈরীতা, বর্বরতা, নির্যাতন প্রভৃতি স্বার্থকভাবে প্রতিরোধ করেছিল, সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে নারী সব রকম অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, হরণ, যৌতুক প্রভৃতি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। অন্ধকার পংকিল থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এক অনন্য সাধারণ শৃংখলা, মুসলমান নারী সমাজ বিশ্বের নির্যাতিত অধিকারহীন নারীদের মধ্যে এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল। তারই প্রভাবে সমগ্র ইউরোপে সেদিন থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল অধিকার, নিরাপত্তা ওমুক্তির আবেদন ও আন্দোলন। এইসব আন্দোলন বহু দেশের শাসককে নারীর কল্যানের জন্য আইন তৈরী করতে বাধ্য করেছে। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম কর্তৃক নারীর অধিকার সংরক্ষনের আন্দোলন সূচিত হয়। কিন্তু মাঝপথে পশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে আদর্শচ্যুত হয়ে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও অধিকার ভিন্ন পথে পরিচালিত হতে থাকে ।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে প্রধানত: যৌন ও ব্যাক্ত স্বাধীনতার ভিত্তিতেই নারী স্বাধীনতায় কাঠামো দন্ডায়মান। নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা দেহকেন্দ্রিক হয়ে উঠায় পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র এক ভয়াবহ অবস্থার রূপ নিয়েছে বলে সৃষ্টি হয়েছে এক চরম উচ্ছৃংখলতা। গৃহ সংসার, সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব শূন্য এক উদ্দাম

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতা তৈরী হয়েছে সেকালকার নারীদের মধ্যে। বেশীরভাগ পুরুষের মধ্যে দেখা যায় বর্বরতা, দায়িত্বহীনতা ও পশুসুলভ রুচিহীন আচরণ। ইদানিং লক্ষ করা যায় যে, পাশ্চাত্য সমাজেই শুধু নয় উন্নয়নশীল সমাজেও এর হাওয়া লেগেছে। এ ধরনের স্বাধীনতার নামে অস্থিরতা সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে গ্রাস করতে বড় বেশী বাকী নেই । পাশ্চাত্য সমাজে সন্তান, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের দায়িত্ব কর্তব্য প্রেম-ভালবাসার আদান-প্রদান প্রভৃতির অভাবে একটি অস্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্তা গড়ে উঠেছে যা রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও হুমকির কারণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশের এবং বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মধ্যে নারী স্বাধীনতার কোন্ স্বরূপ কাম্য তা আজও জনসাধারনের মধ্যে স্পষ্ট নয়। শুধু সাধারন মানুষই নয় আন্দোলনকারী নারী বাদিদের মধ্যেও বিষয়টি স্পষ্ট কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ।বলেই মনে হয়। তাই নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি জাতীয় প্রেক্ষিতে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া দরকার। আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে কি পেতে চাই, সামাজিক স্বাধীনতা থেকে কি পেতে চাই, নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ কি হবে তা আমাদের সামনে সর্বাগ্রে স্পষ্ট ও স্থিরিকৃত হওয়া দরকার।

পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাসে নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় যে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনটি ঘটেছিল তা বহুদিন-বহুকাল আগের। আজ থেকে চৌদ্দশত বছরেরও বেশী সময় আগে ইসলামেই নারীর বিস্ময়কর আন্দোলনটি সংঘটিত হয়েছিল। নারী যখন মানুষ হিসেবেই গন্য ছিলনা, নারী যখন জুয়া খেলার পন্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো, কণ্যা সন্তান হওয়াটাকে যখন মানুষ সরাসরি অপমানকর ও লজ্জাজনক ভাবতো, কুসংস্কার আর অভাব, অজ্ঞতার তাড়নায় যখন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ ছিলনা। নারী যখন অবলিলায় হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হতো । কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার অধিকার ও মর্যাদার কোন প্রতিনিধিত্বের অবকাশ পর্যন্ত ছিলনা এমনি এক অন্ধকার আর সীমাহীন অসহায়ত্বের মধ্য থেকে ইসলাম নারী সমাজের স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি নিয়ে আসে। প্রথম নারী পায় মানুষ হিসেবে সম্মান ও অধিকারের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় নারীর প্রথম মানবাধিকার (২)।

আজকের নারী আন্দোলনের সাথে ইসলামে নারী আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, ইসলাম এমন ব্যবস্থা দিয়েছে যাতে নারীর সকল অধিকার ও

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকে অর্থাৎ ইসলাম নারীর অধিকার হরনের সব কয়টি উৎসমুখে চরম আঘাত হেনে প্রকৃত পক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কঠোর সংস্কার সাধন করেছে। পক্ষান্তরে আধুনিক নারী আন্দোলনের তত্ত্ব ও ভিত্তি কৌশল অত্যন্ত দুর্বল যা হাতীর সাথে বিড়ালের যুদ্ধ মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীর আদিকাল থেকে পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্বল আন্দোলন। যা নারীর প্রকৃত অধিকার ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও দুর্বল কর্ম-প্রচেষ্টা। তাই দেখা যায় আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খুব সামান্যই ।একথা স্বীকার্য যে, বিশ্বের সকল দেশের নারীই শিক্ষা ও ক্ষমতার অনেক পিছিয়ে আছে । প্রায় ৭০% নারী বুঝতে সক্ষম নয় যে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে অথবা অনুভব করতে পারলেও দারিদ্রতা, অক্ষমতা এবং হীন অবস্থানের কারণে সে তার অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি উথাপনেরও সুযোগ বা সাহস পায় না। পৃথিবীর কেবলমাত্র প্রগিতিশীল আন্দোলনকারীদের মাত্র প্রায় ১০% অংশ নারী এই পন্থায় উপকারী হবে। কিন্তু ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে নির্দিষ্ট তাই এর বাস্তবায়নই কেবল নারীর তৃণমুল পর্যায়ে তার ক্ষমতা, অধিকার ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এখানে বাধা হয়ে দাড়ায় ধর্ম। যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় তাদের মধ্যে বাস্তবায়ন কিভাবে ঘটবে? এ বিষয়ে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এমনকি খোদ আমেরিকা ও ইউরোপে গভীরভাবে উপলব্দী জেগে উঠেছে এবং ব্যাপক গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে বর্তমানে প্রগতিশীল পাশ্চাত্যবাদী নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হয়। নারীবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক সাধারণ নারী দ্বিধাগ্রস্থ হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক ও প্রয়োগের দিক থেকে। অনেক ক্ষেত্রে এর সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে নারীরা স্বেচ্ছায় বেড়িয়ে আসার অজুহাতে ভুল ও ভিন্নপথে ব্যবহারের স্বীকারে পরিণত হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীর পন্যমুখী ব্যবহার যা সে নিজেও বুঝতে পারে না।

প্রাচীন গ্রীস সভ্যতায় ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকে তাই প্রথম সভ্য নারী হিসেবে বিবেচনা করা চলে। প্রাচীন গ্রীসের নারীরা ছিল অত্যন্ত সতীসাধ্বী এবং তারা গৃহের বাইরে বেরোতো না বলা যায়। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল ফলে সাধারণ সমাজ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতোনা। শুধুমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচলন ছিল এবং খুব কম সংখ্যক নারী। আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায়। বাজারে তার কেনা বেচা চলতো। যে সব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো, সেখানে তার কোন স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিলনা। সারা জীবন তারা পুরুষের দাস-দাসীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। পুরুষরাই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারতো না। বৈবাহিক বিষয়েও নারীর নিজের কোন স্বাধীনতা ছিলনা (৩)।

অবশ্য স্পষ্টভাসী নারীদের প্রতি কিছুটা নমনীয়তা দেখানো হতো এবং তারা কিছু কিছু নাগরিক অধিকার পেতো। তবে এটা তাদের পক্ষ থেকে নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি বা তার প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নিদর্শন ছিলনা নারীরা এথেন্সের নারীর চেয়ে বেশী রাস্তায় বোরোতো এবং অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো। এ্যরিষ্টটল অবশ্য এ বিষয়ে স্পার্টার সমালোচনা করেছেন।দেখা গেল গ্রীগ সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহন করলো তখন নারীরা উচ্ছৃংখল হয়ে পড়লো এবং পুরুষদের সাথে অবাধে সভা-সমিতিতে মেলামেশা ও যোগদান করতে লাগলো। সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলংগ মূর্তি স্থান পায় ও প্রদর্শন করা শুরু হলো। এরপর ধর্মও নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ও অবাধ মেলামেশাকে এক সময় স্বীকৃতি দিয়ে দেয়। অবৈধ ও যৌন সম্পর্ক এমন অবস্থায় এসে দাড়ায় যে তা এক অশুভ বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। হারমোডিস ও আরাসতোজেন এর মূর্তী তার স্বাক্ষর বহন করে।

প্রাচীন রোমান সমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত রাখতে পিতা বাধ্য থাকতো না। এটি অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থায় পিতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো। পিতা ইচ্ছা করলে সন্তানকে বিক্রি করতে পারতো। যাকে পরিবারের অর্ন্তভূক্ত করা হতো তার উপর পরিবার প্রধানের সাবিক কর্তৃত্ব থাকতো। কন্যা সন্তান হলে এমন কি পুত্রবধূ, নাত বধূ, স্ত্রী এদের প্রতি কর্তৃত্বটা থাকতো জোড়ালো এবং আজীবন। এই কর্তৃত্ব এমন যে বিক্রি এবং হত্যাপর্যন্ত । ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাষ্টিনানের সময় এই বর্বর আইন সংশোধন করা হয়। অর্থনৈতিক যোগ্যতার দিক দিয়ে কন্যা শিশু বা নারীর আদৌ কোন অধিকার ছিল না। নারী বা কন্যা কোন অর্থ উপার্জন করলে তা পরিবার প্রধানের সম্পত্তি হিসেবে পরিণত হতো। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে নির্দিষ্ট হয় মায়ের সম্পত্তি মেয়ের হবে, পিতার নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলে চালু হয় যে মেয়ে বা নারীযে সম্পদ নিজের শ্রম দ্বারা উপার্জন করবে অথবা পরিবারের প্রধান ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে অর্জন করবে সে সম্পত্তি ঐ মেয়ের বা নারীরই হবে। পরিবার প্রধানের মৃত্যু হলে পুত্র সন্তান স্বাধীন হলেও কন্যারা স্বাধীন হতে পারতোনা। তখন তার নতুন অভিভাবক হতো। কন্যা নিজেকে নিজের মনোপুত কোন অভিভাবকের নিকট বিক্রি করে দিতে পারতো। এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতো তার নাম সার্বভৌমত্ব চুক্তি এভাবে পিতার নিকট কন্যার কর্তৃত্ব স্বামীর নিকট হস্তান্তরিত হতো। মোট কথা পরবর্তীকালে রোমান সমাজের জ্ঞানগত অগ্রগতি সাধিত হলে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব খানিকটা শিথিল হয় এবং তা প্রভূত্ব থেকে একধাপ নেমে তত্ত্বাবধায়ক সূলভ কর্তৃত্বের রূপ ধারন করে নাগরিক অধিকারের পথে তিনটি বিষয় রোমান আইনে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত ছিল তা হলো অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, বুদ্ধির অপরিপক্কতা এবং নারী হওয়া। প্রাচীন রোমান আইনবিদগনের দৃষ্টিতে নারীরা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন তাই তাদের নাগরিক অধিকার প্রদান করা হতোনা। আইনগত যোগ্যতার অভাবের কারণে তিন শ্রেণীর নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে চিহ্নিত ছিল। এরা হচ্ছে দাস-দাসী, বিদেশী পরিবার প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধিন স্ত্রী ও কন্যা। আর বাস্তব যোগ্যতার অভাবের কারণে যে চার শ্রেণীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচিত হতো তারা হচ্ছে ঃ

১। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা বালক বালিকা

২। বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও ঋণগ্রস্থ।

৩। ঋণগ্রস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও স্ত্রী এবং

৪। অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্ত ও অভিভাবকের আশ্রীত স্বাধীনতা প্রাপ্ত বয়স্ক নারীগণ।

সুতরাং দেখা যায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম অভ্যুদয়ের পূর্বে সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রে নারীগণ নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারতো না (৪)। যতটুকু অধিকার পেতো তা পুরুষ কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ এখানেও জেন্ডার বৈষম্য কথাটি লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার:

রাজনীতি বলতে আমরা কি বুঝি এবং রাজনীতির আওতাধীন কি কি রয়েছে এ বিষয়টি আমাদেরঅত্যন্ত স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে অধিগ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। রাজনীতি বলতে মিলেট বুঝিয়েছেন ক্ষমতা সংগঠন বা বিন্যাসকে যার সাহায্যে একদল মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে আরেকদল মানুষকে। রাজনীতি বিশ্বের সবচেয়ে বহুল উচ্চারিত শব্দ। সামরিক, শিল্প-কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান, রাজনীতিক কার্যালয়, পুলিশ-সমাজের ক্ষমতার সমস্ত ক্ষমতা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে আর অলৌকিক ঈশ্বর, রাস্ট্রপতি ও তার মন্ত্রণালয়, সমস্ত নীতি ও মূল্যবোধ দর্শন ও শিল্পকলা সবই পুরুষের তৈরী। পিতৃতন্ত্রের এটাই বড় ষড়যন্ত্র যে পুরুষ আধিপত্য করবে নারীর উপর। নারী ও রাজনীতি অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেছে একথা সত্যি কিন্তু সবক্ষেত্রে একজন পুরুষের সমান স্বাধীনতা ও স্বাধীকার প্রদান করেনি। এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় সর্বপর্যায়েই প্রযোজ্য। অনেক গবেষক ও সমালোচক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে এর বৈপরীত্যের ব্যাখ্যাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইসলামে নারীকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে কিনা বা দিলে তা কিভাবে এবং কতটুকু দিয়েছে অন্যান্য ধর্মের আলোকে তা কতখানি তা-ই এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীকে পুরুষের প্রায় সমান অধিকার দিয়েছে। তবে ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা রাজনীতির সাথে সংশ্রব ছিলনা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হিজরতের পরের জীবন থেকে প্রধানত তাঁর রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু তখন থেকে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা রাসুলে করিম (সঃ) এর জীবদ্দশায় নারীদের রাজনৈতিক অধিকার কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছিল তার স্বাক্ষর অত্যন্ত নগন্য। রাসুল করিম (সঃ) এর ইন্তেকালের পর বনু সায়েদা গোত্রের মুক্তাঙ্গনে মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতা তথা খলিফা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শের জন্য সাহাবিদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোন নারী অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা তার সত্যাসত্যি জানা যায়না । নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতো কিনা ইসলামের ইতিহাসে এধরনের বাস্তবিক কোন দলিল আছে কিনা এ বিষয়টিও অস্পষ্ট। খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর ব্যাপারে পুরুষদের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি নারীদেরও বৈঠক আহবান করতেন কিনা অথবা ঐ সব বৈঠকে নারীরা যোগদান করতেন কিনা সে বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। তবে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকান্ডে কিছু কিছু রাজনৈতিক তৎপরতায় ও যুদ্ধ-বিগ্রহে রাসুলে করিম (সঃ) এর সময় এবং তাঁর ইন্তেকালের পর পুরুষের পাশাপাশি নারীগণ অংশ গ্রহণ করতেন এমন দলিল রয়েছে। ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে নারীর জীবনের সব ক্ষতি, অপমান ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়েছে, কিন্তু সরাসরি রাজনীতিতে (বর্তমানে প্রচলিত অর্থে) অংশ গ্রহণ করেছে অথবা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য অধিকারের সংশ্লিষ্টে ইসলাম স্ববিরোধী ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়টির একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসলাম মনে করে যে, নারীর নিজের তার পরিবারের ও সমস্ত সমাজের জন্য এটাই অধিকতর কল্যাণকর যে, সে পুরোপুরি পরিবারের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ও আদুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল নারীবাদীদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য রয়েছে। এ জন্য ইসলাম তাকে সকল অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং পুরুষ তথা স্বামীকে বা পরিবারের প্রধানকে এর পুরোটাই দায়িত্ব দিয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এর মাধ্যমে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। ইসলাম নারীকে বিনা প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যাওয়া যেমন ব্যবসা বানিজ্য বা রাজনীতিতে বাধ্য করেনা। ইসলামে নারীর সর্বপ্রকার অধিকার দেয়া হয়েছে যে সে ইচ্ছা করলে প্রয়োজনে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে বা পারতো কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে ইসলামী সংস্কৃতিতে নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাত্রা অত্যন্ত অস্পষ্ট (৫)।

সাধারন রাজনীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলো ভোটাধিকার, জন প্রতিনিধিত্ব, সভা-সমিতি, রাজনৈতিক দল গঠন প্রভৃতি। নারীর জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে এসবকে কি ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার দু একটি দিক তুলে ধরা হলো। অনেক গবেষণা ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে ইসলামে নারীর ভোটাধিকারকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। নারী যদি কোন ব্যক্তির উপর তার অধিকার সংরক্ষনের দায়িত্ব ন্যাস্ত করতে চায় এবং সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে চায় তাহলে নারীকে ইসলাম এ ক্ষমতা প্রদান করেছে। যেহেতু ইসলামে নারীদের সুরক্ষার জন্য পর্দা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক তাই নারী ও পুরুষের একত্রে মেলামেশা করে এই অধিকার বাস্তবায়ন করার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই দেখা যায় ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে নারীর ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্তা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত রাজনৈতিক ধারায় নারীর জন্য যা সুবিধাজনক তা না করে পুরুষের জন্য যা সুবিধাজনক তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা হয়ে আসছে। ইসলামের নীতিমালায় যেহেতু ভোটাধিকার স্বীকৃত তাই প্রতিনিধিত্ব তথা আইন প্রনয়নে অংশগ্রহণ ও জন প্রশাসনে অংশ গ্রহণ নারীদের নিষিদ্ধ নয়। আইন প্রণয়ন বা নির্বাহী

সুতরাং আমরা এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা কি অনুমান করতে পারি যে ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করলেও ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারীর রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে ও সামাজিক ভারসাম্যহীনতা আনয়ন করবে। রাজনীতির প্রদান ধারক ও বাহক প্রদান পুরুষরাই নারীরা কেবল অন্তরালে থাকবে।

কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান এই উভয় কাজেই নারীর জন প্রতিনিধিত্ব হওয়ার অযোগ্য সাব্যস্ত করে এমন কোন বিষয় ইসলামে আছে বলে প্রমান পাওয়া যায় না বরং তা ইসলামে স্বীকৃত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে কিন্তু আমি সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাইনা। কারণ তাতে এই গবেষণায় মূল ধারা ব্যহত হবে। পরিশেষে বলা যায় কিছু বিধিনিষেধ এবং নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত।

৬.৪ ইসলামে নারীর অবস্থান ও অধিকার ঃ

নারীর অধিকার ও নারীর মর্যাদার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট ভাবে লক্ষ করা যায় যে, যে সর্বনাশা অন্ধকারের হাত থেকে ইসলাম নারীকে মর্যাদা ও অস্তিত্ব ও অধিকারের আসনে আসিন করে। ইসলামের শ্রেষ্টতম নবী, মধ্যযুগের নারী জীবনের অন্ধকার, বঞ্চনা ও সীমাহীন পংকিলতা বিদীর্ণ করে ঘোষণা করেছিলেন মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের স্বর্গ রয়েছে। কেবল মা নয় দুধ মাকেও অত্যন্ত মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে বিশ্বশ্রষ্টা মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন "নারীর সঙ্গে কোমল ব্যবহার কর (৪ঃ১৯) তারা (স্ত্রী) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ (২ঃ১৮৭), নারীদের তেমনই ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।"

নারী জাতির অধিকার সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মে এক অনুকরনীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক নীতি নারী জীবন থেকে সকল নির্যাতনের অবসান

Dhaka University Institutional Repository

ঘটায়। সমগ্র অঞ্চলের নারী সমাজের এক উজ্জল সম্মান ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা ঘটে। আল কোরআনের অমোঘ বাণী সমগ্র দেশে দেশে কন্যা হত্যা, বিক্রি ও বিয়েতে যৌতুক প্রদান সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামের সর্বশেষ নবী ও সংস্কারক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নারীদের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সম্পত্তিতে অধিকারদান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে মানব সমাজে তার সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। মানবতার পর্যায়ে পুরুষের সমান বলে গণ্য হয়। ইসলামে নারী ও পুরুষ পিতা মাতার উত্তরাধিকারের দিক দিয়েও সমান। আমাদের আধুনিক সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নারীকে জন্মগত ভাবে হেয় ও পাপের পংকিলতায় আচ্ছাদিত করা হয়। কিন্তু ইসলাম এর বিরোধীতা করে চলেছে যিনি হাওয়া সকল নারী ও পুরুষের আদি মাতা তাঁর বিশেষ কোন উত্তরাধিকার পেলে নারী ও পুরুষ উভয়ই পেয়েছে। তার কেবল নারীরা পেয়েছে পুরুষরা পায়নি এ প্রশ্ন অত্যন্ত অবান্তর ও যুক্তিহীন। ইসলাম মানসিক, শারিরীক, ধীশক্তি সব ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শারিরীক শক্তির দিক থেকেও ইসলাম নারীকে পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী করেছে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধেও নারীর অংশ গ্রহণ সমতুল্য ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধে নারীগণ অংশ নিয়েছিলেন। "তারিখে তবরারি" গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে ইয়ারমুকের যুদ্ধে নারী সৈন্য এত বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল যে তা পুরুষদের ইর্ষার কারণ হয়ে দাড়ায়। আজনীদানের (৬৩৪ খ্রীঃ ৩০ জুলাই) যুদ্ধে নারী বাহিনী অশ্ব চালনায় বিশেষ কৃতত্ব প্রদর্শন করে। সিফ্ফিনের যুদ্ধে (২৬ জুলাই ৬৫৭ খ্রীঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও মাবিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপনে নারীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এস. এম. মিত্রের ১৯১১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Position of women in Indian Life গ্রন্থের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, আব্বাসীয় যুগে বাইজান টাইনের যুদ্ধে খলিফা আল মনসুরের দুই জ্ঞাতি বোন সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। খারেজীয়দের সঙ্গে যুদ্ধকালে একজন নারীযোদ্ধা দু হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু যুদ্ধেই নারীবাহিনী ছিল এবং তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। শিক্ষাঙ্গন থেকে রনাঙ্গন পর্যন্ত ইসলাম নারীর ভূমিকাকে এক বিরল মর্যাদার আসন দান করেছে। প্রেমা গ্রহনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীদের উপর কোন

Dhaka University Institutional Repository

বিধিনিষেধ বা নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি। ইবনে জারীর আল তাবরী ও ইমাম আবু হানিফার মত বিখ্যাত ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বিচারক পদে নারীদের নিয়োগ যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট মানব ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কর্মময় জীবন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের সাথে আলোচনা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যেমন- পবিত্র হেরা গুহায় যখন সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের বাণী তার উপর অবতীর্ণ হয় তখন তিনি বিহবল হয়ে পড়েন এবং এ ব্যাপারে স্ত্রী খাদিজার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আবার অপরদিকে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় সন্ধির শর্ত ও মক্কা অভিযানকে কেন্দ্র করে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা তিনি স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ জাতীয় আরও অনেক উপমা রয়েছে যা রাসূলে করিম (সঃ) নারীদের সাথে আলোচনা বা নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহণ করতেন (৬)।

ইসলামে নারীর অধিকার ও সম্মান প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ও বাস্তাবিক দিক হলো নারীর সম্পত্তিতে অধিকার যা নারীর অর্থনেতিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম নারীকে দু প্রকার সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে তার একটি হলো মোহর এবং অপরটি হলো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। মোহর নারীর জন্য একটি অতিরিক্ত সম্পত্তি যা কেবলমাত্র ইসলামই নারীকে দিয়েছে। নারীর জন্য ইহা এক বিশেষ মর্যাদা বহন করে। মোহর বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও তা অলিক যা এখানে আলোচনা করা বাঞ্চনীয় নয়। বস্তুত মোহর নারীর এক সম্মানিত উপহার ।অপরদিকে ইসলাম নারীকে সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে সুচারু ও সুন্দরভাবে যা উত্তরাধিকার ইসলামী আইন হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত ও প্রচলিত। উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারী পুরুষের জন্য ইসলাম অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা অন্যান্য কোন ধর্মে নেই। ইসলাম নারীকে সঠিক মানবতার মূল্য দান করেছে। নারী স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তি ও সহজাত গুণাবলীর বিকাশ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম নারীর স্বাভাবিক যোগ্যতার সঠিক মূল্য দিয়েছে যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান ও ব্যবস্থা রয়েছে। পরিশেষে বলা দরকার যে ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান বা ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত। বেশীরভাগ মুসলমানই ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়। অন্যান্য জাতির মানুষের তো প্রশ্নই আসেনা। বিখ্যাত মুসলিম মনিষী ইবনে রুশদি যিনি সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপে এভয়োজ নামে পরিচিত; ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে আজও যাঁর গ্রন্থ পাঠ অপরিহার্য তিনিও নারী পুরুষকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সক্ষমতাসম্পন্ন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই খ্যাতনামা মুসলিম দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন এ্যরিস্টটলের মতবাদের শ্রেষ্ট ব্যাখ্যাকার (৭)। তিনি সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা দৃঢ়তার সাথে ব্যাক্ত করেন।

৬.৫ খৃষ্ঠ ধর্মে নারীর প্রতিদৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান:

খৃষ্ঠ ধর্মে নারীর অবস্থান বিষয়টি এক কথায় বলা হলে অত্যন্ত চমৃকপ্রদ। প্রথম যুগের খৃষ্ঠ ধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজের অশ্লীলতার ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধপতন দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ঐ সবের জন্য নারীকে দায়ী করা শুরু করেন। খৃষ্ঠ ধর্মে নারীর চেয়ে পুরুষকে বিস্তর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে কন্যা সন্তান নয় পুত্র সন্তান লাভে মাতৃত্বের দুঃখ বিদুরিত হয়। খৃষ্ঠান ধর্মে মানব জাতির সৃষ্টি পর্বে বাইবেলে পুরুষ অর্থাৎ আদমের বাঁকা হার থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে খৃষ্ঠ মর্ধের সাথে ইসলাম ধর্মের মিল খুজে পাওয়া যায়। এর কারণ হলো এ দুটি ধর্মই ঐশী বার্ণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্ঠান ধর্মের যাজকগণ নারীকে শয়তানের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে আসছিল খৃষ্ঠিয় প্রথম যুগে। তারা মনে করতো নারীর জন্যই পুরুষকে চিরসুখের স্থান স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে।

পাশ্চাত্য জগত খৃষ্ঠধর্মে দীক্ষিত হবার পর ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত তাদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও স্থির করা হয় যে তাদের কাজ হবে পুরুষের সেবা করা মধ্যযুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য এই ধারা অব্যাহত থাকে যা নারীকে মানবাধিকারের মর্যাদা থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করেছিল। স্বামী তথা পুরুষের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী বা নারী নিজের সম্পদ ব্যবহার পর্যন্ত করতে পারতো না। ব্রিটিশ আইনে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার ক্ষমতা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লবের পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার ঘোষনা দেয়া হয় তখনও নারীর মর্যাদা বহাল হয়নি তা শুধু খৃষ্ঠ ধর্মের যাজকদের জন্য। কারণ যাজকরাই তখন রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পুরাধার ছিল যারা নারীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হীনতর করে রেখেছিল। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য সব ধর্মেই

Dhaka University Institutional Repository

এমন ভাবে ব্যাখা করা হয়েছে যাতে পুরুষকে দেখানো হয়েছে দেবতা বা প্রভুরূপে আর নারীর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে অধস্তনরূপে। এ বিষয়ে ইসলাম ধর্মেও অবশ্য তাগিদ আছে তবে তা ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ। অন্য ভাবে বলতে গেলে ইসলামের নির্দেশের মধ্যে নারীর মর্যাদা হানী ঘটে সরাসরি এমন কিছু বলা হয়নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ইহা খুব বেশী দিনের কথা নয় যে শিক্ষা, গবেষণা বা সামাজিক সংস্কারের আলোচনায় মানুষ ধর্ম মম্মন্ধে সমালোচনা করার অধিকার রাখতে শুরু করেছে। মর্ধযুগে রাষ্ট্র যখন খৃষ্ট ধর্ম নির্ভর ছিল তখন রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নারীর অবস্থান খুব একটা সংশ্লিষ্ট পূর্ণ ছিলনা। তবে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম চেতনার ভিত্তিতে নারীকে সামাজিক অলংকার হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। রাজার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল ষোল আনা অধিকার আর রানীর ছিল রাজার ক্ষমতায় অধিকার। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ভারতীয় উপমহাদেশেও পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বলা যায় খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে নারীর অবস্থান খুব একটা সুখকর নয়। বরং খৃষ্টান ধর্মে নারীকে রাখা হয়েছে অমর্যাদাকর ভাবে। সামাজিক পারিবারিক এমনকি রাজনৈতিকভাবেও নারীকে কল্পনা করা হয় অমঙ্গলের প্রতীকরূপে (৮)।

৬.৬ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান ঃ

হিন্দু ধর্মে নারীর যে অবস্থান রয়েছে তা অত্যন্ত অমর্যাদার কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মীয় চেতনায় নারীর কোন অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দু ধর্মে বিশেষ করে রামায়ন গ্রন্থে নারীর বিচিত্র ও অদ্ভুত বর্ণণা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যা অবাস্তবও বটে। ঋগবেদের দশম মন্ডলে বর্নিত আছে যে ব্রন্মন্ড (স্বর্ণডিম) ফেটে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। তাতে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে পানি। এই পানি থেকে আবির্ভূত হয় নর এবং নর থেকে সৃষ্টি হয়েছে নারী। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মেও প্রথমে নর এবং পরে নারীর সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণিত আছে।

হিন্দু ধর্মে নারী বা কন্যা সন্তানকে আশির্বাদ হিসেবে দেখা হয়না। বিভিন্ন হিন্দু ধর্ম সূত্র এবং ধর্ম গ্রন্থে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নারী বা কন্যা সন্তান নয় কেবল বিভিন্ন অজুহাতে পুত্র সন্তান আখাংকা করা হয়েছে। এমনকি নিজ স্ত্রী গর্ভে না হলে অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র সন্তান জন্মদানের বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে বলা হয়েছে- হে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র, এ নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এর গর্ভে দশপুত্র উৎপাদন কর। ঐতরেয় ব্রাম্মনে পুত্র সন্তান জন্মদানকারী নারীকে উত্তম বলে আখ্যা দিয়েছে। রামায়নে পুত্র সন্তান

Dhaka University Institutional Repository

কামনা করে রাজা দশরথ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন। হিন্দু ধর্মে নারী মানুষের মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায়নি। হিন্দু ধর্মে নারীকে কুকুর জাতীয় হিংস্র প্রাণীর কাতারে শামিল করা হয়েছে। কেবল শতপথ ব্রাহ্মনেই নয়, গীতায়ও নারীকে শূদ্র-বৈশ্যের সারিতে স্থান দেয়া হয়েছে। মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্টিরকে বলেন নারীর চেয়ে অশুভতর আর কিছুই নেই, নারীর প্রতি পুরুষের মমত্ববোধ থাকা উচিৎ নয়।

হিন্দু ধর্মের আলোকে উপরের বাণীটির প্রতিফলন বাস্তবেও দেখা যায়। এককালে রাজপুতরা কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুতে ফেলতো। এখনও ভারতের অনেক স্থানে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মেরে ফেলা হয়। এককালে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীদের তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চিতায় পুড়িয়ে মৃত্যু বরণ ঘটানো হতো। হিন্দু ধর্মে স্ত্রীকে স্বামী যত অত্যাচারই করুক না কেন তাকে ত্যাগ করার অধিকার প্রদান করা হয়নি। এমনকি হিন্দু বিধবাদের পুনঃ বিবাহ করারও অনুমতি নেই। তারা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্র মতে নারীদের স্বাধীনতা অবৈধ। পুরুষের কাছে হিন্দু ধর্মমতে নিঃগৃহিত পশুর যেমন মর্যাদা আছে নারীর ততখানি মর্যাদা নেই। তবে বর্তমানে সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষার আলোকে হিন্দু রমনীগণ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে চলেছে। তবে এটা কেবল সামাজিক চেতনায় ধর্মীয় চেতনায় নয়।

হিরন্যকেশী গৃহসূত্রে পুত্র সন্তানকে সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুত্র কামনায় বার বার বিয়েকেও সমর্থন করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের প্রধান উপজিব্য হিসেবে দেখানো হয়েছে যে কেবল পুত্রের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ তা না হলে স্ত্রী গ্রহণও প্রয়োজন হতোনা। পুত্র সন্তান বৃদ্ধি করে, পুত্র বংশকুল রক্ষা করে, পুত্রই শেষাশেষী অবলম্বন এ মানসিকতায় দেখা গেছে একটি মাত্র পুত্রের আশায় অনেকেই ৫ থেকে ৯টি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে। এটি কেবল হিন্দু ধর্মের বিষয় নয় এটি অবশ্য একটি দরিদ্র গোত্রের সার্বিক সামাজিক চিত্র।

বৌদ্ধ ধর্মেও স্ত্রীর পাঁচটি গুনের কথা উল্লেখ আছে তাতে পঞ্চম গুণটি হলো পুত্রবতী হওয়া অর্থাৎ যে স্ত্রীর পুত্র সন্তান হয় তা একটি উৎকৃষ্ট গুণ। সংযুক্ত নিকায় ১ম খন্ডে গৌতম বুদ্ধ কন্যাসন্তান বিষয়ে কোশলরাজ প্রশেনজিৎকে বলেন, এমনটি এ কন্যা সন্তান রত্নগর্ভা হতে পারে, তার গর্ভ জাত সন্তান ভবিষ্যতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারে এবং সুবিশাল রাজ্যের অধিশ্বর হতে পারে। প্রকারান্তরে এখানে কন্যার চেয়ে পুত্রকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কটঠাহার জাতকে বর্নিত আছে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্ত তার স্ত্রীকে একটি আংটি দিয়ে বলেন, যদি কন্যা সন্তান হয়

Dhaka University Institutional Repository

তবে তা বিক্রি করে ভরণ পোষন করবে আর যদি পুত্র সন্তান হয় তবে আংটিসহ আমার কাছে আসবে। অর্থাৎ সন্তান প্রার্থনায় হিন্দু বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান ধর্মে পুত্র সন্তানকে প্রধান্য ও প্রার্থনা করা হয়েছে। আর কন্যা সন্তানকে দেখানো হয়েছে দুঃখের কারণ হিসেবে।

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর কিছুটা মর্যাদা লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্মের ন্যায় নারী এখানে ততটা অবহিলিত নয়। মহামঙ্গলে গৌতম মাতার সেবা ও স্ত্রীর ভরণ পোষণকে উত্তম মঙ্গলরূপে অভিহিত করেন। মহা পরিনির্বাণ সূত্রে দেখা যায় তথাগত বুদ্ধ বজ্জিদেরকে যে সাতটি উপদেশ দেন তার মধ্যে পঞ্চমটি ছিল স্ত্রী জাতীর মর্যাদা রক্ষা করা। হিন্দু ধর্মের আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে যেমন নারীদের হোম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে; বৌদ্ধ ধর্মে সেরূপ বলা হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের ধর্ম চর্চার অধিকার দেয়া হয়নি আর বৌদ্ধ নিজেই ছিলেন সংসার-বিরোধী। সংসার, স্ত্রীর প্রতি শেষ পর্যন্ত তার সম্পৃক্ততা ছিলনা। তিনি স্ত্রী, পুত্র ফেলে সংসার পরিত্যাগ করে চলে যান। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার স্ত্রী তার সব অধিকার এমনকি যৌন অধিকার পর্যন্ত হারায়। তাছাড়া সংঘে ভর্তি হওয়া ভিক্ষুনীরাও সংসার সুখ পরিত্যাগ করতে হয়। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মে নারীর স্বীকৃতি বা মর্যাদা নেই বল্লেও ভুল হবেনা (৯)।

সুতরাং বলা যায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় চেতনায় নারীর সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত দূর্বল, রাজনৈতিক অধিকার বলতে এ দুটি ধর্মীয় চেতনায় নারীর কোন অবস্থান নেই।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ও দিকনির্দেশনা:

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর স্বরূপ ও বাস্তবতা যেমন সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এমনকি ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও নারীর স্বরূপ ও অবস্থান সম্পর্কে সম্ভব বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও এই গবেষণার বিষয়বস্তু কেবলমাত্র বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত। তথাপি রাজনীতির ধারণা প্রসারণ ও বোধগম্যতার সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রধান প্রধান কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি কর্ম কাঠামোতে, গবেষণা ক্ষেত্রে কিছু দোষত্রুটি থেকে যায়। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন খুব অগ্রসর অবস্থানে না পৌঁছলেও সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারীর অবস্থান অতীতের যে কোন সময় থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিটি পর্যায়ে নারীর পদচারণার উন্নতির পরিসংখ্যান থেকে এটা প্রতিয়মান হয় যে অদুর ভবিষ্যতে এদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়এবং এভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এ কথা অনেকটা জোড় দিয়ে বলা যায়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির মানেই হচ্ছে নারীর নেতৃত্ব বৃদ্ধি পাওয়া এবং নারীর প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাগত ও অবস্থানগত দিক উন্নত হওয়া। দেশের প্রায় অর্ধেক নারী হওয়া সত্বেও বলা চলে এদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিনিধিত্ব পুরুষের হাতে। নারীর পশ্চাৎপদতার প্রধান অন্তরায় হলো পুরুষ বা পুরুষ শাসিত শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো। ইতিহাসের প্রথম পর্যায় থেকে এ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমানিত হয় যে, বাস্তব অবস্থা সব সময় পুরুষের পক্ষে ও ক্ষমতা বরাবরই পুরুষের নিয়ন্ত্রনে ছিল। তাই বর্তমানে নারীর নিজস্ব ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে যাকে আপাত:দৃষ্টিতে পুরুষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে মনে হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি যৌথযোগিতা মূলক পদক্ষেপ যা মূল ধারার সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে এসে সমস্ত কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে আমাদের এগিয়ে যাবার অঙ্গিকার ও প্রত্যয় ব্যক্ত করা একান্ত আবশ্যক।

ক্ষমতার মূল উৎস কেন্দ্র হলো আইন। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সংগঠনকে যে কার্যকর ক্ষমতা প্রদান করে তার বাইরে অন্য যে কোন শক্তিকে রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা বলা যায়না। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে রাষ্ট্রের আইনসভা তাকে

Dhaka University Institutional Repository

কতটুকু ক্ষমতা প্রদান করেছে তাকেই বোঝায়। অর্থাৎ রাজনৈতিক বলয়ে ক্ষমতায়নের পরিধি বৃদ্ধি করতে হলে মূলত বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন আইনী অধিকার, নির্বাচন, ভোটাধিকারে গ্রহণযোগ্যতা নিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক প্রাধিকার, সামাজিক কাঠামো সংস্কার, ধর্মীয় বিধি নিষেধের ভায় কমানোর উপর গুরুত্বারোপ করা ইত্যাদি। রাজনৈতিক চিত্রায়নে অবশ্যই একটি বিষয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা দরকার বলে প্রতিয়মান হয় যে, বৈশ্বিক রাজনৈতিক চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে দীর্ঘদিন যাবত নারী নেতৃত্ব চলে আসছে। অনেকে মনে করেন যে শীর্ষ পর্যায়ে দুজন (প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী) নেতা অবস্থান করা সত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক চিত্র খুব দুর্বল নয়। বর্তমানে নারীরা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে এগিয়ে আসার কিছু কারনের মধ্যে পরোক্ষ কারণও শীর্ষ পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব। শীর্ষ পর্যায়ে নারীর সফল নেতৃত্ব সাধারণ নারীকে রাজনীতেতে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগায়। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, নারীর কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে বিশেষ করে পরিবেশ, দৈহিক অবকাঠামো, প্রজনন ব্যবস্থা সহ প্রকৃতিগত কিছু বাস্তব অসুবিধা যা নারীর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে যেমন বিব্রতকরে তেমনি একজন পুরুষ যত সহজে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে নারীর জন্য তা ততটা সহজতর নয়। তবে এটিও আজ বিশ্বের নারী সমাজ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন এক সময় নারীর জন্য যা অসম্ভব ছিল বর্তমানে তা সম্ভব বলে প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে পরা নারী সমাজকে পুরুষের পাশাপশি কাজ করতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাসহ লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং পুরুষদের নারীকে প্রতিযোগী না ভেবে সহযোগী ভাবা আবশ্যক।

বেইজিং সম্মেলনের কর্মপরিধিতে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রের তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব আরোপ করা হলেও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষ ভূমিকা রাখা হয়নি বা এ ব্যাপারে কোন এজেন্ডাও আনা হয়নি। ক্ষমতার মূল দুটি বৈশিষ্ট হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও বেইজিং সম্মেলনে আলোকপাত ও কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাই প্রধানত সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করে থাকে। এ বিষয়টি ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করার দাবী রাখে। এ অধ্যায়ের শেষাশেষি যে বিষয়টি আলোকপাত না করলেই নয় তা হলো বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি অত্যন্ত সমস্যা সংকুল। দূর্নীতি, সন্ত্রাস, আইন-শৃংখলার ক্রমবর্ধমান অবনতি, খুন, ধর্ষন ও হত্যা, কালো টাকা, পেশী শক্তি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহন সহায়ক নয়। বরং এই সব বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে দারুণভাবে বাঁধাগ্রস্থ করছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় নারীর অংশ গ্রহণের সহায়ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি এদেশে গড়ে উঠেনি। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ ও ক্ষমতায়ন প্রচ্ছন্ন আকারে বিরাজ করছে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ প্রায় ৮০% জনগণ এখানে মুসলমান। তাই দীর্ঘদিন যাবত এদেশে একটি মুসলিম ধর্মীয় চেতনা বিরাজমান, অপরদিকে রাজনীতিতে বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি বহুলাংশেই ধর্মীয় সামাজিক চেতনাকে বিপন্ন করে বিধায় এ দেশের রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের বিষয়টি নেতিবাচক। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার জন্য নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের হার বাড়ানো আবশ্যক। সুতরাং আলোচ্য এ গবেষণা প্রবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশ্লেষণ থেকে বিষয় বিবেচনা ও চিহ্নিত করা যায় যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমাতয়ন ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।এগুরো হচ্ছে - পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা,অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও অংশ গ্রহনের সুযোগ, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও কুসংস্কার, শিক্ষার পশ্চাৎপদতা,পুরুষের অসহযোগিতা, সংঘাতময় অসহযোগিতা পরায়ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অভাব, লিঙ্গ বৈষম্য তথা সহায়ক দৃষ্টি ভঙ্গির অভাব, সুশীল সমাজ কর্তৃক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের অভাব, দুর্বল গণতন্ত্রায়ন,সীমিত আইনী প্রয়োগ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সহনশীলতার রাজনৈতিক চর্চা ।

উপরোক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কিছু সুপারিশ তুলে ধরা যায় এবংএগুলো নিম্নে বর্নিত হলোঃ লিপিবদ্ধ করা হলো। আশা করা যায় এই সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্তত কিছু যদি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা হয় তাহলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে মেতনি দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

> নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার বাস্তবায়ন, নারীদের সমস্যা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনার জন্য সমাজের বিভিন্ন নারী সংগঠনের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নারী বিষয়ক জাতীয় কমিশন (Women National Commission) গঠন করা যেতে পারে যে কমিশন বছরান্তে সরকারের কাছে নারীদের বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রতিবেদর্ন পেশসহ সরকারকে এ বিষয়ে সহায়তা দান করবে। উল্লেখ্য বিশ্বের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে।

> নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর নিয়োগ বৈষম্য বিদূরীত করতে হবে। ১০টি বা ২০টি প্রতিষ্ঠান জরিপ করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে জেন্ডার বৈষম্যের তুলনামূলক একটি প্রতিবেদন লেখা যেতে পারে। যেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের মূলে রয়েছে তার অর্থনৈতিক মুক্তির এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের শক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের শক্তি বা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনতিবিলম্বে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিদূরিত করতে হবে। দেখাগেছে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য প্রায় ২০ঃ৮০। এ সংখ্যা অনতিবিলম্বে ৪০ঃ৮০ করতে হবে। এর জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে দেখা গেছে উন্নয়নের যে কোন ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ এক বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অংশগ্রহনের বিষয়টি ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে দারিদ্রে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ সংখ্যা বিগত এক দশকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

> অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে BRAC এবং গ্রামীন ব্যাংকের (Grameen Bank) মত তাদের (দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠী) সরাসরি অর্থনৈতিক ঋণ সুবিধা কর্মসূচী গ্রহন করা যেতে পারে এবং এদের প্রতিনিধি ও কার্যনির্বাহের জন্য নারীদের নিয়োগ ও নির্বাচন করা যেতে পারে।

> সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারী নিজেকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রেখেছে। প্রজননের মাধ্যমে এই সৃষ্টি অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে এবং অনন্তকাল ধরে চলবে। উন্নত দেশগুলোতে প্রজনন পদ্ধতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছাকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রজনন ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত সিংহভাগই উপেক্ষিত। দারিদ্র ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশের (উন্নয়নশীল প্রায় সবদেশেই) মেয়েদের ১৩-১৮ বৎসরের মধ্যে বিয়ে হতে বাধ্য করা হয়। আর এর ফলে অপরিনত বয়সে অজান্তেই তারা সন্তান ধারণ করছে। অল্প বয়সে বিবাহিত নারীরা মৃত্যুর উচ্চ ঝুকির মধ্যে থাকে এবং উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তাদের মৃত্যু ঝুঁকি ৬০০ গুণ বেশী। এশিয়ায় ১৩২ জনে একজন আর উন্নত দেশগুলোতে ২৯৭৬ জনে ১ জন মাতৃত্ব জনিত মৃত্যু ঝুকির মধ্যে থাকে। মাতৃত্ব জনিত ঝুঁকি ছাড়াও অন্যান্য ঝুঁকিও নারীর অনেক বেশী। যেহেতু প্রজনন নারীর একটি অব্যাহত প্রাকৃতিক পদ্ধতি একে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। কিন্তু এর নিয়াপত্তা ও উন্নযনের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে তেমনি ঘটবে নারীর ক্ষমতায়নের সুচারু ব্যবস্থাপনা। আমরা যদি কেবল মাত্র বিদ্যমান শিক্ষিত নারীকূলের ক্ষমতায়নের কথা বিবেচনা ও চিহ্নিত করি তাহলে সত্যিকারভাবে নারীকূলের ক্ষমতায়ন বা উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য দরিদ্রনারী, অশিক্ষিত নারী, গ্রামীন অবকাঠামো প্রভৃতিকে বিবেচনা করতে হবে। দরিদ্র পরিবারের নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা বিশেষ করে মাতৃত্বস্বাস্থ্য সেবা উদ্যম ও উদ্যোগের জন্য সরাসরি সহায়তা প্রদান করতে হবে।

> প্রতিটি রাজনৈতিক দলে যে কোন পরিষদে উচ্চতর কমিটি থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫% নারী সদস্য থাকতে হবে এবং স্থানীয় এবং জাতীয় নির্বাচন সমূহে অন্তত ২৫% মনোনয়ন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

> অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নারীর নিয়োগদান ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ ও অধিক হারে মনোনয়ন অনুমোদনের উদ্যোগ বৃদ্ধি বিষয় বিবেচনা করা দরকার।

> নির্বাচনী প্রক্রিয়া রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং নেতৃত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণেনারীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও প্রশিক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার।

> সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে নেতৃত্ব পর্যন্ত নারীদের বাস্তব প্রশিক্ষন, সমস্যাবলী নিয়ে শর্টকোর্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে যেন সামাজিকভাবে নারী অধিক সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

> রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও নিরাপদ করার জন্য জাতীয় রাজনীতি থেকে সন্ত্রাস, অস্ত্র ও বৈরী রাজনীতি নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করতে হবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

> জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত এলাকার প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল সরাসরি নির্বাচন ব্যতীত কোন নারী সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান করা ও সদস্য পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

> ঐতিহাসিকভাবে রাজনীতি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পেশা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে তাই উন্নয়নের জন্য পুরুষকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহায়তামূলক প্রবণতা বাস্তবায়ন করতে হবে।

> নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বাস্তবিক সমস্যা ও অন্ত রায় গুলো আরও মাঠ পর্যায়ে অধিক গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে হবে এবং জাতীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে তা প্রচার করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

> নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীর রাজনীতিতের অংশগ্রহণের একটি প্রধান ও মূল বাঁধা। তাই এই বাঁধা অতিক্রম করার জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী নির্যাতন কঠোরহস্তে দমন করতে হবে। যেমন এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক প্রথা, নারী ধর্ষন, হত্যা, নারী পাচার প্রভৃতির জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই কুপ্রথা সমূহ কিভাবে মানব সভ্যতাকে গ্রাস করে তা গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সর্বসাধারনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ জন্য দায়ীদের যথাযথ বিচার নিশ্চিৎ করা।

> মন্ত্রী পরিষদ এবং বিভিন্ন জাতীয় কমিটিতে জেন্ডার ভারসাম্য দুর করার জন্য নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে, এ ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় নারী নেতৃত্ব (যেমন নারী প্রধান মন্ত্রী, নারী বিরোধী দলীয় নেতৃ সহ উচ্চ পর্যায়ের সকল নারী নেতৃত্ব) যথাযথ ভূমিকা রাখার জন্য অগ্রনি ভূমিকা পালন করা।

> নারীর সুষম উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা থেকেই উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ রাখা।

> চিন্তা, বিবেক, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাসহ নারীর ব্যক্তি, সমাজ রাষ্ট্র সকল পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী তার সুপ্ত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ও আকাংখা অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তোলার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

> কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করার জন্য রাষ্ট্র সমূহকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

> নারী এবং মেয়ে শিশুর মানবাধিকার সার্বজনিন মানবাধিকার বিধায় নারী জীবনেরসকল স্তরে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করে জাতীয় সকল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

> বিশ্ব রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর নতুন আধিপত্ববাদ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ, নব্য সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন প্রভৃতির সংযোগ ঘটেছে, ফলে নারী ও শিশুর জীবন বিপন্ন ও ক্রমবর্ধমান হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। অপরদিকে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পদের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর প্রভাব ব্যাপক। সুতরাং সন্ত্রাস ও আধিপত্যবাদী রাজনীতি পরিহার করে দারিদ্র বিমোচন বিশেষ করে গ্রামীন নারী সমাজের উন্নয়নে সম্পদ ও ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে।

> নারীর উৎপাদনশীল ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যা মূলধন, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতির প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং উন্নয়নের সুফল ও নিজের শ্রমের সুফল নারী যেন সম্পূর্ণ ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিৎ করতে হবে।

> দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত সকল নারীর ইচ্ছা, বাস্তবতা, শিক্ষা, পেশা সহ সকল বিষয়ে গবেষণামূলক উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা দরকার এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সুপারিশের ভিত্তিতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

> জমি ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানা ও তার উপর নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং যথাযথ নতুন প্রযুক্তি লাভের সুযোগসহ সকল স্তরে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার পায় সে জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

> নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা, এজন্য সরকারী-বেসরকারী সকল খাতে এবং সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদে নারী ও পুরুষের উপর পরিমানগত ও গুণগত তথ্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচার করা এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

> সরকারী তহবিল প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও সংগঠনগুলো যাতে তাদের সংগঠনে এবং প্রতিষ্ঠানে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের অবস্থান উন্নত করার জন্য বৈষম্যহীন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে সে ব্যাপারে উৎসাহ, প্রয়োজনে আইন এবং তা নিশ্চিত করা দরকার।

পরিষেশে একথা বলা আবশ্যক যে যেহেতু রাষ্ট্রের সকল সম্পদের মধ্যে সবচাইতে বড় সম্পদ হলো মানব সম্পদ কাজেই এই মানব সম্পদকে যে দেশ যত অধিক হারে ব্যবহার বা কাজে লাগাতে পেরেছে সেই দেশ তত বেশী উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের মত একটি অধিক জনসংখ্যা বেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশে নারীর সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। এই বিপুল সংখ্যার নারী সমাজকে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব না হলে উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। রাজনীতি একটি কৌশল আর নেতৃত্ব হচ্ছে বাস্তবায়ন করার হাতিয়ার। সুতরাং যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নারী সমাজকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সবার আগে প্রযোজন রাজনৈতিক অঙ্গিকার। অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নারী সমাজকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৪৫ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীন দেশে নারীর অংশ গ্রহনের মাত্রা খুব ফলপ্রসূভাবে বৃদ্ধি পায়নি। এর প্রধান কারণ হলো নারীর সুযোগ ও অংশগ্রহণের অভাব। পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে যে দেশে নারীর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে সে সব দেশেই নারীর উন্নয়ন ঘটেছে। সুতরাং নারীর উন্নয়নের জন্য তাকে অংশগ্রহনের সুযোগ, প্রশিক্ষণ, প্রচার ও শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ক্ষমতায়নের বিচারে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেলে এবং তা সুসংহত হলে নারীর ক্ষমতায়নের আইনগত দিকটি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নারী প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত সব পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাযিত হবে। ফলে একটি স্থায়ী টেকসই উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু দেখা গেছে বাংলাদেশের বাস্তবতা ও নারীর অংশগ্রহণের হার যোগ্যতা প্রভৃতি সহসা নারীর অংশ গ্রহণ ও সমৃদ্ধির জন্য সমস্যা সংকুল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

হাজারো সীমাবদ্ধতা / তাছাড়া প্রকৃতি পুরুষকে যত তাড়াতাড়ি কিছু দিয়েছেবা দেয় নারীকে তত সহজে দেয়না। এর মধ্যে নারীর ব্যক্তিগত অধিকার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার জন্যসব কিছুই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । নারীকে অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ ও সংগ্রাম করতে হয়েছে এ সংগ্রাম কখনো প্রচ্ছন্ন আবার কখনো উজ্জল। অপর দিকে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের সর্বময় ক্ষমতার মালিক দুজন নারী হওয়া সত্বেও নারীর ক্ষমতা সংরক্ষনের বিষয়টি আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা সুসংহত হয়নি। কিন্তু সময়ের ববধানে সংগ্রাম ও যোগ্যতায় নারী অনেক এগিয়ে গেছে; যেমন পেশাগত, শিক্ষাগত এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। সুতরাংবর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ মালার প্রধান প্রধান দিকগুলো বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। বিশেষ করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গিকার ও ইস্তেহারে নারীকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নারী বিষয়ক কর্মশালা গঠন, জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচন ও নারী আসন সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে বৃদ্ধি ইত্যাদি। তাছাড়া নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালাও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি পুরুষ আধিপত্যবাদি সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় নারীকে একজন পুরুষ প্রতিযোগিপরায়ন না ভেবে সহযোগি মনোভাব প্রসারিত করা একান্ত দরকার। অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কেবল নারী বা পুরুষ নয় নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। আর যেহেতু অংশগ্রহণ এবং অংশিদারিত্বের ক্ষেত্রে নারী এখনো বহুগুণ পিছিয়ে আছে তাই পথের বাধা দূর করে তাকে সামনে আসার সুযোগ দেয়া একান্ত আবশ্যক এবং এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে এক অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্রাবলী ঃ (References) পরিশেষ্ট-ক

প্রথম অধ্যায় ঃ

১) আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ (সংকলন;নারীর ক্ষমতায়ন-সংখ্যা-২),পৃষ্ঠা-৫০

২) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা -৫১

৩) জেসমিন আরা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, এম ফিল থিসিস, ঢা:বিঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-দেয়া নেই

৪) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা- দেয়া নেই

৫) শাহীন রহমান,নারী উন্নয়ন নীতিমালা,উন্নয়ন পদক্ষেপ,সংখ্যা ২০, এপ্রিল-২০০০, পৃষ্ঠা ২৪-২৬

৬) শিরীন হক, নারী উন্নয়ন উপদেষ্টা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, জাতীসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন; পৃষ্ঠা-২১

৭) খাদিজা অক্তার, শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন (ক্ষমতায়ন সংখা-২,১৯৯৮) পৃষ্ঠা; ১৩

৮) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা ১৬

৯) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা ২৩

১০) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

১) নাজমা চৌধুরী, হামিদা আক্তার বেগম, মাহমুদা ইসলাম এবং নাজমুননেছা নাহতাব সম্পাদিত : নারী ও রাজনীতি সৈয়দা রওশন কাদির,স্থানীয় পর্যায়ে মঞ্জিলাদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া,সমস্যা ওসম্ভাবনা) উইমেন ফর উইমেন,পৃষ্ঠা ২৭

২) নাসরিন সুলতানা, উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী : অংশগ্রহণও অংশিদারিত্ব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (এম ফিল থিসিস, ঢা:বিঃ) পৃষ্ঠা-২৯

৩ পূবোক্ত; পৃষ্ঠা -১১০

৪) পূবোক্ত; পৃষ্ঠা -১১১

৫) রাশেদ খান মেনন, রাজনৈতিক দল ও নারী এজেন্ডা (নারী ও রাজনীতি); পৃষ্ঠা-৩৭

৬) মালেকা বেগম, নারী আন্দোলন ও গণতন্ত্রায়ণ, অন্য প্রকাশ,পৃষ্ঠা-২১

৭) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২২

৮) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৩৩

৯) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা -৪১

১০) শিরীন হক, নারী উন্নয়ন উপদেষ্টা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, জাতীসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন পৃষ্ঠা-৩৪

১১) মালেকা বেগম, নারী আন্দোলন ও গণতন্ত্রায়ণ, অন্য প্রকাশ,পৃষ্ঠা-৪৯

১২) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৬৩

১৩) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৪২

১৪) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৪৭

১৫) আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃএকটি বিশ্লেষণ;(ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২ থেকে সংকলিত), উইমেন ফর উইমেন, পৃষ্ঠা-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

১) নাসরিন সুলতানা, উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী : অংশগ্রহণও অংশিদারিত্ব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (এম ফিল থিসিস, ঢা:বি:) পৃষ্ঠা-১১৬

২) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-১১৯

৩) মেঘনাগুহঠাকুরতা (সংকলন; নারী ও রাজনীতি,পূর্বোক্ত),পৃষ্ঠা ৪৩

৪) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৫৯

৫) বুরহান উদ্দিন আহম্মদ, জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতি- আইন ও বীধিমালার ভাষ্য; পৃষ্ঠা ৬৯

৬) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা ৭০

৭) জালাল ফিরোজ, বাংলাদেশের সংসদে নারী ঃ সাফল্য ও ব্যর্থতা,সংরক্ষন, বিতর্ক এবং ভবিষ্যৎ (সংকলন; ক্ষমতায়ন-সংখ্যা-পৃষ্ঠা ৫

৮) দিলারা চৌধুরী ও আল মাসুদ হাসানুজ্জামান,উইমেন পারটিসিপেশন ইন পলিটিক্স,স্কোপ,নেচার এন্ড লিমিটেশন,সিডা পাবলিকেমন১৯৯৩,পৃষ্ঠা৭৮

৯) শিরীন সুলতানা আদনান খালেদ, ইউনিয়ন পরিষদ: নারী নেতৃত্বের বিকাশ; দৈনিক যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩

১০) ড. মাহবুবা নাসরিন, স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন, দৈনিক ইত্তেফাক-২৫ জানুয়ারী,২০০৪

১১) নাজমা চৌধুরী, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ-প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা (সংকলন: নারী ও রাজনীতি); পৃষ্ঠা ২৪

১২) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৫

১৩) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৭

১৪) ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জাতীয় বাজেটে নারীর অংশ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ; পৃ-৪১

১৫) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা ৪

১৬) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা ২৫

১৭) ড. প্রতিমা পাল মজুমদার,জাতীয় বাজেটে নারীর অংশ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, পৃষ্ঠা-৪১

১৮) সীমা দাস,জাতীয় বাজেটে নারী,উণ্নয়ন পদক্ষেপ সংখ্যা২৯,পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫

১৯) নারী প্রগতি বার্তা, এপ্রিল-২০০২ ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

১) ক্ষমতায়ন সংখ্যা-৪, উইমেন ফর উইমেন প্রকাশনা-২০০২,পৃষ্ঠা-৫১

২) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৭

৩) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৮

৪) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ২০০০

৫) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ১৯৯৯

৬) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, প্রতিবেদন- ২০০২

৭) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বার্ষিক রিপোর্ট-২০০০

৮) সামজিক বিজ্ঞান জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

৯) নীলুফার বেগম ও সাইফুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে নারীর অবস্থান(সংকলন;ক্ষমতায়ন সংখ্যা-৪,প্রকাশ-০২),পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

১) সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও নারী উন্নয়ন,দৈনিক জনকণ্ঠ-২০০৩

২) শামসুন্নাহার, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানী (সংকলন: ক্ষমতায়ন সংখ্যা-৫), পৃষ্ঠা-৯৫

৩) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-১০৭

৪) মোহাম্মদ শাহীন খান, তাহমীনা আখতার, নারী নির্যাতন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৫৯

৫) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৬৬

৬) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৯৭

৭) রাশিদা আখতার খানম, নারী নিপিড়ন ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট (সংকলন;ক্ষমতায়ন সংখ্যা-৫, প্রকাশকাল-২০০৩);পৃষ্ঠা-১৭

৮) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-১৮

৯) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

১) মমতাজ দৌলতানা, ধর্ম ও নারীর অধিকার,জ্ঞানকোষ প্রকাশনী,ঢাকা; পৃষ্ঠা-১৭

২) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৪

৩) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-১০৬

৪) ড.মুসতাফা আস সিবায়ী,অনুবাদঃ আকরাম ফারুখ,ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-২০০২; পৃষ্ঠা-১০১

৫) পূর্বেক্ত; পৃষ্ঠা-৩৪

৬) পূর্বেক্ত; পৃষ্ঠা-৩৭

৭) সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তফা,ইসলামে নারীর অধিকার,বাণী প্রকাশনী,কলকাতা;পৃষ্ঠা-২০৯

৮) আলহাজ্ব এস.এম.আখতার হোসেন,ইসলামে নারীর অধিকার,বাণী প্রকাশনী,কলকাতা,প্রকাশকাল:১৯৮৮; পৃষ্ঠা-৫

৯) পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-১৭,২৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা

পরিশিষ্ট-, খ

নাম.....পেশা.....তারিখ.....

১) বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা যে হারে অংশগ্রহণ করছে তা কি যথেষ্ঠ বলে আপনি মনে করেন?

২) বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব কতখানি বা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজন আছে কি?

৩) ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশের নারী সমাজের কতখানি অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে ?

৪) সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা কি অপরিহার্য?

৫) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর স্বল্প অংশগ্রহণ এবং দূর্বল ক্ষমতায়নের কারন কি কি?

৬) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেলে নারী নির্যাতন ও যৌতুক হ্রাস পাবে কি?

৭) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে পারিবারিক বন্ধনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে কি ?

৮) রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তাকে রাজনীতিতে অধিক সময় দিতে হবে, ফলে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হবে কি ?

৯) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহনের ফলে ইসলামী মূল্যবোধ বিনষ্ট হবে কি ?

১০) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহনের ফলে দূনীতি হ্রাস এবং উন্নয়ন গতিশীল হবে কি ?

১১) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহনের ফলে প্রশাসনিক গতি ব্যহত এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হবে কি ?

১২) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন

১৩) বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য গ্রামীন নারী সমাজের গুরুত্ব আছে কি/ কিভাবে ?

১৪) বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) কোন ভূমিকা রাখতে পারে কি ? কিভাবে ?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- গ

সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

১) বুদ্ধিজীবি/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকঃ

১.১ ড. আতাউর রহমান খান, প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়,
১.২ ড. এম. সাইফুল্লাহ ভূইয়া, প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১.৩ ড.এম. শমসের আলী, ভাইস- চ্যান্সেলর, সাউথ- ঈষ্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
১.৪ প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, ভাইস- চ্যান্সেলর, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
১.৫ ড.এম আলী আজগর, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও প্রফেসর, বুয়েট, ঢাকা
১.৬ প্রফেসর ড. মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন, সভাপতি, বুয়েট শিক্ষক সমিতি, ঢাকা
১.৭ ড. মোঃ নাজমুল হক, সাবেক মহাপরিচালক, স্পার্সো, আগারগাও, ঢাকা
১.৮ প্রফেসর খালেদা রশীদ, ডীন আর্কিটেকচার ফেকাল্টি, বুয়েট, ঢাকা
১.৯ ড. মাকসুদ হেলালী, পরিচালক, উপদেশ ও গবেষণা পরিদপ্তর, বুয়েট, ঢাকা
১.১০ ড.শহিদুল ইসলাম খান, প্রফেসর ও ডীন, ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.১১ ড. মাগলুব আল নূর, প্রফেসর, মেকানিক্যাল ইঞ্জিয়ারিং বিভাগ বুয়েট, ঢাকা
১.১২ ড. জেবুন নাহরিন আহমেদ, প্রফেসর, আর্কিটেকচার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.১৩ ড. ফরিদা নিলুফার, আর্কিটেকচার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.১৪ ড. দীল আফরোজা বেগম, প্রফেসর, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.১৫ নাজমা জামান, প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.১৬ ড. নীলুফার ফারহাত হোসেন, বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.১৭ ফাহমিদা নাসরিন, সহকারী অধ্যাপক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট,
১.১৮ ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, সহকারী অধ্যাপক, কেমিক্যাল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.১৯ ড. আল নকিব চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, বুয়েট শিক্ষক সমিতি, ঢাকা
১.২০ নাজমা পারভিন, সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.২১ দীল আফরোজ আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বুয়েট
১.২২ ফাহমিদা খানম, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.২৩ এডমোন্ড গোমেজ, সহযোগী অধ্যাপক, খনিজ কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
১.২৪ আরও অনেকে....

২. সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিজীবিঃ

২.১ বুরহান উদ্দিন আহম্মদ, ডেপুটি সেক্রেটারী (অবঃ), নির্বাচনকমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২.২ কামরুল আহসান, ওয়ারেন্ট অফিসার, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ঢাকা
২.৩ আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, ঢাকা
২.৪ নুরুল আলম, ফ্লাইট সার্জেন্ট, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, কুর্মিটোলা, ঢাকা
২.৫ নুরুল হুদা, ওয়ারেন্ট অফিসার, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, কুর্মিটোলা, ঢাকা
২.৬ আব্দুর রহিম মিজান, প্রবাস চাকুরীজীবি, কুয়েত

Dhaka University Institutional Repository

২.৮ জসিম উদ্দিন,সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রাইমারী ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২.৯ ফে এম এস এ কায়সার, বিভাগ প্রধান,পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা

২.১০ মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২.১১ ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ,পরিচালক (ফিজিক্যাল)এটমিকএনার্জি কমিশন,ঢাকা

২.১২ আনোয়ার কবির খন্দকার,সহকারী রেজিষ্ট্রার, বুয়েট, ঢাকা

২.১৩ মারুফুল হক,ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটর, বুয়েট, ঢাকা

২.১৪ আবু তাহের, সেকশন অফিসার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২.১৫ সোহরাব আলী মিয়া,সহকারী পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বুয়েট, ঢাকা

২.১৬ শেখ শাহজাহান আলী,সহকারী পরিচালক, বুয়েট, ঢাকা

২.১৭ আব্দুল ওহাব খান,সহকারী লাইব্রেরীয়ানবুয়ে, ঢাকা

২.১৮ এবং আরও অনেকে.....

৩) পেশাজীবি নারীঃ

২.১৯ লতিফা খানম, সিনিয়র শিক্ষিকা, শ্যামপুর হাই স্কুল, ঢাকা

২.২০ জাহানারা পারভীন, সিনিয়র শিক্ষিকা, বিদুৎ উনয়ন বোর্ড হাই স্কুল, ঢাকা

২.২১ পারভিন আক্তার লোটাস, জুনিয়র আফিসার, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, ঢাকা

২.২২ ডাঃ আর এস ফাতেমা খাতুন, মেডিক্যাল অফিসার, বুয়েট, ঢাকা

২.২৩ সুরাইয়া বেগম, ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান,বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১.২৫ বেগম বদরুন নেসা ইসলাম,সিনিয়ার ক্যাটালগার,বুয়েট, ঢাকা

১.২৬ আফিয়া বেগম, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা

১.২৭ ড. রওশন মমতাজ, সহযোগী অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট,

১.২৮ সিদ্ধা আফসানা, লেকচারার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা

১.২৯ সারা ফেরদৌসী, সহকারী অধ্যাপক, পানি সম্পদ বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা

১.৩০ আনিকা ইউনুস,সহকারী অধ্যাপক,পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট,ঢাকা

১.৩১ নাছরিন জাহান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা

২.২৪ নুরুন নাহার নার্গিস,লেকচারার,মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ বিভাগ,বুয়েট, ঢাকা

২.২৫ মিসেস রেহেনা বেগম, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর, বুয়েট, ঢাকা

২.২৬ মিসেস সরাবান তহুরা,ফোরম্যান ইনস্ট্রাকটর, বুয়েট, ঢাকা

২.২৭ মিসেস ফাতেমা বেগম,সহঃ প্রসাশনিক অফিসারবুয়েট, ঢাকা

২.২৮ মিসেস সেলিনা বেগম, প্রশাসনিক অফিসার, বুয়েট, ঢাকা

২.২৯ মেহী ফারজানা, প্রশাসনিক অফিসার, বুয়েট, ঢাকা

২.৩০ সেলিনা বেগম, সহকারী পরিচালক, পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন,ঢাকা

২.৩১ তানিয়া খান, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,সচিবালয়, ঢাকা

২.৩২ গুলনার নাজমুন নাহার,সিনিয়র সহকারী সচিব(বৃত্তি,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২.৩৩ সুতাপা বড়ুয়া, এক্সপেরিমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার, কেমিক্যাল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
২.৩৪ ফারহানা সুলতানা সালেহ লেকচারার, রসায়ন বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
২.৩৫ দিলরুবা বেগম, ডিপুটি চীপ, পরিকল্পনা সেল (শিক্ষা,) আগারগাঁ, ঢাকা
২.৩৬ ফজিলাতুন্নেছা, প্রধান শিক্ষিকা, পলাশি গার্লস স্কুল, ঢাকা
২.৩৭ নুরজাহান বেগম, সহকারী সচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন, ঢাকা
২.৩৮ ডাঃ আফসানা আহম্মেদ মিমি, বনানী ডেন্টাল ক্লিনিক, বনানী, ঢাকা
২.৩৯ ডাঃ রীনা জাহাঙ্গির, প্রভাষক, পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা
২.৪০ লিখন বউফ, শিক্ষিকা, আগা খান স্কুল, উত্তরা, ঢাকা
২.৪১ আরও অনেকে.....

৪. প্রকৌশলী/ চিকিৎসক/ শিক্ষক/ আইনজীবি/ ব্যাবসায়ী

৪.১ আনোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, দোহার নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা
৪.২ মোহাম্মদ মুসলিম, ব্যবসায়ী, পান্থপথ, ঢাকা
৪.৩ মনিরুজ্জামান মাসুদ, পরিচালক, গাঙচিল এড ফার্ম, হাটখোলা রোড, ঢাকা
৪.৪ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান আলী, চীফ মেডিক্যাল আফিসার, বুয়েট, ঢাকা
৪.৫ ডাঃ মুজিবর রহমান প্রামানিক, ডিপুটি চীফ মেডিক্যাল আফিসার,
৪.৬ ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম, মেডিক্যাল আফিসার, বুয়েট, ঢাকা
৪.৭ মোঃ আজম খান, বনানী ডেন্টাল ক্লিনিক, বনানী, ঢাকা
৪.৮ ডাঃ ডি এস জামান, বনানী ডেন্টাল ক্লিনিক, বনানী, ঢাকা
৪.৯ ডাঃমোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা
৪.১০ ডাঃ রাজিউদ্দিন রাজু, সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা
৪.১১ ডাঃ ইকবাল হোসেন, ওরোমেক্স ডেন্টাল ক্লিনিক, ঢাকা
৪.১২ ডাঃ খালেদ রশীদ, উপজেলা দন্ত চিকিৎসক, গজারিয়া, নরসিংদী
৪.১৩ আব্দুল হাফিম, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিক বিজনেস সিস্টেম, বনানী,
৪.১৪ রেজাউল হক আকন্দ, সিনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার, বুয়েট, ঢাকা
৪.১৫ মোঃ আজাহারুল আলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, বুয়েট, ঢাকা
৪.১৫ মোঃ শাহ আলম, আইনজীবি, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা
৪.১৬ মোঃ ওবায়েদুর রহমান, আইনজীবি, জর্জ কোর্ট, ঢাকা
৪.১৭ গোলাম হায়দার, আইনজীবি, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা
৪.১৮ মেহেদী আমিন, পরিচালক, গাঙচিল এড ফার্ম, হাটখোলা রোড, ঢাকা
৪.১৯ প্রশান্ত কুমার ধর, পরিচালক, গাঙচিল এড ফার্ম, হাটখোলা রোড, ঢাকা
৪.২০ মেহেদী হাসান, পরিচালক, গাঙচিল এড ফার্ম, হাটখোলা রোড, ঢাকা
৪.২১ আরও অনেকে.....

Dhaka University Institutional Repository

৫ গৃহিনী

৫.১ ছালেহা বেগম,১৪৬ পূর্ব জুরাইন,ঢাকা
৫.২ সুফিয়া বেগম, বাড়ী নং ৩৭, রোড নং ১৫,সেক্টর ১৩, উত্তরা, ঢাকা
৫.৩ ছবেদা বেগম, গ্রামঃ কাঠালিঘাটা, পালাম গঞ্জ, দোহার, ঢাকা
৫.৪ রওশন আরা, ১০৮১ পূর্ব জুরাইন, ঢাকা
৫.৫ ইয়াসমিন আরা, ১৪৬ পূর্ব জুরাইন,ঢাকা
৫.৬ মাহমুদা আক্তার নীলু, ৬৩ নং শুক্রাবাদ, ঢাকা
৫.৭ আফরোজা আক্তার মীনু,বাড়ী- ১৭, রোড- ১৫,সেক্টর ১৩,উত্তরা,ঢাকা
৫.৮ চায়না আক্তার, গ্রামঃকাঠালিঘাটা, পালাম গঞ্জ, দোহার, ঢাকা
৫.৯ আকলিমা আক্তার, গ্রামঃ কাঠালিঘাটা, পালাম গঞ্জ, দোহার, ঢাকা
৫.১০ ফেরদৌসী ইয়াসমিন মনি, গ্রামঃসুত্রাপুর,থানাঃকালিয়াকৈর,গাজীপুর
৫.১১ সাদিয়া আফরিন মৌ, বাড়ী নং ১০৮৩, বাগানবাড়ী, শ্যামপুর,ঢাকা
৫.১২ মমতাজ পারভীন মীনা, বাড়ী নং ৪৩/ ২ জিগাতলা, ঢাকা
৫.১৩ সেলিনা বেগম, ২৩/ ৮,দক্ষিণ কাফরুল, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
৫.১৪ মাকসুদা আক্তার,বুয়েট আবাসিক এলাকা, বুয়েট,ঢাকা
৫.১৫ শামিমা নাছরিন সীমা,৩২/ ৩ শুক্রাবাদ,ঢাকা
৫.১৬ মাকলুনা আক্তার মেরী, বুয়েট আবাসিক এলাকা, বুয়েট,ঢাকা
৫.১৭ জহুরা আক্তার বুলবুলি, বুয়েট আবাসিক এলাকা, বুয়েট,ঢাকা
৫.১৮ রুবিনা আক্তার,বুয়েট আবাসিক এলাকা, বুয়েট,ঢাকা
৫.১৯ আয়েশা সিদ্দিকা,বুয়েট আবাসিক এলাকা, বুয়েট,ঢাকা
৫.২০ নুসরাত জাহান,বুয়েট আবাসিক এলাকা, বুয়েট,ঢাকা
৫.২১ নাসিবা মুন,৮৪/ বি, ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা
৫.২২ আরও অনেকে .....

৬. ছাত্রী/ ছাত্র

৬.১ রেবেকা সুলতানা ঝুমু,সমাজ কল্যান বিভাগ, যুয়হান উদ্দিন কলেজ,ঢাকা
৬.২ রকিবুল ইসলাম কমল, ফার্মেসী বিভাগ, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি, ধানমন্ডি, ঢাকা
৬.৩ শিপ্পু,কম্পিউটার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.৪ মামুন,এপটেক কম্পিটার, ঢাকা
৬.৫ তানভীর আহমেদ পাপ্পু, বি বি এ প্রথম বর্ষ,এশিয়ান ইউনিভার্সিটি,ঢাকা
৬.৬ তাসলিমা ইসলাম, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৬.৭ তাহমীনা রহমান, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৬.৮ সুরাইয়া ইয়াছমীন পুতুল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
৬.৯ শীলা রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৬.১০ মোশাররফ হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১ আব্দুল আলীম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.১২ কানিছ ফাতিমা, উইমেন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.১৩ ফারিয়া হক, উইমেন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.১৪ জেযুন নেছা, উইমেন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.১৫ নুসরাত জাহান, উইমেন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.১৬ লুকমান হোসেন সাগর, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, জগনাথ বিশ্ববিদ্যালয়
৬.১৭ মাসুদুর রহমান, আর্কিটেকচার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.১৮ সুভেনির মাহমুদ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.১৯ আশরাফ হোসেন, আর্কিটেকচার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.২০ মুহাম্মদ রিয়াজ আহম্মেদ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.২১ মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন, কম্পিউটার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.২২ তানভীর রহমান, কম্পিউটার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.২৩ ফারহান হামদার চৌধুরী, কম্পিউটার বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.২৪ আহসান আক্তার হাসিন, ইন্ডাজট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.২৫ কায়েস বীন জামান, ইন্ডাজট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
৬.২৬ মোঃ মজিবুর রহমান, বুরহান উদ্দিন কলেজ, ঢাকা
৬.২৭ মোঃ আলী আশরাফ, রাজাবাড়ী কলেজ, টাঙ্গাইল
৬.২৮ মনির চৌধুরী, রাজাবাড়ী কলেজ, টাঙ্গাইল
৬.২৯ আব্দুল আওয়াল, মির্জাপুর কলেজ, টাঙ্গাইল
৬.৩০ আরও অনেকে.....

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পাবলিকেশন্স ঃ

ডঃ নাজমা চৌধুরী, হামিদা আখতার বেগম, মাহমুদা ইসলাম, নাজমুন্নেছা মাহ্তাব- নারী ও রাজনীতি- উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা

আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি একটি বিশ্লেষণ ক্ষমতায়ন সংখ্যা ২, ১৯৯৮ - উইমেন ফর উইমেন।

মমতাজ দৌলতানা, ধর্ম ও নারী অধিকার, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন- বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা

নীলুফার বেগম ও সাইফুদ্দীন, বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে নারীর অবস্থান

সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তফা, ইসলামে নারীর অধিকার, বানী প্রকাশ কলকাতা

রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী, বেইজিং এনজিও ফোরাম ৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ ১৯৯৫

নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি, উইমন ফর ইউমেন

আলতাফ পারভেজ, বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জন অধিকার

ফরিদা আখতার সম্পাদিত, সংরক্ষিত আসন-সরাসরি নির্বাচন, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা

নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা ১৯৯৪

নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান- উইমেন ফর উইমেন প্রকাশনা, ঢাকা

জালাল ফিরোজ,পার্লামেন্টারি শব্দকোষ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা ১৯৯৯

আলতাফ পারভেজ, *বাংলাদেশের নারীঃ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ,* জনঅধিকার, ঢাকা ২০০০

হামিদা আখতার বেগম, মাহমুদা ইসলাম, নাজমুন্নেছা মাহ্তাব, ডঃ নাজমা চৌধুরী, নারী ও রাজনীতি- উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা

মমতাজ দৌলতানা, আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোকে ধর্ম ও নারী অধিকার- জ্ঞানকোষ প্রকাশনি, ঢাকা

জাতীয় বাজেটে নারীর অংশ - ডঃ প্রতিমা পাল মজুমদার, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা

আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন সংখ্যা -২ উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা ১৯৯৮

বুরহান উদ্দীন আহম্মদ, জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতি- আইন ও বিধিমালার ভাষ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থা,ঢাকা

ড. মুসতাফা আসসিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়্যেদা কানিজ মুত্তফা, ইসলামে নারীর অধিকার, বাণী প্রকাশণী, কলকাতা

নাসরিন সুলতানা উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশিদারিত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, এম ফিল থিসিস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মালেকা বেগম, নারী আন্দোলন ও গণতন্ত্রায়ন, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

মালেকা বেগম, নারী অন্দেলনের পাঁচ দশক, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

বেবী মওদুদ,বাংলাদেশের নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

মালেকা বেগম, নারী মুক্তি আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আল মাসুদ, হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশের নারী- বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা

মাহমুদা ইসলাম, নারীবাদি চিন্তা ও নারী জীবন, জে কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

আবুল হাসনাত, নারীর কথা, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ফোরকান বেগম, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, তমিজউদ্দিন ফাউন্ডেশন, নারায়নগঞ্জ

আব্দুর রহিম, নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা

খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা

নীলুফার বেগম ও সাইফুদ্দিন, বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে নারীর অবস্থান, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা

জেসমীন আরা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব-এমফিল থিসিস, ঢা. বি.

Equal Opportunities Commission, *Women in Parliament : A Comparative Analysis* Manchester, November 2001

Registration and reforms of Political Parties in Bangladesh,Legislative Supoort Service Project, Funded by European Commission.

Taslima Monsoor, *From Patriarchy to Gender Equity : Family Law and Its Impact on Women in Bangladesh.* The University Press Limited, Dhaka 1999

Perception of Governance the Unheard Voices, Legislative Supoort Service Project, Funded by European Commission, Bangladesh Chapt.

Bangladesh Political Science Association, Dhak, Crisis if Governance and State of Democracy.

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষনাপত্র, ১৯৮৭

হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও আন্দো নে নারী,সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ১৯৯৭

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ঘোষনাপত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদর্শ, সংশোধিত সংস্করন, ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি প্রচারিত পার্টি ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

প্রতিমা পাল-মজুমদার; জাতীয় বাজেটে নারীসমাজের হিস্যা ও প্রাপ্তি। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,ঢাকা ২০০২

কেমন বাজেট চাই। প্রশিকার ইন্সটিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি এনালাইসিস অ্যান্ড এ্যাডভোকেসি (ইডপা)-র বাজেট বিষয়ক ধারাবাহিক গবেষণার তৃতীয় পর্ব; ২০০০

আতিউর রহমান, জনগণের বাজেট ঃ অংশগ্রহণমূলক পরিপ্রেক্ষিত, মে ২০০০

কেমন বাজেট চাই-তৃণমূল মানুসের ভাবনা। ইডপা, প্রশিকা, জুন ২০০৩

আফরোজা নাজনীন, বাজেটে নারী নেই- আছে নারীর ভোগান্তি, অনন্যা ১-১৫ জুলাই, ২০০২

জাতীয় উন্নয়ন পদক্ষেপ ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী, ঢাকা-২০০০

রহমান, শাহীন (১৯৯৮) ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ ষ্টেপসটুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা

ইসলাম খন্দকার নাইমুল ঃ বাংলাদেমের সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগের সমস্যা ও কতিপয় সুপারিশ ঃ একটি সমীক্ষণ- সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ রহিম এম, এ "বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস", ১ম খন্ড (অনুবাদ ঃ মোঃ আসাদুজ্জামান) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বেগম নীলুফার সম্পাদনায় "সরকারী কর্মকান্ডে মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা" সিভিল অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী, ঢাকা, মে, ১৯৮৭

তাহমিনা অখতার ঃ মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা:বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৯৫

উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহন অংশীদারিত্ব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত- নাসরিন সুলতানা, এম, ফিল থিসিস-২০০১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

নারী আন্দোলন ও গণতন্ত্রায়ণ- মালেকা বেগম, উইমেন ফর উইমেন)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতি- আইন ও বিধিমালার ভাষ্য,বুরহান উদ্দীন আহম্মদ, মানবিক সাহায্য সংস্থা, বনানী, ঢাকা

ড. মুসতাফা আসসিবায়ী,ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার,ঢাকা

Registration and reforms of Political Parties in Bangladesh,Legislative Supoort Service Project, Funded by European Commission.

Perception of Governance the Unheard Voices, Legislative Supoort Service Project, Funded by European Commission, Bangladesh Chapter.

Mainstreaming Women in Politics, Legislative Supoort Service Project, Funded by European Commission, Bangladesh Chapter.

International Seminar on Political Empowerment of Women, British Council,July-2003

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh Political Science Association, Dhaka, Crisis if Governance and State of Democracy.

ইসলামে নারীর অধিকার, সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তফা, বাণী প্রকাশনী, কলকাতা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব,জেসমিন আরা,এম ফিল থিসিস,রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশিদারিত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, নাসরিন সুলতানা, এম ফিল থিসিস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মালেকা বেগম, নারী আন্দোলন ও গণতন্ত্রায়ন,অন্য প্রকাশ, ঢাকা

মালেকা বেগম, নারী অন্দোলনের পাঁচ দশক, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

উন্নয়ন পদক্ষেপ, ২১তম, ২৯তম সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা

বিশ্ব নেতৃত্বে নারী-সেলিম ওমরাও খান, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, জুলাই-১৯৯৩

নারীর ক্ষমতায়ন, তৌফিকুল ইসলাম, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

রাজনীতিতে নারী- মামুন ও ওয়াহেদুল ইসলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ মার্চ-১৯৯৪

বাংলাদেশের নারী, বেবী মওদুদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

নারীর চোখে বিশ্ব-মালেকা বেগম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

নারী মুক্তি আন্দোলন, মালেকা বেগম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আল মাসুদ, হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশের নারী- বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা

মাহমুদা ইসলাম, নারীবাদি চিন্তা ও নারী জীবন, জে কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

আবুল হাসনাত, নারীর কথা, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

নীলুফার বেগম ও সাইফুদ্দিন, বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে নারীর অবস্থান, উইমেন ফর উইমেন,ঢাকা

প্রতিবেদন/সাময়িকী/পত্র-পত্রিকা ঃ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ৮ই মার্চ (১৯৯৭)।

নারী উন্নয়ন বার্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংখ্যা-৫, ফেব্রুয়ারী, (২০০১)।

বেগম রোকেয়া পদক ২০০০, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০০০)।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০১। আজকের মেয়ে, কালকের নারী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

নারীর ক্ষমতায়ন, তৌফিকুল ইসলাম, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

উন্নয়ন পদক্ষেপ- একবিংশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন পদক্ষেপ- ২৯তম সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন।

নারী নেতৃত্বাধীনে বাংলাদেশের নারীদের একদশক- উন্নয়ন পদক্ষেপ

International seminar on Political Empowerment of Women, 20-21 July, 2001, British Council Auditorium.

মামুন ও ওয়াহিদুল ইসলাম, রাজনীতিতে নারী- দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ মার্চ, ১৯৯৯।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে মার্চ, (২০০১)।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোম্বর (২০০০)।

প্রথম আলো, ৪ঠা জানুয়ারি (২০০১)।

ইনকিলাব, ১৯ আগষ্ট, ২০০১।

Websites:

www.womens-unit.gov.uk

www.eoc.org.uk

www.gn.apc.org/fawcett/home.htm

www.niwc.org

www.equalityni.org

www.ucl.ac.uk/constitution-unit

www.democraticdialogue.org

www.fabian-society.org.uk

www.ipu.org

www.thewnc.org.uk

www.sacpew.org.htm

www.vedamsbooks.com

www.eoc.org.uk/cseng/sexandpower.asp

www.undp.org